মুক্তিযুদ্ধের চেতনা
জাতীয় সংসদ ও বাংলাদেশ

নবম ও দশম জাতীয় সংসদে

ফজলে হোসেন বাদশা

উত্থাপিত বক্তব্যসমূহের অংশ বিশেষ

শহীদ জামিল আখতার রতন ফাউন্ডেশন

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

জাতীয় সংসদ ও বাংলাদেশ

প্রকাশক : শহীদ জামিল আখতার রতন ফাউন্ডেশন

প্রকাশকাল : অক্টোবর ২০১৮

স্বত্ব : প্রকাশক

প্রচ্ছদ : তাজ মোহাম্মদ

মুদ্রণ : ভেক্টর গ্রাফিকস এন্ড প্রিন্টিং, ঢাকা

শুভেচ্ছা মূল্য : ৫০ টাকা

মুখবন্ধ

নবম এবং দশম জাতীয় সংসদের একজন সদস্য হিসেবে সংসদে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য দিতে গিয়ে জনাব ফজলে হোসেন বাদশা যে কথাগুলো বলেছেন তারই নির্বাচিত কিছু অংশ 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা : জাতীয় সংসদ ও বাংলাদেশ' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হলো। বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে বক্তব্যের নির্বাচিত বিষয়গুলো প্রাসঙ্গিক এবং তার নির্বাচনী এলাকা রাজশাহী সদর-২ আসনের উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ বিধায় গ্রন্থটি প্রকাশের এই উদ্যোগ। এছাড়াও একজন সংসদ সদস্যের বক্তব্য, সংসদে তার ভূমিকা সম্পর্কে জনগণের মধ্যে আগ্রহ থাকা খুবই স্বাভাবিক। এলাকার উন্নয়ন, জাতীয় আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গে তার মননশীলতা এবং প্রত্যক্ষ ভূমিকা মূল্যায়নের দাবি রাখে। আমরা আশা করি জনাব ফজলে হোসেন বাদশাকে নিয়ে জনমনে যে আগ্রহ আছে তা আরও শানিত করবে এ গ্রন্থভুক্ত বক্তব্যসমূহ।

অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক জনকল্যাণকামী বাংলাদেশ অর্জনের পথে আমাদের সংগ্রামের সাথে পৃথিবীর দেশে দেশে শান্তি, স্বাধীনতা ও মানবমুক্তির যে লড়াই সংগ্রাম চলছে তারই নানা অনুষঙ্গ এবং ঐক্য ও শক্তির কথা বক্তব্যের বিষয়সমূহে বিধৃত হয়েছে।

সামনে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু কন্যা, দক্ষিণ এশিয়ার অগ্রগণ্য রাষ্ট্রনায়ক, বিশ্ব মানবতার জননী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যখন আত্মমর্যাদা ও অবিচল আস্থায় মাথা উঁচু করে উন্নয়ন ও অগ্রগতির সকল সূচকে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ তখন আসন্ন এ নির্বাচনকে নিয়ে দেশ-বিদেশে ষড়যন্ত্রমূলক নানা অবস্থান্তর লক্ষ করা যাচ্ছে। দেশের মধ্যে জাতীয় ঐক্যের নামে মহান মুক্তিযুদ্ধ ও তার পক্ষশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সাম্প্রদায়িক খুনীচক্র আজ জাতিবিরোধী জঙ্গিবাদী আগুন সন্ত্রাসীদের সাথে ঐক্যের গাঁটছড়া বাঁধার চক্রান্ত চালাচ্ছে।

মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য ছিল বহুত্ববাদী উন্নত অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তি দেশকে প্রথমাবধি সেই লক্ষ্য থেকে কক্ষচ্যুত করতে চেয়েছে। তাদের অস্ত্র বিভেদ, ষড়যন্ত্র, অপপ্রচার, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ। নতুন করে তারা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত। এমতাবস্থায়, মুক্তিযুদ্ধের শানিত চেতনায় বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সকল পক্ষ শক্তি ও গোষ্ঠীকে সুদৃঢ় ঐক্যের মাধ্যমে বৃহত্তর বিজয়ের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

বাংলাদেশের শুভবাদী শক্তি আজ ক্রমাগত দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। এই ঐক্য যতদিন অটুট থাকবে ততদিন দেশ ও জাতি সঠিক লক্ষ্যে এগিয়ে যাবে। এগিয়ে যাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সামাজিক ন্যায্যতা-সমতা প্রতিষ্ঠাসহ অসাম্প্রদায়িক জনগণতান্ত্রিক আধুনিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায়। এ অগ্রযাত্রা অদম্য এবং অলঙ্ঘনীয়। আমরা আশা করি জনমনে বিভ্রান্তি দূর করতে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা শানিত করতে এই পুস্তিকায় গ্রন্থিত বক্তব্যসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

শহীদ জামিল আখতার রতন ফাউন্ডেশন
২৫.১০.২০১৮

সূচিপত্র

ফজলে হোসেন বাদশা : জীবন ও সংগ্রাম ৭
যুদ্ধাপরাধীদের একটি তালিকা প্রকাশের দাবি ১৩
রাজশাহী অঞ্চলে গ্যাস সংযোগের দাবি ১৩
রাজশাহী নগরী ও রাজশাহী জেলায় গ্যাস সংযোগ প্রদান প্রসঙ্গে ১৪
মহামান্য রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ইয়াজ উদ্দিন আহমেদ এর ভাষণ সম্পর্কে
আনীত ধন্যবাদ প্রস্তাবের ওপর আলোচনা ১৫
বন্ধ রেশম কারখানা চালু এবং শহররক্ষা বাঁধ সংস্কার করা ১৭
রাজশাহীর সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগ বৃদ্ধি প্রসঙ্গে ২০
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সমস্যা প্রসঙ্গে ২০
মহান মুক্তিযুদ্ধের ৪ মূলনীতির ভিত্তিতে রুখে দাঁড়াও বাংলাদেশ ২১
কৃষকের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার জন্য কৃষি আদালত স্থাপন করতে হবে ২৪
বাংলাদেশের একটি জাহাজ হাইজ্যাক প্রসঙ্গে ২৬
প্রস্তাব (সাধারণ)-এর ওপর আলোচনা ২৭
বিএনপি-জামায়াতের মূল লক্ষ্যই বাংলাদেশকে তালেবানী পাকিস্তানে পরিণত করা ২৮
রাজশাহীতে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে ৩০
মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার ছিল বাংলাদেশ হবে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ৩২
রাজশাহী থেকে চট্টগ্রাম বন্দর পর্যন্ত সরাসরি রেল যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে ৩৪
বিভাগীয় শহরে পিএসসি-সহ সকল সরকারি নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠানের দাবি ৩৭
বাংলাদেশের অনিঃশেষ তারুণ্যের স্ফুরণ ৩৮
জঙ্গিবাদ নিয়ে জামায়াত-বিএনপি ও খালেদা সরকারের মিথ্যাচার ৪২
জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ যতদিন মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ভিত্তিতে
অগ্রসর হবে ততদিন পথ হারাবে না ৪৩
সমতাভিত্তিক অর্থনীতি অনুসরণ করে সামাজিক বৈষম্য কমিয়ে আনতে হবে ৪৭
বিচিত্রা তিথির ওপর পাশবিক নির্যাতন ৫১
মুক্তিকামী ফিলিস্তিনী জনগণের সঙ্গে বাংলাদেশ ছিল, আছে এবং থাকবে ৫২
ষোড়শ সংশোধনী বিল বিচারপতি অভিশংসন ৫৩
দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে জামাত-বিএনপি ও মৌলবাদী ষড়যন্ত্র প্রসঙ্গে ৫৫
রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা ৫৬
রাজশাহীর মানুষের প্রাণের দাবি ৬০

‘আপনারা পাকিস্তান তো ’৭১ সালেই থেকে গেছেন!’ ৬৫
শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি ও প্রশ্নপত্র ফাঁস প্রসঙ্গে ৬৬
ফ্রান্সে সন্ত্রাসী হামলার নিন্দা ৬৮
স্থানীয় সরকারের ক্ষমতায়ন ৬৮
স্থানীয় সরকার ৬৯
খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি-জামায়াত বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ প্রতিষ্ঠা করেছে ৭০
সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহিদ মিনার স্থাপন ৭৩
বিশ্ব ব্যাংকের অন্যায়ের কাছে জননেত্রী শেখ হাসিনা মাথা নত না করলেও
শিক্ষামন্ত্রণালয় জঙ্গিবাদের চাপাতির তলায় পড়েছে ৭৪
ত্রিশ লক্ষ প্রাণের বলিদান : প্রসঙ্গ মুক্তিযুদ্ধ ও গণহত্যা ৭৮
বাংলাদেশকে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে পরিণত করতে হলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ভিত্তিতে
বাজেট প্রণয়ন করতে হবে ৭৯
৪৬টি কলেজের জাতীয়করণের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হওয়া প্রসঙ্গে ৮৪
ডাক বিভাগকে সক্রিয় করা, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বাংলাদেশের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য
বজায় রাখা, ব্যাংকিং ও অর্থনৈতিক খাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা, উত্তরাঞ্চলের
শিল্পে ১০ শতাংশ প্রণোদনা প্রদান, কৃষি বীজ এবং রোহিঙ্গা সমস্যা প্রসঙ্গে ৮৫
যমুনা নদীতে দ্বিতীয় বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণ ৯০
ফজলে হোসেন বাদশার সংবাদ সম্মেলন ৯৪
রাজশাহী মহানগরে ২০০৯-২০১৮ সালের উন্নয়ন তালিকা ১০৩
আলোকচিত্র: ফজলে হোসেন বাদশার উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ১০৫

ফজলে হোসেন বাদশা

ফজলে হোসেন বাদশা : জীবন ও সংগ্রাম

ড. তসিকুল ইসলাম রাজা

গণমানুষের প্রাণপ্রিয় নেতা ফজলে হোসেন বাদশা স্বীয় কর্মগুণেই রাজশাহীসহ সারাদেশে সুপরিচিত। তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও জীবন দর্শন আজকের এবং আগামী প্রজন্মের সামনে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত, একথা বেশ জোরের সাথেই বলা যায় আপসহীন, সৎ নীতিবাদি ও আদর্শমণ্ডিত চরিত্রের অধিকারী জননেতা ফজলে হোসেন বাদশা সর্বস্তরের মানুষের বড়ই আপনজন। তাঁর নেতাসুলভ আচার-আচারণ অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। সবচেয়ে বড় কথা তাঁর সততা, মানবপ্রেম এবং দেশপ্রেম তাঁকে তৃণমূল সাধারণ পর্যায়ের মানুষের কাছে অবাধে মেলামেশার সুযোগ করে দিয়েছে। আর যে কারণে তাঁর গ্রহণযোগ্যতাও আশাকচুম্বী। নিজের দল বা ১৪ দলের নেতা হিসেবে শুধু নয়, ব্যক্তিগত কর্মপ্রয়াসে বা গুণাবলি তাঁকে বিভিন্ন দল ও গোত্রের মানুষের কাছে একবুক কাছের মানুষ ও প্রিয়জন হিসেবে চিহ্নিত করেছে। তিনি এমন ধরনের রাজনীতিক যে, সর্বদাই তাঁর দরোজা সবার জন্যই উন্মুক্ত। তিনি সবার কথাই মনোযোগ সহকারে শোনেন এবং আন্তরিকভাবে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন। সত্যি কথা বলতে কী– আজকের পেশি শক্তি, অবৈধ অস্ত্র এবং কালো টাকার কাছে রাজনীতি ডিফিকাল্ট হয়ে গেছে। সেখানে তাঁর মতো সহজ, সরল,সৎ ও নিবেদিতপ্রাণ রাজনীতিক বিরল দৃষ্টান্তের মতো। ছাত্রজীবনেই তাঁর রাজনীতিতে হাতেখড়ি এবং ২০০৮ সালে জাতীয় সংসদ সদস্য হিসেবে রাজশাহী সদর-২ আসনে নির্বাচিত হওয়ার পূর্বে এবং পরে তিনি সর্বদাই রাজশাহীর অর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষে দল-মত নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলন ও সংগ্রামে নেতৃত্ব দান করেছেন এবং দাবি আদায়ের মধ্যে দিয়ে নিজের অবস্থানকে পাকাপোক্ত ও সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছেন। এজন্য তাঁকে বহুবার জেল-জীবনসহ নানা অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। মোটকথা, তাঁর সাহসী বলিষ্ঠ ও আপসহীন নেতৃত্ব দানের কারণেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে তিনি সমর্থ হয়েছেন। কোনো রকমের প্রলোভনের কাছে বা ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারের লক্ষ্যে তিনি কখনই তাঁর মেধা, মনন ও মস্তিষ্ক বিক্রি করেননি। আর এজন্যই তিনি তাঁর স্পষ্টবাদি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালনে সর্বদাই সোচ্চার হয়েছেন।

ফজলে হোসেন বাদশা ১৯৫২ সালের ১৫ অক্টোবর রাজশাহী মহানগরীর হড়গ্রাম বাজারে নিজবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা অ্যাডভোকেট খন্দকার আশরাফ হোসেন এবং মাতা দিলারা হোসেন। তাঁর পিতা রাজশাহী জজকোর্টের একজন বিশিষ্ট আইনজীবী ছিলেন। তিনি রাজশাহীতে প্রগতিশীল রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন এবং ভাষাআন্দোলন হতে স্বাধীনতা সংগ্রাম পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি রাজনীতি ছাড়াও আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি রাজশাহী বারে আইনজীবী সমিতির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন

এবং রাজশাহী আইন কলেজ প্রতিষ্ঠায় বিশেষ অবদান রেখেছেন। ফজলে হোসেন বাদশার মা দিলারা হোসেন মূলত একজন আদর্শ গৃহিনী, সে সঙ্গে স্বামী এবং পুত্রের সার্থক রাজনৈতিক জীবন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সর্বদাই সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করেছেন। তিনি স্বনির্ভর হওয়ার জন্য গরিব ও দুস্থ মহিলাদের উপার্জনের লক্ষ্যে রাজশাহী মহিলা শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় আন্তরিকভাবে দায়িত্ব পালন করেন। এই প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সম্পাদক বিশিষ্ট সমাজসেবী ও ভাষাসৈনিক বেগম মনোয়ারা রহমানকে তিনি সর্বদাই সহযোগিতা করেছেন। সমাজের পিছিয়ে-পড়া নারীদের স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলার পেছনে তাঁর অবদান স্মরণযোগ্য। জনাব বাদশার জীবন সঙ্গিনী তসলিমা খাতুন একজন কলেজ শিক্ষক এবং নারী অধিকার আদায়ে বাংলাদেশ নারীমুক্তি সংসদ কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম নেত্রী। আদর্শ পিতা ও মায়ের কৃতিসন্তান ফজলে হোসেন বাদশা ১৯৬৭ সালে রাজশাহী কলেজিয়াট স্কুল থেকে এসএসসি, ১৯৭০ সালে নিউ গভ. ডিগ্রি কলেজ থেকে এইচএসসি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হতে অর্থনীতি বিষয়ে অনার্স ডিগ্রিসহ এমএ এবং এলএলবি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি রাজশাহী জজকোর্টের একজন অ্যাডভোকেট হিসেবেও নিবন্ধিত রয়েছেন। তাঁদের একমাত্র কন্যা ফাহিজা নুযহাদ জয়ী কম্পিউটার প্রকৌশলে উচ্চশিক্ষার্থে ইউরোপের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত।

প্রগতিশীল পরিবারিক ঐতিহ্যের ধারায় জননেতা ফজলে হোসেন বাদশার রাজনৈতিক জীবন শুরু। ঊনসত্তরের ছাত্র গণ-আন্দোলনের প্রাক্কালে তিনি পূর্বপাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপের প্রথমে সদস্য এবং পরে পশ্চিমাঞ্চলের আঞ্চলিক কমিটির সভাপতি ছিলেন। পিতার প্রগতিশীল জীবনাদর্শের প্রভাব তার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। সে সঙ্গে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মজলুম জননেতা মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, কমরেড অমল সেন, কমরেড রাশেদ খান মেনন, কমরেড মণি সিং এবং রাজশাহীর রাজনীতিতে বটবৃক্ষ জাতীয় নেতা শহীদ এএইচএম কামারুজ্জামান, জননেতা এম আতাউর রহমান, অ্যাডভোকেট মহসীন প্রামাণিক, কমরেড মহসীন আলী, অধ্যাপক রুহুল আমিন প্রামাণিক প্রমুখ জাতীয় ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রস্তুতি পূর্বে অনুপ্রেরণার মূল উৎস হিসেবে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছেন। ঊনসত্তরের গণ-আন্দোলনে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে রাজশাহীতে ব্যাপক গণজাগরণ সৃষ্টি হয়। ১৯৬৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের শিক্ষক ও প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহা এবং রাজশাহী সিটি কলেজের ছাত্র নূরুল ইসলাম শহীদ হন। দেশব্যাপী তুমুল গণ-আন্দোলনের মুখে সামরিক জান্তা আইয়ুব খানের পতন ঘটে এবং আরেক স্বৈরশাসক ইয়াহিয়া খান দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জাতির সেই সংকটময় মুহূর্তে তরুণ ছাত্রনেতা ফজলে হোসেন বাদশা পাকিস্তানি স্বৈরশাসকদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন । বিশেষত সে সময় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ গড়ে তুলতে তিনি উদ্যোগী ছিলেন।

এরপর তারুণ্যের বিপুল উদ্দ্যমে ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। রাজশাহী পুলিশ লাইনে পুলিশের প্রতিরোধ যুদ্ধসহ শহরের পশ্চিমাঞ্চলে যুদ্ধের শুরুতেই তিনি

ছাত্র ও যুবকদের সংগঠিত করেন। তিনি প্রথমে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলার মেলাঘর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যোগদান করেন। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার পানিপিয়া মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যোগ দেন। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করতে কিছু সময় ধুলাউড়ি মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পেও অবস্থান করেন ।

মহান মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী ৭৫-এর পট-পরিবর্তনে সামারিক জান্তা পাকিস্তানি ধারার প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি পুনঃপ্রবর্তন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী তৎপরতা শুরু করলে জননেতা ফজলে হোসেন বাদশা মুক্তিযুদ্ধের অসম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের লক্ষ্যে ছাত্রসমাজকে সংগঠিত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ সময় তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসমাজের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে পাঁচ দফা দাবি উত্থাপন করেন। একই সাথে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বাধীনতা বিরোধীদের বিতাড়নের আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। এজন্য বার বার গ্রেফতার হয়ে রাজশাহী ও ঢাকা কারাগারে অন্তরীণ থাকেন তিনি; সেই কঠিন সময়েও কারাবন্দীদের ওপর নির্যাতন ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন। কারা-আন্দোলন দমনে কারাগারে গুলি চলে। তিনজন বন্দী মৃত্যুবরণ করেন। আন্দোলন দুর্বার হলে বিএনপির তৎকালীন স্বরাষ্টমন্ত্রী কারাগারে আসেন। ফজলে হোসেন বাদশাসহ কারাবন্দী নেতাদের সাথে আলোচনা করে তিনি বন্দীদের অনেক দাবি মেনে নেন। তখন কারাগারের ভিতরে মৃত তিন বন্দীর স্মরণে একটি শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয় যা এখনও বিদ্যমান। রাজশাহী কারাগারের এই আন্দোলন জাতীয় রাজনীতির এক মৌলিক পরিবর্তন ঘটায় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি প্রথম বারের মতো জোটবদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক সংগ্রামের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

১৯৭৮ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর নেতৃত্বে ৫ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ছাত্র-আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৭৯ সালের মার্চ মাসে তিনি ছাত্রদের গণ-অনশনের ডাক দেন। সেই আন্দোলনে সঠিক ও সাহসী নেতৃত্ব দানের কারণে সাধারণ ছাত্রদের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। সে সময় জেনারেল জিয়াউর রহমানের দুইমন্ত্রী অনশনরত ছাত্রদের দেখতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। প্রতিবাদে ছাত্রসমাজ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ছাত্ররা সেই মন্ত্রীদ্বয়কে আটক করে। আলোচনার মাধ্যমে একটি সমাধানের পর ছাত্ররা দুই মন্ত্রীকে ছেড়ে দেয়। কিন্তু তারপরেও বিশ্বসঘাতকতা করে তৎকালীন সরকারের পুলিশ ও বিডিআর সাধারণ ছাত্রদের ওপর গুলি চালায়। পরবর্তীতে সরকার ফজলে হোসেন বাদশাসহ বহু ছাত্রনেতাকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠায়। কারামুক্তির পর ১৯৮০ সালের ৬ ডিসেম্বর জননেতা ফজলে হোসেন বাদশা বাংলাদেশ ছাত্রমৈত্রী প্রতিষ্ঠা করেন এবং সংগঠনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ঐ ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহেই তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদের ভিপি নির্বাচিত হন।

এর মধ্যে ক্ষমতায় আসে আরেক সামরিক শাসক জেনারেল এরশাদ। ছাত্রনেতা ফজলে হোসেন বাদশা এরশাদের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম প্রতিবাদ ও কালো পতাকা প্রর্দশন করেন এবং সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে (বয়কট) আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। স্বৈরাচার বিরোধী সংগ্রাম গড়ে তুলতে কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম

পরিষদ গঠন করেন। ১৯৮৩'র ১৪ ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ মধ্য-ফেব্রুয়ারির আন্দোলনে কেন্দ্রীয় ছাত্রনেতা হিসেবে তিনি প্রথম সারিতে ছিলেন। ৮০'র দশক জুড়ে প্রতিক্রিয়াশীল এরশাদ স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নিহত হন ছাত্রমৈত্রীর নেতা শহিদ ড. জামিল আক্তার রতন, জুবায়ের চৌধুরি রিমু, রূপমসহ অনেকেই। এ সকল হত্যাকাণ্ড ছিল প্রগতিশীল রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল জামাত-শিবির চক্রের চূড়ান্ত হুমকি। মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধী জামাত-শিবিরের এই অপতৎপরতার বিরুদ্ধে প্রগতিশীল ছাত্র-যুবদের ঐক্যবদ্ধ করে গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের পক্ষে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন জননেতা ফজলে হোসেন বাদশা। ঢাকায় সচিবালয় ঘেরাও আন্দোলনে নেতৃত্বদানের কারণে ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে সামরিকবাহিনী তাঁকে গ্রেফতার করে এবং ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে গিয়ে ৯ দিন তাঁর ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালায়। মূলত স্বৈরাচার বিরোধী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ৯০-এর গণঅভ্যুত্থান সংগঠিত হয় এই সংগ্রামের জননেতা ফজলে হোসেন বাদশার ভূমিকা ছিল আপোসহীন ও বলিষ্ঠ। দেশকে গণতন্ত্রের ধারায় ফিরিয়ে আনতে তাঁর ছিল অনন্য ভূমিকা ।

১৯৯১ সালে তিনি বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্যপদ লাভ করেন। নিষ্ঠার সাথে পার্টির দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে তিনি রাজশাহীসহ সারা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শ্রমজীবী মানুষকে সংগঠিত করার সুযোগ পান। ১৯৯৬ সালে বামজোট, পরবর্তীতে ১১ দল গঠনসহ সকল প্রগতিশীল আন্দোলনে ছিলেন নেতৃত্ব দিয়েছেন। ১৯৭২ সালের সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠা, জাতিকে কলঙ্কমুক্ত শহিদ জননী জাহানারা ইমামের ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটির আন্দোলনসহ জাতীয় ৯০ পরবর্তী সকল জাতীয় গণতান্ত্রিক লড়াইয়ে ছিল তার গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ। ১৯৯৫ সালে নাচোল বিদ্রোহের অগ্নিকন্যা ইলা মিত্রকে রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোলে নিয়ে আসেন এবং তাঁকে গণসংবর্ধনা দেন। জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে রানীমাতা ইলা মিত্র এই সম্মান লাভ করে আনন্দ ও গৌরব বোধ করেন। এছাড়াও বাংলা সাহিত্যের স্বনামখ্যাত লেখক মহাশ্বেতা দেবীকে তিনি রাজশাহী ও নওগাঁয় আদিবাসীদের মধ্যে নিয়ে আসেন জননেতা ফজলে হোসেন বাদশা।

এছাড়া আদিবাসীদের রাষ্টীয় স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালে সকল আদিবাসীদেরকে সংগঠিত করেন। আদিবাসীদের ৯ দফা দাবি আদায়ের অন্যতম সংগঠক জননেতা ফজলে হোসেন বাদশা। আদিবাসীদের জীবন মান ও জাতিসত্তার লড়াইয়ে ২৫ বছর পরে আজ তারা প্রায় অনেক দাবি রাষ্টীয়ভাবে স্বীকৃত।

২০০১ সালে জামাত-বিএনপি আবার ক্ষমতায় এলে সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। এ সময় ফজলে হোসেন বাদশা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিশ্বাসী মানুষদের নিয়ে তাদের অশুভ তৎপরতা বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ও গতিশীল নেতৃত্ব দান করেন। মিটিং, মিছিল, সভা ও সেমিনার আয়োজনের মধ্য দিয়ে তাদের দাঁতভাঙা জবাব দেয়া হয়।

এরই মধ্যে ২০০২ সালে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে মেয়র প্রার্থী হিসেবে ফজলে হোসেন বাদশা নাগরিক কমিটির পক্ষে হতে নির্বাচন করেন। রাজশাহী

মহানগরীর জনগণ তাঁকে নির্বাচিত করলেও কারচুপির মাধ্যমে নির্বাচনের রায় পরিবর্তন করা হয়। তৎকালীন সরকারের এ ধরনের কার্যক্রম রাজশাহীসহ সারাদেশে নিন্দার ঝড় তোলে। আর এজন্য একজন সৎ ও নিবেদিতপ্রাণ রাজনীতিক হিসেবে সর্বস্তরের মানুষের কাছে জননেতা ফজলে হোসেন বাদশার গ্রহণযোগ্যতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। ২০০৪-এ জামাত-বিএনপি সরকারের ছত্রছায়ায় রাজশাহীর বাগমারায় জামাত ও শিবিরচক্র বাংলাদেশকে পাকিস্তান বানানোর লক্ষ্যে তাদের জঙ্গিবাদী তৎপরতা চালিয়ে যেতে থাকে। প্রশাসনের নাকের ডগায় বাংলাভাই সৃষ্টি হয়। রাজশাহী মহানগরীতেও বাংলাভায়ের নেতৃত্বে জঙ্গিদের সশস্ত্র মিছিল হয়। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জননেতা ফজলে হোসেন বাদশা বাগমারাতে হাজার হাজার মানুষের সহায়তায় সন্ত্রাস প্রতিরোধের মহাসমাবেশ আয়োজন করেন। এ অবস্থার প্রেক্ষাপটে ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলা এবং সারাদেশে একসঙ্গে বোমা বিস্ফোরণের পর মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল শক্তিকে একত্রিত করে ১৪ দল গঠিত হয়। ১৪ দল গঠনের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ১৪ দল পরিচালনার একজন বলিষ্ঠ সংগঠক হিসেবে তিনি সকলে কাছে সমাদৃত। দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য আর আপসহীন গতিশীল ভূমিকা জনমতে এবং রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। বাংলাভাইয়ের বিরুদ্ধের তিনি জীবন বাজি রেখে যে ভূমিকা পালন করেন আমাদের উগ্রসাম্প্রদায়িকতা বিরোধী রাজনীতির ইতিহাসে উল্লেখ্যযোগ্য অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত।

তিনি ১৪ দলীয় জোটের প্রার্থী হিসাবে নবম ও দশম জাতীয় সংসদে নির্বাচিত হন। সংসদ সদস্য হিসেবে জননেতা ফজলে হোসেন বাদশা মহান জাতীয় সংসদে রাজশাহীকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে এক অসাধারণ ভূমিকা রেখে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। সৎ, যোগ্য নেতা হিসেবে জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য নেতায় পরিণত হয়েছেন। তিনি বিভিন্ন সংসদীয় কমিটিতে দায়িত্বে পালনে যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করেছেন। সর্বশেষ স্থানীয় সরকার, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন সংসদীয় কমিটির সদস্য হিসেবে সক্রিয়তা ও যোগ্যতার পরিচয় অর্জন করেন। এমনকি রাজশাহী সিটি করপোরেশনের উন্নয়নেও গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। সংসদে বিভিন্ন ধরনের কমিটিতেও যেমন, হাউজ কমিটি, সর্বদলীয় পার্লামেন্টারি কমিটি, ও বিভিন্ন সংসদীয় তদন্ত কমিটিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। জননেতা ফজলে হোসেন বাদশা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের স্বীকৃতি হিসেবে আদিবাসী-বিষয়ক সংসদীয় ককাসের সভাপতি হিসেবে সারাদেশে অধিবাসী ও ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীকে সহযোগিতা করেন। বাজেট, খাদ্য অধিকারসহ জনগণের বিভিন্ন ন্যায় সংগত দাবি বাস্তবায়নে সংসদ সদস্য হিসেবে জাতীয় ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। দেশে বিদেশে সংসদ সদস্য হিসেবে প্রশংসা অর্জন করেন তিনি একমাত্র সংসদ সদস্য যিনি বাংলাদেশে প্রতিনিধি হিসেবে নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করার বিরল গৌরব অর্জন করেন।

রাজশাহীর উন্নয়নের তার ভূমিকা তুলনাহীন। শিক্ষানগরী হিসেবে রাজশাহীর ঐতিহ্য রক্ষায় নতুন নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও স্কুল কলেজ, মাদ্রাসার উন্নয়নে এক বৈপ্লবিক

ভূমিকা রাখেন। চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়, হার্ট ফাউন্ডেশনের নতুন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠাসহ সকল হাসপাতালের উন্নয়ন সাধন করেন। রাজশাহী শহর রক্ষা বাঁধ, বঙ্গবন্ধুর আইটি ভিলেজ, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, রেশম কারখানা পুনরায় চালু করা, বিমান বন্দর সচল করা, ঢাকা রাজশাহী রেল যোগাযোগ উন্নয়নে নতুন সংযোজন পৃথক রেল সেতু স্থাপনের দাবি সংসদে গৃহীত হয়ে এখন বাস্তবায়নের পথে। যমুনা নদীর উপর দ্বিতীয় বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণের দাবি সংসদে উপস্থাপনের মাধ্যমে দেশের উত্তরাঞ্চলের মানুষের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। রাজশাহীকে আধুনিক ও সর্বস্তরের জনগণের নগর হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। রাজশাহী থেকে কলকাতা (হাওড়া) রেল যোগাযোগের দাবি প্রথম উপস্থাপন করেন এখন এটা বাস্তবায়নের পথে। রাজশাহীর যুবসমাজের কর্মসংস্থানের দাবি তিনি বাজেট আলোচনায় উত্থাপন করেন। রাজশাহীতে শিল্পাঞ্চল সৃষ্টি করে কর্মসংস্থানের উদ্যোগ গ্রহণে তিনি তৎপর রয়েছেন। কৃষক যাতে কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য পায় তার জন্য বিমান বন্দর উন্নয়নের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে রাজশাহীর কৃষকদের পণ্য রপ্তানির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ভেজাল সার, ভেজাল কীটনাশক দ্রব্য রোধসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃষকদের বঞ্চনার প্রতিকারের জন্য তিনি "কৃষি আদালত" প্রতিষ্ঠার দাবি তুলে তিনি আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। কারখানা শ্রমিকদের ওপর অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য যেমন শ্রমআদালত আছে একইভাবে কৃষি আদালত এখন জাতীয় দাবিতে পরিণত হয়েছে । তিনি দরিদ্র মানুষের জন্য খাদ্য অধিকার আইন প্রণয়নের জন্য দাবি জানিয়ে আসছেন।

ফজলে হোসেন বাদশা তার বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনে জাতীয় সংসদ সদস্য হিসেবে, দলীয় কাজে এবং ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বহুদেশে ভ্রমণ করেছেন। আন্তর্জাতিক মানের বিভিন্ন সেমিনার ও সম্মেলনে অংশগ্রহণ অথবা মূল বক্তা হিসেবে তিনি বিদেশে গেছেন। রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি হিসেবে এবং সংসদ সদস্য হিসেবে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করেছেন তিনি ভারত, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, পোল্যান্ড, ইরান, কাজাকিস্তান, তুরস্ক, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, ইংল্যান্ড, জার্মান, রাশিয়া, চীন, জাপান, কোরিয়া, আমেরিকা, হংকং প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেছেন। ২০১১ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের এক অধিবেশনে যোগদান করেন এবং সেখানে বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করে বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

ফজলে হোসেন বাদশা আপসহীন ও সংগ্রামী মানুষের নাম। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী ছাত্র রাজনীতি তথা সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উল্লেখ্যযোগ্য সংযোজন জননেতা ফজলে হোসেন বাদশা। জাতীয় সংসদ সদস্য হিসেবে তিনি অত্যন্ত সততা, দক্ষতা, ও বিচক্ষণতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। ৪৫ বছরের রাজনৈতিক জীবনে একটি শোষণহীন, সমৃদ্ধ এবং অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। নির্মোহ ভাবে জনগণের সেবা ও নিরলস রাজনীতির কর্মী থেকেই তিনি আজ রাজশাহী তথা বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের নেতা।

২৯-০১-২০০৯

যুদ্ধাপরাধীদের একটি তালিকা প্রকাশের দাবি

সিদ্ধান্ত প্রস্তাব-এর ওপর আলোচনা

জনাব ফজলে হোসেন বাদশা (রাজশাহী-২) : মাননীয় স্পিকার, আপনাকে ধন্যবাদ।

মাননীয় স্পিকার, আমরা নির্বাচনের সময় জনগণের কাছে এ দাবি উত্থাপন করেছিলাম এবং এ দাবি যে আজকে এ সংসদে এসেছে তারজন্য আমি ধন্যবাদ জানাই যিনি এ প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। আজকে মনে রাখতে হবে মুক্তিযুদ্ধের এই পরাজিত শক্তি, তারা পরাজিত হয়নি। তারা তাদের তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। এদেশে জঙ্গি তৎপরতার পিছনে **১৯৭১**-এর পরাজিত যুদ্ধাপরাধীরা যে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত তার প্রমাণ আমরা বিভিন্ন সময়ে পেয়েছি এবং বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক শক্তির ওপরে যত নাশকতামূলক তৎপরতা চালানো হয়েছে তার সঙ্গে এই যুদ্ধাপরাধীরা যুক্ত রয়েছে।

মাননীয় স্পিকার, আমি এখানে আর একটি দাবি উত্থাপন করতে চাই যে, তাদের একটি তালিকা আজকে জনসম্মুখে প্রকাশ করা হোক। যাতে জনগণ তাদেরকে চিহ্নিত করতে পারে এবং তাদের বিরুদ্ধে আমরা আরও ব্যাপক জনমত গড়ে তুলতে পারি সে দাবি আমি আজকে এই সংসদে রাখছি।

মাননীয় স্পিকার, আপনাকে ধন্যবাদ।

০১-০২-২০০৯

রাজশাহী অঞ্চলে গ্যাস সংযোগের দাবি

৭১ক বিধি (মনোযোগ আকর্ষণ নোটিশ)

জনাব ফজলে হোসেন বাদশা (রাজশাহী-২) : মাননীয় স্পিকার, আপনাকে ধন্যবাদ।

অবহেলিত রাজশাহী মহানগর সম্পর্কে দু-একটি কথা বলার সুযোগ দেয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

আপনি জানেন, রাজশাহী মহানগর ছিল বিএনপি-জামায়াত জোটের দুর্নীতির কেন্দ্রবিন্দু। জনগণের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ করে দিয়ে দুর্নীতি করে অর্থ উপার্জন করে তারা নিজেদের ভাগ্য উন্নয়ন করেছে। কিন্তু রাজশাহীর কোনো উন্নয়ন হয় নাই। আজকে এই সংসদের সামনে আমি বলতে চাই, রাজশাহীর শিল্প, কল-কারখানা সব বন্ধ হয়ে গেছে। জোট সরকারের আমলে রাজশাহীতে গ্যাস সংযোগ দেয়ার জন্য আমরা যে আন্দোলন সংগ্রাম করেছিলাম, আমাদের সেই দাবির প্রতি জোট সরকার কোনো কর্ণপাত করে নাই। আজকে এই মহান সংসদে মাননীয় স্পিকার, আপনার মাধ্যমে আমি এই সংকটের কথা বলতে চাই, অনতিবিলম্বে রাজশাহীতে যদি গ্যাস সংযোগ দেয়া হয়, গ্যাস

সরবরাহ করা হয়, তাহলে রাজশাহীর শিল্প উন্নয়ন তথা রাজশাহীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আমাদের সুযোগ সৃষ্টি হবে। সেই আহ্বান রেখে আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ধন্যবাদ।

০২-০২-২০০৯

রাজশাহী নগরী ও রাজশাহী জেলায় গ্যাস সংযোগ প্রদান প্রসঙ্গে

৭১ বিধি (গৃহীত মনোযোগ আকর্ষণ নোটিশ)

জনাব ফজলে হোসেন বাদশা (রাজশাহী-২) : মাননীয় স্পিকার, আপনার মাধ্যমে আমার প্রশ্নটি উত্থাপন করছি। রাজশাহী নগরী এবং রাজশাহী জেলায় বিভিন্ন এলাকায় গ্যাস সংযোগ প্রদানের কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা? যদি উত্তর হ্যাঁ সূচক হয় তবে কবে নাগাদ ঐ গ্যাস সংযোগ প্রদান করা সম্ভব হবে। তার পরিকল্পনা ও অগ্রগতি সম্পর্কে অবগত করবেন কি?

ধন্যবাদ, মাননীয় স্পিকার।

সভাপতি : সংসদ কার্যে নিয়োজিত বিদ্যুৎ, জ্বালানি এবং খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব মুহাম্মদ ফারুক খানকে এ বিষয়ে তাঁর সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রদানের জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি।

[মাননীয় (বাণিজ্য মন্ত্রী) মাননীয় বিদ্যুৎ, জ্বালানি এবং খনিজ সম্পদ মন্ত্রীর পক্ষে উত্তর প্রদান করেন।]

জনাব মুহাম্মদ ফারুক খান (বাণিজ্য মন্ত্রী) : মাননীয় স্পিকার, আপনাকে ধন্যবাদ।

মাননীয় স্পিকার রাজশাহী-২ আসন থেকে নির্বাচিত মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব ফজলে হোসেন বাদশা যে প্রশ্নটি করেছেন তার উত্তরে জানাচ্ছি, রাজশাহী শহর এবং রাজশাহী জেলাসহ এই এলাকায় গ্যাস বিতরণের পরিকল্পনা বর্তমান সরকারের রয়েছে। আমরা আশা করছি ২০১১ সালের মধ্যে রাজশাহী শহর এবং তার আশেপাশের এলাকায় গ্যাস সংযোগ দেয়া সম্ভব হবে।

মাননীয় স্পিকার, রাজশাহী এলাকার জনগণ এবারের নির্বাচনে এবং বিশেষ করে গত মেয়রের নির্বাচনেও আওয়ামী লীগ এবং আমাদের সমর্থিত মেয়রকে ভোট দিয়েছেন। সুতরাং তাদের এলাকার কাজ অবশ্যই আমাদের করতে হবে। এটা জরুরি ভিত্তিতে আমরা করব ইনশাল্লাহ্। আমি আরও কিছু বলতে চাই, রাজশাহী এলাকার লোকদেরকে মাননীয় সংসদ-সদস্যের মাধ্যমে এই প্রকল্পের কাজ ইতোমধ্যে বেশ কিছু দূর এগিয়ে নিতে সমর্থ হয়েছি। এই প্রকল্পের জন্য যে পাইপ কেনা দরকার সে ব্যাপারে ইতোমধ্যে তার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। আশা করি এটা তাড়াতাড়ি শেষ হবে। এছাড়া এর জন্য অন্যান্য যে আনুষঙ্গিক মিটারসহ অন্যান্য যে সমস্ত সরঞ্জাম প্রয়োজন সেটার জন্য টেন্ডার

করা হয়েছে। এখানে গ্যাস স্টেশন নির্মাণের জন্য সাড়ে তিন একর জমি প্রয়োজন সেটা ইতোমধ্যে অধিগ্রহণ করা হয়েছে। সেখানকার বেশ কিছু কাজ আমরা করতে পেরেছি। আমরা আশা করছি সম্ভবত ২০১১ সালের জুন-জুলাই মাসের মধ্যে রাজশাহী শহর এবং তার আশে পাশে গ্যাস সংযোগ দেয়া যাবে।

ধন্যবাদ, মাননীয় স্পিকার।

সভাপতি : ধন্যবাদ, মাননীয় মন্ত্রী

মাননীয় সদস্য আপনি একটি প্রশ্ন করতে পারেন।

জনাব ফজলে হোসেন বাদশা : মাননীয় স্পিকার, আমি যতদূর জানতে পেরেছি পশ্চিম অঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড রাজশাহী শহরে গণপূর্ত বিভাগের কাছে ৬ একর জমি গ্যাস স্টেশন নির্মাণের জন্য বরাদ্দ চেয়েছিল। কিন্তু গণপূর্ত মন্ত্রণালয় থেকে এটা নেতিবাচক অর্থাৎ দেওয়া যাবে না বলে এই কাজের অগ্রগতিতে কিছু বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে। এ বিষয়ে আমাকে অবগত করবেন কি?

ধন্যবাদ।

সভাপতি : মাননীয় মন্ত্রী।

জনাব মুহাম্মদ ফারুক খান : মাননীয় স্পিকার, আপনাকে ধন্যবাদ।

মাননীয় স্পিকার, আমি মাননীয় সংসদ সদস্যকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, জমি অধিগ্রহণ সম্পর্কিত যে তথ্য তিনি এখানে উত্থাপন করেছেন সেটা অতীতে ছিল, এখন এ সমস্যা নেই। ইতোমধ্যে প্রস্তাবিত গ্যাস নিয়ন্ত্রণ স্টেশন স্থাপনের জন্য ৩.৫ একর ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে এবং উক্ত এলাকার ভূমির সীমানা প্রাচীর নির্মাণের কাজও প্রায় ৯০ শতাংশ শেষ হয়েছে। এছাড়া অফিস বিল্ডিং নির্মাণের জন্য যে ভূমির দরকার তা অধিগ্রহণের কাজও প্রক্রিয়াধীন আছে। আমি আজকে সকালে জানতে পেরেছি যে, এই ভূমি অধিগ্রহণ নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না এবং রাজশাহী অঞ্চলের লোকদেরকে অবশ্যই ২০১১ সালের মধ্যে গ্যাস সরবরাহ করা হবে।

মাননীয় স্পিকার, আপনাকে ধান্যবাদ।

০৫-০২-২০০৯

মহামান্য রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ইয়াজ উদ্দিন আহমেদ এর ভাষণ সম্পর্কে আনীত ধন্যবাদ প্রস্তাবের ওপর আলোচনা

জনাব ফজলে হোসেন বাদশা (রাজশাহী-২) : ধন্যবাদ, মাননীয় স্পিকার।

আজকে আমরা যে সংসদে বসেছি, এই সংসদ একটা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, একটা ঐক্যবদ্ধ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আমরা এখানে এসেছি। কোনো ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনের পক্ষে অতীতেও আমরা দেখেছি যে, জনগণ যখন ঐক্যবদ্ধ হয়েছে তখন

একটা সুফল দেশের জন্য এবং জনগণের জন্য বয়ে নিয়ে এসেছে। এবার মহাজোট যে ঐক্যবদ্ধ নির্বাচন করেছে, জাতির সামনে সেই স্বপ্ন নিয়ে আজকে দেশে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেই স্বপ্নকে ধারণ করে আমরা আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছি আর আজকের বাস্তবতাও সেই নতুন বাংলাদেশ গঠনের সংকল্পের পক্ষে।

মাননীয় স্পিকার, রাষ্ট্রপতি যে ভাষণ দিয়েছেন, সেই ভাষণে আজকের বাস্তবতার আলোকে তিনি কিছু কথা বলতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু যে সরকারের আশীর্বাদ নিয়ে তিনি রাষ্ট্রপতির আসনে বসেছিলেন, সেই বিএনপি এবং জামায়াত দেশে কোনো সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য, দেশের কোনো ইতিবাচক অগ্রগতির জন্য তারা কাজ করে নাই। আপনারা জানেন, ক্ষমতায় বসার প্রথম থেকেই তারা দলীয়করণ করেছিল, দেশে দুর্নীতির বিষবাষ্প ছড়িয়েছিল। তারা দেশে এমন একটা ব্যবস্থা কায়েম করেছিল যাতে দুর্নীতি করে ব্যক্তিগতভাবে সম্পদ সৃষ্টি করবে এবং পুনরায় তারা ক্ষমতায় আসবে। ক্ষমতায় আসার নীল নকশা হিসাবে বিচারপতি নিয়োগেও তারা অনিয়ম করেছিল। সেই বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার শুধু সেই জায়গায়ই বসে থাকে নাই। তারা দেশের ভিতরে এমন একটা আতঙ্কের রাজনীতি ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিল, যে আতঙ্কের মধ্যে দেশে একটা সংঘাতময় পরিস্থিতি, একটা বিভেদময় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। আমরা সেই সময়ে বাংলাদেশে একটা নতুন শক্তির উদ্ভব দেখলাম। সেই শক্তি হলো, জঙ্গিবাদ। জঙ্গিবাদীদের দিয়ে জামায়াত-বিএনপি'র দুঃশাসনকে চিরস্থায়ী করার একটা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। সেই জঙ্গিবাদ যদি জয়যুক্ত হতো, তাহলে বাংলাদেশ চিরদিনের মত একটা দুঃস্বপ্নের জগতে অনুপ্রবেশ করত। তার মধ্যে দিয়ে যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে, মুক্তিযুদ্ধের যে স্বপ্ন নিয়ে আমরা দেশ স্বাধীন করেছিলাম, সেই স্বপ্নকে চিরদিনের মত অন্তরীণ করে দেয়ার ষড়যন্ত্র ছিল।

মাননীয় স্পিকার, জঙ্গিবাদীদের এই তৎপরতায় আমরা দেশের অসংখ্য মানুষকে হারিয়েছি। আমরা দেখেছি, জনাব আহসানউল্লাহ মাষ্টার, অর্থ মন্ত্রী জনাব কিবরিয়াসহ ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলায় অনেককে প্রাণ দিতে হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার, আমরা উত্তরাঞ্চলের মানুষ। আমরা রাজশাহী-২ এলাকায় তাদের তৎপরতা লক্ষ করেছি। সেখানে আমরা দেখেছি, সেই জঙ্গিবাদীরা শুধু মানুষ খুন করে নাই, তারা মানুষ খুন করে পশুর মত ঝুলিয়ে রেখেছিল। আর রাজশাহী শহরে সেই জঙ্গিরা প্রকাশ্যে মিছিল করেছিল। সেই মিছিলে তৎকালীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর নির্দেশে পুলিশ সহায়তা করেছিল। রাজশাহীর মানুষ আতঙ্কিত হয়েছিল সেই জঙ্গিবাদীদের সশস্ত্র তৎপরতার প্রকাশ্য মহড়া দেখে। শুধু তাই নয়, তাদের তৎপরতার কারণে দুইজন বিচারপতিকে জীবন দিতে হয়েছে, অসংখ্য মানুষের জীবন গেছে। কয়েকজন আইনজীবীর জীবন গেছে। এর মাধ্যমে তারা সেখানে একটা দুঃশাসন কায়েম করার চেষ্টা করেছিল।

মাননীয় স্পিকার, আমরা একটা কথা বলতে পারি যে, ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনের সময় মাননীয় রাষ্ট্রপতি যে ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং তার মধ্য দিয়ে জামায়াত-বিএনপি-র ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করার যে ষড়যন্ত্রের সাথে তিনি যুক্ত হয়েছিলেন, তার

ফলে তাঁর নিন্দা করা ছাড়া আমাদের আর কোনো বিকল্প নাই। এই সংসদে দাঁড়িয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বলেছিলেন যে, বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের তৎপরতা নেই। তিনি এ কথা বলে জাতির কাছে মিথ্যাচার করেছেন। তাই আমি দাবি করব এই পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে জাতির কাছে তাঁর ক্ষমা চাওয়া উচিত। তিনি মিথ্যা কথা বলে দেশের মানুষকে বোকা বানাতে চেয়েছিলেন কিন্তু জনগণ বুঝেছে, এবার রায় দিয়েছে। মাননীয় স্পিকার, আমি যে এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়েছি, সে এলাকার মানুষ দুটো কারণে তাদের মত পরিবর্তন করেছে। একটি হলো– তারা প্রত্যক্ষভাবে জঙ্গিবাদের তৎপরতা দেখেছে এবং দ্বিতীয়টি হলো– ঐ এলাকায় বিএনপি-জামায়াত শাসনামলে জনগণের উন্নয়নের সাথে বিশ্বাঘাতকতা তারা দেখেছে। আমার রাজশাহী রেশম শিল্পের জন্য এক সময় বিখ্যাত ছিল। আমাদের ঐ এলাকায় আখ এবং অন্যান্য কৃষিজাত পণ্য উৎপন্ন হয়। আমাদের এলাকা শিক্ষানগরী হিসেবে পরিচিত ছিল। আমাদের এলাকায় কৃষকের উন্নয়ন প্রয়োজন ছিল। কারণ আমাদের এলাকায় প্রচুর ফসল উৎপাদন হয় এবং সে ফসলে বাংলাদেশের মানুষের অন্ন যোগায়। এই সমস্ত কারণে আমরা চেয়েছিলাম কৃষকের উন্নয়ন হোক কিন্তু আমাদের এলাকার মানুষের কোনো উন্নয়ন হয়নি। তাই আমি আজকে আপনার সামনে বলতে চাই, নতুন যে সরকার এসেছে, এই সরকারের আমলে আমাদের এলাকার জঙ্গিবাদ নিশ্চিহ্ন করার জন্য এবং আমাদের এলাকার উন্নয়নের জন্য সর্বাত্মক অনুরোধ জানাচ্ছি।

ধন্যবাদ।

২৫-০৬-২০০৯

বাজেট আলোচনা

বন্ধ রেশম কারখানা চালু এবং শহররক্ষা বাঁধ সংস্কার করা
রাজশাহীর মানুষের প্রাণের দাবি

জনাব ফজলে হোসেন বাদশা (রাজশাহী-২) : মাননীয় স্পিকার, আপনাকে ধন্যবাদ, আপনি আমাকে ২০০৯-১০ অর্থ বছরের বাজেটের ওপর বক্তব্য রাখার সুযোগ দিয়েছেন। আজকে যে বাজেট এই সংসদে উপস্থাপিত হয়েছে, এ বাজেটে একটি প্রেক্ষাপট আছে এবং যে প্রেক্ষাপটে এদেশের মানুষ আন্দোলন, সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জনগণের মধ্যে যে আকাঙ্ক্ষা জন্ম দিয়েছিল, সেই আকাঙ্ক্ষাকে সামনে রেখে এই বাজেট প্রণীত হয়েছে। বাজেটে জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে যথাযথ মূল্য দেয়ার জন্য এবং বাজেটে সন্নিবেশিত করার জন্য আমি মাননীয় অর্থ মন্ত্রীকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই।

মাননীয় স্পিকার, আমাদের মনে আছে দুর্বিষহ দিনগুলোর কথা, যখন চার দলীয় ঐক্যজোট বিএনপি-জামায়াত জোটের সরকার ক্ষমতায় ছিল। তারা ক্ষমতায় থেকে এদেশে কী ধরনের নির্যাতন নিপীড়ন করেছে তার অভিজ্ঞতা আমাদের সকলেরই রয়েছে, এদেশের জনগণের রয়েছে এবং এর বিরুদ্ধে আমাদেরকে সংগ্রাম করতে

হয়েছিল, আমাদেরকে রাজপথে আন্দোলন করতে হয়েছিল। সেই আন্দোলন করতে গিয়ে আমাদের মাঝ থেকে অনেকে হারিয়ে গেছে। আমাদের শহিদ সেই অর্থ মন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়ার কথা মনে করতে পারি, আহসান উল্লাহ মাস্টারের কথা মনে করতে পারি। মমতাজ উদ্দিনের কথা মনে করতে পারি, আমরা মনে করতে পারি ২১ আগস্টে বোমা হামলায় যাঁরা শহিদ হয়েছিলেন তাদের কথা। এই সমস্ত শহিদ ব্যক্তিদের প্রতি আমি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করতে চাই।

মাননীয় স্পিকার, সংগ্রাম করে আমরা নির্বাচনে এসেছিলাম। নির্বাচনে জনগণ মহাজোটকে ব্যাপকভাবে নির্বাচিত করার পিছনে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে মহাজোটের অতীত কর্মকাণ্ড এবং সংগ্রাম গভীরভাবে যুক্ত ছিল বলেই মহাজোটকে এদেশের জনগণ ভোট দিয়েছে এবং নির্বাচিত করেছে। সেই আকাঙ্ক্ষার ফলশ্রুতি হিসেবে এই বাজেট। এই বাজেটকে অনেকে বলেছে, এটা উচ্চাভিলাষী বাজেট কিন্তু আমি বলব জনগণের যে আকাঙ্ক্ষা দীর্ঘদিন ধরে পুঞ্জীভূত করেছে যে, দেশে এমন একটি সরকার আসবে সে সরকার দেশের মানুষের কথা চিন্তা করবে, দেশের গরিব মানুষের কথা চিন্তা করবে, গ্রামের মানুষের কথা চিন্তা করবে, দেশের শিল্প-বাণিজ্যের কথা চিন্তা করবে, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা চিন্তা করবে, দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করবে। তাদের সেই কামনা আজকে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং বাস্তবায়নের ফলে আমরা দেখেছি যে, এই বাজেটে অনেক সত্য কথা বেরিয়ে এসেছে। সেই সত্য কথা ইতোপূর্বে আমরা কখনও কোনো পার্লামেন্টে শুনিনি। বাজেট বক্তৃতায় আমাদের অর্থ মন্ত্রী বলেছেন সচেতন সরকারি হস্তক্ষেপহীন মুক্তবাজার অর্থনীতি আমাদের দেশের জন্য টেকসই নয়, এটা স্পষ্টভাবে বলেছেন। মুক্তবাজার অর্থনীতির যে ফলশ্রুতির ভয়াবহরূপ আমরা বিগত সরকারের আমলে দেখেছি। সেই সরকার অবাধ মুক্তবাজারকে জায়েজ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য এই সংসদে উপস্থাপন করেছিল। এমনকি বাজারের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য যখন আকাশচুম্বী তখন এ দেশের জনগণকে পরিহাস করে তাদের খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের জন্য তৎকালীন অর্থ মন্ত্রী পরামর্শ দিয়েছিলেন। এটা দুঃখজনক ছিল। বলেছিলেন, ভাতের বদলে বাঙালিকে অন্যকিছু খাওয়ার জন্য। বাঙালির যে চিরাচরিত অভ্যাস ডালভাত খাওয়ার অভ্যাস তাকে সেই মাননীয় মন্ত্রী কটাক্ষ করেছিলেন মুক্তবাজার অর্থনীতিকে সমর্থন করার জন্য, জায়েজ করার জন্য। আজকে সে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। সে কারণে আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই। সাথে সাথে আমি ধন্যবাদ জানাই যে আজকে টিসিবিকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে।

আমাদের দেশের গ্রামীণ অর্থনীতিকে সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে আনার কথা বলা হয়েছে এবং সবচেয়ে বেশি এই বাজেটে যেখানে বরাদ্দ করা হয়েছে, সেখানে গ্রামীণ অর্থনীতি এবং কৃষি প্রধান্য পেয়েছে। পেয়েছে তথ্য প্রযুক্তি, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সম্প্রসারণ ও কর্মসুযোগ প্রক্রিয়ার সকল বিবেচনায় এ হচ্ছে এ বাজেটের ইতিবাচক দিক। বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের ক্ষেত্রে যে প্রস্তাব করা হয়েছে এটাকে আমি

মনে করি এ দেশের হতদরিদ্র মানুষের জন্য, একটা অর্থনৈতিক নিরাপত্তা সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এ কারণে আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করি। আজকে সাথে সাথে বলতে চাই, বাজেটের একটি বিষয় নিয়ে সবচেয়ে বেশি বিতর্ক হয়েছে। সেটি হচ্ছে কালো টাকা সাদা করার যে প্রক্রিয়া বা সুযোগ এ বাজেটে দেওয়া হয়েছে সেই সুযোগকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বক্তব্য এসেছে। আমি একটি কথা বলতে চাই যে কালো টাকার একটি সংস্কৃতি আছে একটি রাজনীতি আছে, সেটি দুর্বৃত্তায়নের রাজনীতি। আজকে মনে রাখতে হবে কালো টাকাকে আমরা সাদা করতে প্রশ্রয় দিয়েছি বটে কিন্তু বর্তমান সরকারকে এবং আমাদেরকে কখনোই কালো টাকা প্রশ্রয় না দেওয়ার নীতিগত অবস্থান আমরা যেন পরিবর্তন না করি, নীতিগতভাবে সে অবস্থানে যেন অটুট থাকি। ভবিষ্যতে কখনও কালো টাকাকে সাদা করার সুযোগ দেওয়া হবে না। সে প্রশ্নটি যেন আমাদের সামনে পরিষ্কার থাকে।

মাননীয় স্পিকার, আরও একটি নতুন ধারণা এখানে আনা হয়েছে। সেটি হচ্ছে জেলাভিত্তিক বাজেট। জেলাভিত্তিক বাজেটের মধ্যদিয়ে প্রতিটি জেলায় কী প্রাপ্যতা হচ্ছে, কী বরাদ্দ হচ্ছে তার সুস্পষ্ট চিত্র জনগণ জানতে পারে। সেজন্য এ বাজেটে ভবিষ্যতের দিক-নির্দেশনা রাখা হয়েছে। সেই জেলা বরাদ্দের ক্ষেত্রে আমি রাজশাহী জেলার কিছু সমস্যার কথা আজকে তুলে ধরতে চাই। রাজশাহীর একটি কথা বার বার এই সংসদে এসেছে, রাজশাহী রেশম শিল্পের কথা। রাজশাহী রেশম শিল্প শুধু একটি শিল্প কলকারখানা নয়, আমাদের এলাকার ঐতিহ্য। এর সাথে গ্রামের কৃষক, সাধারণ মানুষ এবং শহরের শ্রমজীবী মানুষ সকলেই যুক্ত রয়েছে। এর সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছু জড়িত রয়েছে। সে কারণে আমি রেশম কারখানা চালু করার জন্য এ সংসদে প্রস্তাব করছি। রাজশাহী টেক্সটাইল মিলস চালু, রাজশাহী শহররক্ষা বাঁধ যেটা অসমাপ্ত রয়েছে সেই অসমাপ্ত বাঁধকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়ে রাজশাহী শহরকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আমি প্রস্তাব করছি। সাথে সাথে আরও একটি কথা বলতে চাই, বলা হয়েছে যে আমাদের দেশে কৃষি অর্থনীতিকে সহযোগিতা করার জন্য যে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে সেই বরাদ্দকে কার্যকরীরূপ দেওয়ার জন্য উত্তরাঞ্চলের যে কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক তাকে আরও সক্রিয় করার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা বলেছেন। কিন্তু এই ডিজিটাল বাংলাদেশ করতে হলে যদি রাজধানীর সঙ্গে প্রত্যন্ত অঞ্চলকে যুক্ত করা না যায় তাহলে ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন সফল হবে না। সে কারণে আমি রাজশাহীতে একটি আইটি ভিলেজ করার জন্য প্রস্তাব করছি। রাজশাহীর যে বিমান বন্দর, সেটাকে এখনো পর্যন্ত বন্ধ রাখা হয়েছে। যেকোনো মূল্যে তা চালু করতে হবে এবং সচল করার জন্য আমি দাবি জানাচ্ছি।

সভাপতি : আমিও আপনার প্রস্তাবকে সমর্থন করে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

১৪-০৯-২০০৯

রাজশাহীর সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগ বৃদ্ধি প্রসঙ্গে

মনোযোগ আকর্ষণ নোটিশ

জনাব ফজলে হোসেন বাদশা (রাজশাহী-২) : মাননীয় স্পিকার, আপনি জানেন যে, উত্তর অঞ্চলের সঙ্গে সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম প্রতিকূলতা রয়েছে। উত্তরবঙ্গের সঙ্গে সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সড়ক দুর্ঘটনা এবং যানজট একটা প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে কারণে আমরা বার বার অনুরোধ করেছিলাম উত্তর অঞ্চলের সঙ্গে রেল যোগাযোগ বাড়ানোর জন্য। বিশেষভাবে রাজশাহীর সাথে রেল যোগাযোগ বাড়ানোর জন্য বার বার আমরা প্রস্তাব করেছি মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রীর কাছে। আমি মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রীর কাছে দাবি করতে চাই, বিশেষভাবে এবার ঈদের আগে রাজশাহী থেকে ঢাকা পর্যন্ত রাত্রিকালীন একটি রেল যোগাযোগ চালু করার জন্য।

ধন্যবাদ, মাননীয় স্পিকার।

০৬-১০-২০০৯

রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সমস্যা প্রসঙ্গে

মনোযোগ আকর্ষণ নোটিশ

জনাব ফজলে হোসেন বাদশা (রাজশাহী-২) : ধন্যবাদ, মাননীয় স্পিকার।

আমার মনোযোগ আকর্ষণের বিষয়টি হচ্ছে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালটি বিভিন্ন সংকটের মধ্যে রয়েছে। বর্তমানে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৫৩০টি বেড রয়েছে। কিন্তু হাসপাতালে প্রতিদিন গড়ে ১৩০০ রোগী ভর্তি থাকে। ফলে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বর্তমানে চিকিৎস্যা সংকট এবং জনবল ঘাটতি সৃষ্টি হয়েছে।

এছাড়াও হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটার ভবনটি ৫০ বছরের পুরাতন। বর্তমান পরিস্থিতিতে অপারেশন থিয়েটারে সকল ধরনের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো জরুরি প্রয়োজন হয়ে দেখা দিয়েছে। উল্লিখিত সমস্যাবলি সমাধানের জন্য জরুরি ভিত্তিতে মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মাননীয় স্পিকার, আপনাকে ধন্যবাদ।

মহান মুক্তিযুদ্ধের ৪ মূলনীতির ভিত্তিতে রুখে দাঁড়াও বাংলাদেশ

জনাব ফজলে হোসেন বাদশা (রাজশাহী-২) : ধন্যবাদ, মাননীয় স্পিকার।

মাননীয় স্পিকার, আমরা সবাই জানি যে আমাদের প্রিয় নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জামায়াত-বিএনপির দুঃশাসন এবং একটি নরক থেকে বাংলাদেশকে আবার আমরা তুলে নিয়ে আসতে সমর্থ হয়েছি। এই দেশ যখন জঙ্গিবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, পাকিস্তানী ভাবধারার চারণভূমিতে পরিণত হচ্ছিল তখন ২৯ ডিসেম্বরের নির্বাচন বাংলাদেশকে মুক্তিযুদ্ধের পথে ফেরত যাত্রা শুরু করতে সহায়তা দিয়েছে। আজকে মহাজোট মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির এই সরকার। মুক্তিযুদ্ধের যে স্বপ্ন আমরা দেখেছিলাম, মুক্তিযুদ্ধের সময় যে পথে বাংলাদেশকে বিশ্বে উন্নতির শীর্ষ স্থানে নিয়ে যেতে আমরা দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিলাম, সেই পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা আজকে কাজ করছি। এজন্য আমি প্রথমে এ দেশের জনগণ, আপামর জনতা যারা বিগত নির্বাচনে আমাদের এই মহাজোট সরকারকে ক্ষমতায় আসতে সহায়তা করছে সেই জনগণের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চাই।

মাননীয় স্পিকার, এই সংসদে দাঁড়িয়ে যে কথাটি আজকে কোনো মতেই না উচ্চারণ করলে চলে না। সেটি হচ্ছে– জাতি আজকে কলঙ্ক মুক্ত হয়েছে। আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। সেই খুনিরা বাংলাদেশে খুনির শাসন প্রতিষ্ঠা করার একটি স্বপ্ন দেখেছিল। বঙ্গবন্ধুর হত্যার রায় কার্যকরী করার মধ্যদিয়ে খুনিদের রাজত্ব, স্বৈরশাসন, সামরিক শাসন এবং দুঃশাসনের রাজত্ব কায়েম করার যে ষড়যন্ত্র তৈরি করা হয়েছিল তাকে চুরমার করে দেওয়া আজকে সম্ভব হয়েছে। আজকে দেশের মানুষ এই রায় কার্যকরী করাকে স্বাগত জানিয়েছে।

মাননীয় স্পিকার, আপনি জানেন আজকে আমরা শুধু কলঙ্কমুক্তই হইনি, আজকে দেশের জনগণ এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছে এবং আবারও বাংলাদেশ ঘুরে দাঁড়িয়েছে মুক্তিযুদ্ধের দিকে। আজকে রায় কার্যকর করার মধ্যদিয়ে সেই পথই সুগম হল। আর একটি যুগান্তকারী ঘটনা এ সময় ঘটেছে। আমাদের দেশের সর্বোচ্চ আদালত সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীকে অবৈধ ঘোষণা করেছে। এটি একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত '৭২ সালের সংবিধান, মুক্তিযুদ্ধের সংবিধানে ফিরে যেতে আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে। আজকে '৭২ সালের সংবিধানে ফিরে যাবার ক্ষেত্রে আর কোনো বাধা আমাদের সামনে থাকল না। আমরা এখন বুঝতে পারি, উপলব্ধি করতে পারি আমাদের দেশে যে সাম্প্রদায়িকতা, আমাদের দেশে যে জঙ্গিবাদ, আমাদের দেশকে যে পাকিস্তানী ধারায় নিয়ে যাওয়ার চক্রান্ত হয়েছিল সেই চক্রান্ত করেছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সংবিধান, '৭২ সালের সংবিধান থেকে বিচ্যুতির কারণে। আজকে আমাদের সংবিধানের মূল চার নীতির

বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমাদের সামনে আর বাধা থাকল না। গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ আজকে বাংলাদেশের জনগণ ফিরে পাবে।

আজকে বাংলাদেশের জনগণ ফিরে পাবে বাংলাদেশের সংবিধান। আবার মুক্তিযুদ্ধের চার মূল নীতির ভিত্তিতে রুখে দাঁড়াবে। এটা আজকে আমাদের বড় পাওনা। সেজন্য আমি দেশের সর্বোচ্চ আদালতকে দেশের মানুষের জন্য, অগ্রগতির জন্য, দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য, দেশকে মুক্তিযুদ্ধের ধারায় ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য যে যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তার জন্য আমি অভিনন্দন জানাই। আর একটি কথা প্রমাণিত হলো যে, এই আদালতের ঘোষণার মধ্য দিয়ে অতীতে অবৈধ ক্ষমতা দখল হয়েছিল, সেই সামরিক শাসন যে অবৈধ ছিল এবং সেটা অন্যায়ভাবে বাংলাদেশের মানুষের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তা আজকে প্রমাণিত হলো। আজকে প্রমাণিত হলো যে, জেনারেল জিয়া অবৈধ শাসক ছিলেন এবং তিনিও স্বৈরশাসক ছিলেন, এটা দেশের সর্বোচ্চ আদালত আজকে প্রমাণ করল।

মাননীয় স্পিকার, আজকে আমি একটি কথা বলতে চাই, ’৭২-এর সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আজকে কোনো বাধা থাকল না। আমরা চাই অবিকৃত বাংলাদেশের ’৭২-এর সংবিধানকে ফিরিয়ে আনা হোক এবং মুক্তিযুদ্ধের মূলধারায় বাংলাদেশকে এগিয়ে নেওয়া হোক। আজ আমরা বড় দুটি সিদ্ধান্ত জাতীয় ক্ষেত্রে নিতে পেরেছি। আজকে আমাদের ঋণ পরিশোধ করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহিদের বুকের রক্তের বিনিময়ে আমাদের এই স্বাধীনতা। সেই ৩০ লক্ষ শহিদের রক্তের ঋণ আজকে পরিশোধ করতে হবে। সেই রক্তের ঋণ পরিশোধ করতে হলে অবশ্যই বাংলাদেশের মাটিতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে হবে। এই সংসদ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবে। এখন বাংলাদেশকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এখন আমাদের কাজ হচ্ছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সেই ৩০ লক্ষ শহিদের ঋণ পরিশোধ করার জন্য আমরা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে এই ঋণ পরিশোধ করার সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

মাননীয় স্পিকার, আজকে মনে রাখতে হবে, যতদিন পর্যন্ত আমরা ঘাতকদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে না পারব, জাতিকে বিভক্ত করার চক্রান্ত বন্ধ হবে না। যতদিন না পর্যন্ত আমরা যুদ্ধাপরাধীদেরকে শাস্তি দিতে পারব ততদিন পর্যন্ত বাংলাদেশের ভিতরে পাকিস্তানী ধারার রাজনীতিকে চালু করার যে ষড়যন্ত্র আমরা দেখেছি জামায়াত-বিএনপি ক্ষমতায় থাকাকালীন ঘটেছিল সেই ষড়যন্ত্রের চক্রান্ত চিরতরে স্তব্ধ করতে পারব না। সে কারণে আজকে মনে করি সংসদ যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেই সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করার জন্য যুদ্ধাপরাধীদের বিচার অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। দশ ট্রাক অস্ত্র, ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা, জঙ্গি তৎপরতার সাথে বিএনপি-জামায়াতের সম্পৃক্ততা আজকে স্পষ্ট হয়ে গেছে, প্রমাণিত হয়ে গেছে। এখন প্রয়োজন এই সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ এবং মৌলবাদীদের সাথে যে সমস্ত বাণিজ্যিক সংস্থা, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো যুক্ত রয়েছিল, যারা পিছনে থেকে যে সমস্ত বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রতিষ্ঠান মৌলবাদী, জঙ্গিবাদী তৎপরতাকে মদদ যুগিয়েছে, তাদেরকে খুঁজে

বের করা এবং তাদের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা না হলে এদের মূল উৎপাটন, মূল শিকড় তুলে ফেলা সম্ভব হবে না।

মাননীয় স্পিকার, এই সরকার শুধু কথা বলে না, কাজও করে। তার প্রমাণ আমরা দেখতে পাই যে, আমাদের রাজশাহী এলাকায় নির্বাচনের সময় আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম আমাদের এলাকায় পাইপ লাইনে গ্যাস সরবরাহ করা হবে।

মাননীয় স্পিকার, আমাদের প্রাণপ্রিয় যোগ্য প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা রাজশাহীতে পাইপ লাইনে গ্যাস সরবরাহের ব্যবস্থা করেছেন। সেই কাজ শুরু হয়ে গেছে। সেজন্য এই মহান সংসদে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি।

মাননীয় স্পিকার, আমি রাজশাহী এলাকা থেকে নির্বাচিত। এই এলাকার একটি কথা যদি আমি না বলি, তাহলে আমার বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। রাজশাহী পদ্মা নদীর তীরে অবস্থিত। আমরা পদ্মা নদীকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারি না। এ নদীকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এ নদীর নাব্যতা রক্ষা করার জন্য ক্যাপিটাল ড্রেজিং করতে হবে। এটা সীমান্ত নদী। সীমান্ত নদী হিসেবে আজকে প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে এ নদীকে রক্ষা করতে হবে। কারণ পদ্মা নদীর উপরে এ দেশের এক তৃতীয়াংশ মানুষ নির্ভরশীল। সেই কথা আমাদের মনে রাখা দরকার।

মাননীয় স্পিকার, আমরা এ সংসদে বার বার দাবি তুলেছি, রাজশাহীতে একশত মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন একটি বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের জন্য। আমি আবারো এই বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের দাবি এই সংসদে উপস্থাপন করলাম। নির্বাচনের সময় আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, রাজশাহীর গৌরব রেশম শিল্প। সেই রেশম শিল্পকে আমরা বাঁচাবো। রাজশাহীর রেশম কারখানা জামায়াত-বিএনপি সরকারের আমলে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। হাজার হাজার শ্রমিককে বেকার করা হয়েছে। আমরা চাই রাজশাহী রেশম কারখানা খোলার প্রতিশ্রুতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন, আমি আশা করব, অনতিবিলম্বে এ দাবিও বাস্তবায়িত হবে। আমরা দেখব, রাজশাহীর রেশম শিল্প আবার চালু হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার, রাজশাহীতে একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আশা করি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাজশাহীতে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের গুরুত্ব বিবেচনা করবেন। কারণ রাজশাহী কৃষিপ্রধান এলাকা। এ এলাকায় উদ্বৃত্ত ফসল হয়। উদ্বৃত্ত খাদ্য উৎপাদন হয়। সেই খাদ্যে বাংলাদেশ বেঁচে থাকে। অতএব সেখানে একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করলে বাংলাদেশের জন্য ঐ এলাকায় কৃষিপ্রযুক্তি উন্নয়নে সহায়ক হবে। রাজশাহীতে আইটি ভিলেজ করার প্রতিশ্রুতি বর্তমান সরকারের রয়েছে। আশা করব, সেটাও বাস্তবায়িত হবে। উত্তরবঙ্গে তিনটি বিমান বন্দর রয়েছে। একটি সৈয়দপুরে, একটি রাজশাহীতে এবং অপরটি ঈশ্বরদীতে।

স্পিকার : মাননীয় সদস্য শেষ করুন।

জনাব ফজলে হোসেন বাদশা : মাননীয় স্পিকার, এ তিনটি বিমান বন্দরই বন্ধ রয়েছে।

আমরা চাই, রাজশাহী বিমান বন্দরটি চালু করে অন্তত উত্তরবঙ্গে একটি বিমান বন্দরকে চালু রাখার ব্যবস্থা করা হোক, এ দাবি করছি। এই কথা বলে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আপনি আমাকে বক্তব্য রাখার সুযোগ দেয়ার জন্য আপনাকে আবারো ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ধন্যবাদ, মাননীয় স্পিকার।

২৬-০৬-২০১০

বাজেট আলোচনা

কৃষকের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার জন্য কৃষি আদালত স্থাপন করতে হবে

জনাব ফজলে হোসেন বাদশা (রাজশাহী-২) : মাননীয় স্পিকার, আপনাকে ধন্যবাদ। মহাজোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এবারের বাজেটটি হলো দ্বিতীয় বাজেট। মহাজোট সরকার গঠন হওয়ার পর আমাদের যে অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছিল, সম্মুখযাত্রা শুরু হয়েছিল এবারের বাজেটেও তার প্রতিফলন আছে। সে কারণে প্রথমেই আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমরা সবাই জানি যে, জামায়াত-বিএনপি আমাদের দেশকে একটি তালেবানী রাজ্যে পরিণত করতে চেয়েছিল। আমরা তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি– আমরা বাংলাদেশকে জনকল্যাণকামী, প্রগতিশীল, উদারনৈতিক, অসাম্প্রদায়িক এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকের বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলব। সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যে বাজেট আজকে আমাদের সম্মুখে এসেছে সেই বাজেটকে নিঃসন্দেহে আমরা বলতে পারি আমাদের সম্মুখ যাত্রা। এজন্য পুনরায় আমি আমাদের সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে আমার পক্ষ থেকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই বাজেটের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এই বাজেট ঘাটতি বাজেট হওয়া সত্ত্বেও ঘাটতি পূরণে আমরা বিদেশের ওপরে বেশি নির্ভর করি নাই। বরং একটি আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসেবে বাংলাদেশকে গড়ে তুলবার লক্ষ্য এই বাজেটে প্রতিফলিত হয়েছে এবং সেজন্য আমরা মুক্তিযুদ্ধে যে স্বপ্ন দেখেছিলাম যে বাংলাদেশ পৃথিবীর বুকে, পৃথিবীর মানচিত্রে আত্মনির্ভরশীল দেশ হিসেবে, জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবো সেই স্বপ্ন আমাদের সফল হতে চলেছে। আমি আশা করব, সামনের দিনগুলোতে আমরা আরও এগিয়ে যাব।

মাননীয় স্পিকার, আমরা দেখেছি এই বাজেটে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি কৃষি এই সকল মন্ত্রণালয় অগ্রাধিকার পেয়েছে। আমরা আশা করব যে, এই সাফাল্য আমরা ধরে রাখতে পারব। আমাদের দেশে ধনী ও গরিবের মধ্যে যে পার্থক্য আছে এটা দূর করার জন্য সামাজিক নিরাপত্তা-বেষ্টনীর কথা এই বাজেটে বলা হয়েছে। আমরা চাই

এই সামাজিক বেষ্টনীর সাথে যে সব কর্মসূচি আছে যথা– ঘরে ফেরা কর্মসূচি, একটি বাড়ি একটি খামার কর্মসূচি সে সব কর্মসূচি তো বাস্তবায়িত হবেই। কিন্তু আজকে নিরাপত্তা-বেষ্টনীর সাথে কর্মসংস্থানের বিষয়টি যদি যুক্ত করা না যায়, আমরা যদি ১২০ দিনের কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা মানুষকে না দিতে পারি তাহলে সামাজিক নিরাপত্তা-বেষ্টনী সফল হতে পারে না। তাই মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

মাননীয় স্পিকার, আমরা জানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রশ্নটি একটি রাজনৈতিক দায়িত্ব হিসেবে আমাদের সামনে এসেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমি বলতে চাই, এই বিচার শুধু উপর থেকে আসবে না। এর জন্য সারাদেশের মানুষকে এই বিচার প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে। কারণ যুদ্ধাপরাধীদের সাক্ষ্য হচ্ছে, প্রত্যক্ষদর্শী হচ্ছে এ দেশের মানুষ। অতএব আমি চাই এবং আমি দাবি করছি শুধু জাতীয় সংসদের সদস্যরা নয় স্থানীয় সরকারের সমস্ত স্তরের প্রতিনিধিদেরকে ও জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করা, জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা এবং জনগণের মধ্য থেকে তথ্য সংগ্রহ করার বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

মাননীয় স্পিকার, এই বাজেটের মধ্যে সংখ্যালঘুদের বিষয়ে কিছু কথা বলা হয়েছে। আমি বলব সেটা ধর্মীয় সংখ্যালঘু হউক কিংবা জাতিগত সংখ্যালঘু হউক সেই সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে আমাদের বিশেষ নজর দেয়া দরকার। সেক্ষেত্রে আমি বলতে চাই আদিবাসী এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার জন্য প্রশাসনিকভাবে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি দেয়া অপরিহার্য। সংখ্যালঘুদের বিষয়ে গারোদের উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে। আমি বলতে চাই, শুধু গারোদের উন্নয়নের কথা নয় সমতলের আদিবাসীর ক্ষেত্রে উন্নয়নের বিশেষ কর্মসূচি এর মধ্যে রাখতে হবে।

মাননীয় স্পিকার, আপনি জানেন যে, আজকে গ্রামীণ উন্নয়নের কথা বলা হয়। কিন্তু গ্রামের কৃষকরা তাদের জমি হারাচ্ছে। কৃষকরা যদি জমি হারায়, কৃষি জমি যদি অকৃষিতে রূপান্তরিত হয় তাহলে এটা একটি বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে। আমাদের কৃষির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ক্ষুদ্র কৃষি। এই কৃষি থেকে যদি ক্ষুদ্র কৃষকরা উৎখাত হয়ে যায় তাহলে গ্রামের কোটি কোটি মানুষের মনের মধ্যে সাংঘাতিক একটি সংকটের সৃষ্টি হতে পারে। সেজন্য আমরা বলতে চাই, আমাদের সংবিধানে সমবায় মালিকানার কথা। এটি গুরুত্বপূর্ণ মালিকানা হিসেবে আছে। আজকে আমি সে কারণে দাবি করতে চাই, ক্ষুদ্র কৃষকদের সমুন্নত করে তাদেরকে সমবায় কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করা। আর একটি বিষয় যুক্ত করতে চাই, কৃষকদের প্রতিকারের কোনো কিছুই নেই। আমরা জানি শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার্থে শ্রম-আদালত আছে। একজন শ্রমিক বঞ্চিত হলে শ্রম আদালতে যেতে পারে। কিন্তু একজন কৃষক যদি ভেজাল সারের মুখোমুখি হয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা প্রতারণার শিকার হয় তাদের জন্য একটি আদালত প্রয়োজন। আমি সেই জন্য প্রস্তাব করছি কৃষক-আদালত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করার।

মাননীয় স্পিকার, আমি আমার এলাকার বিষয়ে কিছু কথা বলতে চাই, দক্ষিণ বাংলায়

২০ হাজার হেক্টর জমিকে লবণাক্ততা থেকে মুক্ত করা হচ্ছে। কিন্তু উত্তরবঙ্গে মরুকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। উত্তর রাজশাহী সেচপ্রকল্প অতি দ্রুত বাস্তবায়নের মধ্যে দিয়ে উত্তরাঞ্চলকে মরুকরণের প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য আমি প্রস্তাব রাখছি। রাজশাহী রেশমশিল্প রাজশাহীর প্রাণ। কিন্তু বিগত জোট সরকারের আমলে রেশমশিল্পকে ধ্বংসের মুখোমুখি পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমি মহান সংসদে রাজশাহীর রেশমশিল্প কারখানা অবিলম্বে চালুর জন্য প্রস্তাব করছি। রাজশাহীতে ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের দাবি জানাচ্ছি। রাজশাহী সদর হাসপাতাল একটি ঐতিহ্যবাহী হাসপাতাল। সেই হাসপাতালটি চালু করার জন্য আমরা এই সংসদে প্রস্তাব উত্থাপন করেছি। কিন্তু সেই প্রস্তাব এখন পর্যন্ত বাস্তবায়ন হয়নি। আমরা জানি যে, উত্তরবঙ্গ অনেক দিক থেকে বঞ্চিত। তাই বলে উত্তরবঙ্গের তিন-তিনটি বিমান বন্দর বন্ধ করে রাখা হয়েছে। আমি দাবি করি রাজশাহী বিমান বন্দর অনতিবিলম্বে চালু করা হোক। রাজশাহীতে একটি পূর্ণাঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য দাবি জানাচ্ছি। রাজশাহী একটি শিক্ষানগরী হিসেবে পরিচিত। কিন্তু এই শিক্ষানগরীর স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। বাংলাদেশে যদি বন্দরনগরী থাকে, শিল্পনগরী থাকে তবে শিক্ষানগরীও থাকতে হবে। আমি সরকারের কাছে দাবি জানাই রাজশাহীকে শিক্ষানগরী হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হোক। রাজশাহীতে কৃষি ভিত্তিক শিল্প স্থাপনের জন্য বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ করা হোক। রাজশাহীতে আইটি ভিলেজ স্থাপন করা হোক কারণ রাজশাহী বাস্তব ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। রাজশাহী পর্যটক মোটেলকে ১২৫ শয্যা বিশিষ্ট উন্নত মোটেলে রূপান্তর করার জন্য আমি দাবি জানাচ্ছি। রাজশাহী জনশক্তি রপ্তানির ক্ষেত্রে অত্যন্ত পশ্চাৎপদ অবস্থায় রয়েছে। আমি এই সুযোগে দাবি জানাবো রাজশাহী থেকে বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। যাতে করে রাজশাহীর জনগণ এদিক থেকে বঞ্চিত না হয়।

মাননীয় স্পিকার, আমি বলতে চাই, রাজশাহীর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি সেটি হচ্ছে আমাদের পদ্মা নদী হারিয়ে যাচ্ছে। সেই পদ্মা নদীকে রক্ষার জন্য পদ্মা নদীকে খনন করতে হবে। আমরা যে ভারত থেকে পানি পাই সেই পানি আমরা যাতে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করতে পারি তার ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

০৮-১২-২০১০

দৃষ্টি আকর্ষণ

বাংলাদেশের একটি জাহাজ হাইজ্যাক প্রসঙ্গে

জনাব ফজলে হোসেন বাদশা (রাজশাহী-২) : মাননীয় স্পিকার, বাংলাদেশের একটি জাহাজ অপহরণ প্রসঙ্গে গতকাল সংসদে মাননীয় সংসদ-সদস্য মঈন উদ্দিন খান বাদল একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন। আমরা আশা করেছিলাম যে আজকের সংসদে ৩০০ ধারা মতে এর একটা প্রতিফলন ঘটবে, আমরা উত্তর পাবো। এই প্রসঙ্গে মাননীয়

স্পিকার, আপনার কাছে জানতে চাই, আমরা সেই প্রশ্নের উত্তর এই সংসদে পাব কিনা, দয়া করে সেটা একটু বলবেন কি?

ডেপুটি স্পিকার : মাননীয় সদস্য, প্রশ্নটি চেয়ারকে করা হয়েছে। Unfortunately আমি এই মুহূর্তে উত্তর দিতে পারছি না। তবে আমি সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলের সাথে যোগাযোগ করব। আমি গতকালকেও বলেছি, নিশ্চয়ই সরকার এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং সংসদকে অবহিত করবে।

০৮-১২-২০১০

প্রস্তাব (সাধারণ)-এর ওপর আলোচনা

জনাব ফজলে হোসেন বাদশা (রাজশাহী-২) : মাননীয় স্পিকার, আপনাকে ধন্যবাদ।

আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই প্রবীণ সংসদ-সদস্য অ্যাডভোকেট রহমত আলীকে কারণ, তিনি একটা উপযুক্ত প্রস্তাব এই সংসদে এনেছেন। সেন্ট পিটার্সবার্গ থেকে যাকে পুরস্কৃত করা হলো তিনি আর কেউ নন তিনি আমাদের প্রিয় নেত্রী বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। একজন মানুষ, একজন নেত্রী, একজন প্রধানমন্ত্রী তিনি কেমন গুণের অধিকারী হলে আজকে মানবসম্পদ উন্নয়নে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেতে পারেন। সেটা উপলব্ধি করতে হবে। যে মানুষের এদেশের মাটির সাথে, এদেশের সাথে, এদেশের জনগণের সাথে আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে এমন মানুষই কেবলমাত্র মানবিক গুণাবলি অর্জন করতে পারেন এবং মানবসম্পদের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারেন। আমাদের দেশে আর অন্য কোনো প্রমাণ লাগে না। বিগত সংসদে এবং বর্তমান সংসদে বিগত যে দুইটি বাজেট পাস হয়েছে সেই বাজেট আমাদের মানবিক সম্পদ উন্নয়নের সূচকে যে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে এটাই তার প্রমাণ বহন করে। আজকে আমাদের বাজেটে এদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য যে কর্মসূচি নেয়া হয়েছে সেই কর্মসূচি সব সরকার নিতে পারে না। সব রাষ্ট্রনায়ক সেই কর্মসূচি পালনে নেতৃত্ব দিতে পারে না। জননেত্রী শেখ হাসিনা সেই নেতৃত্ব দিয়েছেন বলেই আজকে আন্তর্জাতিক পরিসরে তার স্বীকৃতি মিলছে। আমি কথা বাড়াতে চাই না। আমি শুধু এটুকুই বলব যে, আজকে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রয়োজন রয়েছে আমাদের দেশের জনগণের ভাগ্যের উন্নয়নের জন্য। আমি আশা করি তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করবেন। দীর্ঘদিন তিনি বাংলাদেশের মানুষের নেতৃত্ব দিবেন এবং আমাদের দেশের সমাজ পরিবর্তনের জন্য তিনি যে অঙ্গীকার করেছেন তা বাস্তবায়ন করবেন। আমি মনে করি এই সংসদ রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গের যে স্বীকৃতি তাঁর মিলেছে সেই স্বীকৃতিকে বাংলাদেশের মাটিতেও আমরা এ সংসদের মাধ্যমে স্বীকৃতি দিব।

সবাইকে ধন্যবাদ।

বিএনপি, জামায়াতের রাজনীতির মূল লক্ষ্যই হলো বাংলাদেশকে তালেবানী পাকিস্তানে পরিণত করা

জনাব ফজলে হোসেন বাদশা (রাজশাহী-২) : মাননীয় স্পিকার, আজকে প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে। যিনি এই বয়সে এক দীর্ঘ বক্তব্য যা বাংলাদেশের বাস্তবতা, বাংলাদেশের সঙ্কট, বাংলাদেশের সম্ভাবনা এবং বাংলাদেশের জনগণের স্বপ্নকে ধারণ করে এই মহান সংসদে উপস্থাপন করেছেন। আজকে সেই স্বপ্নকে ধরেই বাঙালি জাতি অগ্রসর হতে চায়, যে স্বপ্ন ধরে বাঙালি জাতি বাঁচতে চায়, সেই স্বপ্নই আজকে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এই সংসদে উপস্থাপন করেছেন। আমি আমার এবং এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে ধন্যবাদ জানাই। এটি মার্চ মাস, স্বাধীনতার মাস। এই মাসে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। এই স্বাধীনতার মাসে আমি শ্রদ্ধা জানাই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে। আমি শ্রদ্ধা জানাই ৩০ লক্ষ শহিদকে, যাঁরা তাদের বুকের রক্তের বিনিময়ে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জন করেছি। এই সংসদে অনেক বক্তব্য হয়েছে। আমরা বিরোধী দলের অনেক বক্তব্য শুনেছি।

মাননীয় স্পিকার, আমি যে এলাকা থেকে নির্বাচিত, গত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে সেই এলাকার মানুষ কেমন ছিল? আমরা কী পরিস্থিতির মধ্যে জীবন যাপন করেছি! তার সামান্য কিছু চিত্র তুলে ধরব। আমি তুলে ধরতে চাই, বিএনপি-জামায়াতের শাসন কেমন এবং তারা দেশের মানুষকে কিভাবে রেখেছিল। আপনারা জানেন, আমাদের এই রাজশাহী এলাকা তখন জঙ্গিবাদের চারণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। জঙ্গিবাদ এমন স্তরে গিয়েছিল যে, রাজশাহী শহর, রাজশাহী শহরের প্রত্যন্ত অঞ্চল সেই জঙ্গিবাদের দাপটে এবং তাদের অত্যাচার, নিপীড়ন, নির্যাতনে মানুষ ঘর-বাড়ি ছেড়ে গ্রাম ছাড়া হয়ে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, সেই সময় রাজশাহী শহরে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন শিক্ষককেও হত্যা করা হয়েছিল। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন শিক্ষক ড. তাহের, প্রফেসর মো. ইউনুসকে হত্যা করে রাজশাহী শহরে তারা বুক উঁচু করে বলেছিল, তারা একটি পুণ্য কাজ করেছে এবং তারা ইসলামের শত্রুদেরকে হত্যা করেছে। আজকে সেই রাজশাহী শহর থেকে আমরা নির্বাচিত হয়ে এসেছি। রাজশাহীর মানুষ দেখেছে রাজশাহীতে জঙ্গিবাহিনী কিভাবে তৎপরতা চালিয়েছে। রাজশাহী শহরে পুলিশের প্রহরায় তারা অস্ত্র নিয়ে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে। আপনারা সেই বাংলা ভাইয়ের বাহিনীর কথা জানেন। আর বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, বাংলা ভাই নেই। এটা মিডিয়ার সৃষ্টি। তার কোনো অস্তিত্ব নেই। এ কথা বলে তিনি গোটা বাংলার মানুষকে অবজ্ঞা করেছেন। সে কথাই আমি আজকে তুলে ধরতে চাই। আমরা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেছি, তারা বাংলাদেশকে একটা জঙ্গিবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছিল। বাংলাদেশকে পাকিস্তান বানাতে চেয়েছিল। বাংলাদেশকে তালেবানী রাজ্য বানাতে চেয়েছিল। সে কারণে এ ধরনের তৎপরতা চালিয়েছিল। শুধু

তাই নয়, তারা একই সাথে ৬৪টি জেলায় বোমা হামলা চালিয়েছিল। তারা বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। এটা তালেবানদেরই লক্ষ্য এবং তখন বিএনপি-জামাতের সরকার ক্ষমতায় থেকে তাদেরকে লালন-পালন করেছে। পুলিশ দিয়ে তাদেরকে সহায়তা করেছে। প্রশাসন তাদেরকে সহযোগিতা করেছে। আমরা সে পরিস্থিতির মধ্যে ছিলাম। আমরা তার বিরুদ্ধে আন্দোলন ও সংগ্রাম করেছিলাম। তখন আমাদের অনেক সহকর্মীকে ক্রসফায়ারে হত্যা করা হয়েছিল। আজকে সে দিনগুলোর কথা মনে পড়ে।

আজকে বিরোধী দলের নেত্রী যখন সংসদে এসে বলেন, এ দেশে কোনো কিছু নাই। সবকিছু হারিয়ে গেছে। তখন আমরা বলতে চাই, একটা জিনিস নেই। জঙ্গিবাদ নেই। জঙ্গিবাদ আজকে হারিয়ে গেছে। আজকে জঙ্গিবাদ খুঁজে পাবেন না। এই সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে। আমাদের মনে আছে ১০ ট্রাক অস্ত্র আমদানির কথা। ১০ ট্রাক অস্ত্র আমদানি করে তারা কী চেয়েছিল দেশে? জঙ্গিবাদের প্রসার ঘটাতে চেয়েছিল দেশে। জঙ্গিবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। ২১ আগস্ট আমরা তার উজ্জ্বল উদাহরণ হিসাবে দেখতে পাই। ২১ আগস্ট-এর মতো নৃশংস ঘটনা কোনো দেশে এই দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে না। জননেত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যা করতে চেয়েছিল। নারী নেত্রী আইভী রহমানকে হত্যা করে বাংলাদেশে এক জঘন্য গণহত্যার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

মাননীয় স্পিকার, আজকে এ কথা বলে আমি বলতে চাই, বাংলাদেশকে তালেবান বানানোর জন্য তারা চেষ্টা করেছিল। তাই জামাত-বিএনপি ক্ষমতায় আসলে বাংলাদেশ জঙ্গিবাদ হবে। পাকিস্তানে পরিণত হবে। অতএব, বাংলার মানুষ তাদেরকে রুখবে। বাংলাদেশকে আর কখনই পাকিস্তানে পরিণত হতে দেয়া হবে না।

মাননীয় স্পিকার, এই সংসদে দাঁড়িয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির কথা বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে সন্তু লারমা খুনি। কিন্তু একটা কথা মনে রাখা দরকার। সন্তু লারমা আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান। প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদায় তিনি আসীন। কিন্তু তারা যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখনও সন্তু লারমা প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। তখন কেন খুনিকে ক্ষমতা থেকে সরাননি। আজকে সংসদে এসে এ কথা বলার অর্থ হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতিকে অস্বাভাবিক করে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছেন।

তাই আজকে আমাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধরে এগুতে হবে। বাংলাদেশকে আজ ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। বাংলাদেশকে পৃথিবীর মানচিত্রে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে। সেজন্য আসুন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিরভিত্তিতে আমরা ঐক্যবদ্ধ হই। বাংলার মানুষ নিশ্চয়ই মহাজোটকে ভোট দিয়েছে। আগামী দিনে বাংলার মানুষ মহাজোটের পিছনেই থাকবে। এ কথা মনে করার কারণ নাই বাংলার মানুষ এতদিনে জঙ্গিবাদের ইতিহাস ভুলে গেছে। তাই আজকে সেই কথা স্মরণ করে আজকে বাংলার জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। এই সুযোগে আমি আমার এলাকার কয়েকটি কথা এই মহান সংসদে তুলে ধরতে চাই। রাজশাহী রেশমনগরী বলে পরিচিত। এই রেশমশিল্পের নগরে একটি কারখানা ছিল, বিএনপি-জামায়াত জোট যা

বন্ধ করে দিয়েছে। আমি আজকে এই সংসদে রাজশাহী রেশমকারখানা খুলে দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। আর একটি দাবি আমি আজকে এই সংসদে করতে চাই, রাজশাহী থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত মিক্সড গেজ, মিটার গেজ এবং ব্রড গেজ আছে। অতএব রাজশাহী থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত কেন ট্রেন যোগাযোগ স্থাপিত হবে না, তা আমরা বুঝি না। আজকে এই সংসদে এই দাবি আমি উত্থাপন করছি। উত্তরবঙ্গ থেকে চট্টগ্রাম বন্দর নগরী পর্যন্ত সরাসরি ট্রেন যোগাযোগ স্থাপন করা হউক।

২৭-০৬-২০১১

বাজেট আলোচনা

রাজশাহীতে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে

জনাব ফজলে হোসেন বাদশা (রাজশাহী-২) : মাননীয় স্পিকার, আপনাকে ধন্যবাদ।

আজকে আমি প্রথমেই অভিনন্দন জানাচ্ছি মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে, যিনি আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারের কাছাকাছি একটি বাজেট পেশ করার চেষ্টা করেছেন। নির্বাচনী ইশতেহারে আমাদের সবচেয়ে বড় যে প্রতিশ্রুতি ছিল, সে প্রতিশ্রুতি মাননীয় অর্থ মন্ত্রী পুনঃব্যক্ত করেছেন। ২০১৩ সালের মধ্যে আমরা আমাদের দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করব, এ কথা বলেছেন। আমাদের ভিশন ২০২১ রয়েছে যে, আমাদের দারিদ্র্যের হার ১৫%-এ কমিয়ে আনব। আমাদের দেশের ধনি-দরিদ্র্যের পার্থক্য আমরা কমাব। আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক সক্রিয়তা বাড়াব। এই যদি আমাদের লক্ষ্য হয়ে থাকে, এই যদি আমাদের অর্জনের শপথ হয়ে থাকে, তাহলে আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে বলব যে, কোনোক্রমেই কৃষি খাতের ১২০০ কোটি টাকা ভর্তুকি কমানোর কোনো যুক্তি আছে বলে আমি মনে করি না। আজকে আমাদের মনে রাখা দরকার। আমাদের কৃষিকে, রাষ্ট্রকে রক্ষা করতে হবে। আমি বলতে চাই মুক্তবাজার অর্থনীতির কাছে আত্মসমর্পণ নয় কিংবা বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ-এর নীতির কাছে আত্মসমর্পণ নয়, আমাদের কৃষিকে আমাদের রক্ষা করতে হবে। আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা আমাদেরকেই গড়ে তুলতে হবে। সেই কারণে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে আমি প্রত্যাশা করি যে ভর্তুকি প্রত্যাহার না করে কৃষি খাতকে আরও গুরুত্ব দিবেন।

মাননীয় স্পিকার, আজকে কৃষি বীজ নিয়ে কিছু প্রতারণা হয়েছে কৃষকের সাথে। কৃষি বীজের প্রশ্নে কৃষককে নিরাপত্তা দিতে হবে বলে আমি মনে করি। সরকার যদি ফেয়ার প্রাইস দিয়ে কাবিখা, রেশন ইত্যাটি চালু রাখতে পারে তাহলে একটি কথা বলতে চাই যে, বাজারের দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি বা ওঠানামার ওপরে এই সরকারের জনপ্রিয়তা অনেকাংশে ওঠানামা করে বলে আমরা মনে করি। সেই সতর্কতা হিসেবে আমরা গ্রামাঞ্চলে পল্লী রেশনিং ব্যবস্থা চালু করতে পারি কিনা; সেটি বিবেচনার জন্য অনুরোধ করছি। আজকে আশা করব যে, টিসিবি-কে আরও শক্তিশালী করা হবে।

টিসিবি-কে শক্তিশালী করলে বাজার নিয়ন্ত্রণে আসবে এবং বাজারকে অবশ্যই আমাদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে হবে।

মাননীয় স্পিকার, দিন দিন কৃষিজমি হ্রাস পাচ্ছে। আজকে মনে রাখা দরকার যে, জনসংখ্যার চাপ ক্রমাগতভাবে বাড়ছে। কিন্তু জনসংখ্যা প্রশ্নে আমরা উল্লেখযোগ্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করিনি। তাই আমি অনুরোধ করব, একটি পরিবার পরিকল্পনা নীতি গ্রহণ করা উচিত এবং পরিবার পরিকল্পনা নীতির ভিত্তিতে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য আজকে সর্বাত্মক উদ্যোগ নেয়া দরকার।

মাননীয় স্পিকার, যে ১৫ কোটি টাকা সংসদ-সদস্যদেরকে উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ দিয়েছিলেন, সে ক্ষেত্রে বৈষম্য আমরা লক্ষ করেছি। সিটি কর্পোরেশন এলাকা থেকে যারা নির্বাচিত তাঁদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে তাঁরা এই ১৫ কোটি টাকার উন্নয়ন বরাদ্দ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এই বৈষম্য অবসানের জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি। সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বিধবাভাতা চালু নেই, আমি সেটি চালু করার আহ্বান জানাচ্ছি। এই বাজেটের এক জায়গায় আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন, বাংলাদেশে সে রকম কোনো আদিবাসী নেই। আমি এই প্রসঙ্গটি বাদ দেয়ার জন্য বিনয়ের সাথে মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি। আমি বলতে চাই, যে জনগোষ্ঠী যে নামে পরিচিত হতে চায় তাকে সে নামেই পরিচিত হতে দিন। আমি উত্তরবঙ্গের মানুষ, উত্তরবঙ্গের সমতলে অসংখ্য আদিবাসী রয়েছে। তাদের উন্নয়নের জন্য একটি বিশেষ বরাদ্দ রাখার জন্য অনুরোধ করছি। আমি অনুরোধ করব হরিজন সম্প্রদায়ের জন্য একটি দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা নেয়ার জন্য।

মাননীয় স্পিকার, বাজেটে ঝুঁকির কথা বলা হয়েছে। বাজেট পার্লামেন্টে উপস্থাপন হলো অথচ সাথে সাথে ঝুঁকির কথা বলা হল, এ ঝুঁকি রাজনৈতিক ঝুঁকি। সে রাজনৈতিক ঝুঁকি কোন দিক থেকে আসবে, বিরোধীদল থেকে আসবে। আমি বলতে চাই বিরোধীদল থেকে কোনো রাজনৈতিক ঝুঁকি সৃষ্টি করার বাস্তবতা নেই। আজকে হাওয়া ভবনের যে লুটেরা রাজপুত্র, দুর্নীতিবাজ রাজপুত্রদের জন্য, যুদ্ধাপরাধীদের জন্য বেগম খালেদা জিয়া মাঠে নামবেন এবং বাংলাদেশের মহাজোট সরকারের জন্য রাজনৈতিক ঝুঁকি সৃষ্টি হবে সেটি আমি মনে করি না। আমি মনে করি মহাজোট যতদিন থাকবে ততদিন তার সামনে বাজেট বাস্তবায়নের পথ প্রশস্তই থাকবে।

মাননীয় স্পিকার, আমি আমার এলাকার দু-একটি কথা বলতে চাই। আপনারা জানেন রাজশাহী সেই ব্রিটিশ শাসন আমল থেকে বিভাগীয় একটি কেন্দ্র ছিল। দীর্ঘদিনের বৈষম্যের কারণে আজকে রাজশাহীকে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাজশাহী বৈষম্যের শিকার হয়েছে। আমি চাই, এই আঞ্চলিক বৈষম্যের অবসান হোক। আমার আগে একজন মাননীয় সংসদ-সদস্য বলেছেন বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে যে রাজশাহীর গৌরব রাজশাহীর রেশমশিল্প কারখানা তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমি আজকে এই মহান সংসদে বলতে চাই, রাজশাহীর রেশমশিল্প কারখানা অনতিবিলম্ব চালু করতে হবে। আঞ্চলিক বৈষম্যের কথা বলা হয়, আঞ্চলিক বৈষম্য রয়েছে। আজকে

উত্তরবঙ্গের সমস্ত বিমান বন্দর বন্ধ। আমি দাবি করছি, রাজশাহীর বিমান বন্দর অনতিবিলম্ব চালু করা হোক এবং রাজশাহীর বিমান বন্দর চালু করে উত্তরবঙ্গের মানুষের সম্মান রক্ষা করা হোক। উত্তরবঙ্গের সাথে যোগাযোগকে আরও সক্রিয় করা হোক।

মাননীয় স্পিকার, আমি আজকে আরও একটি কথা বলতে চাই। রাজশাহী শিক্ষানগরী হিসাবে পরিচিত। সেই শিক্ষানগরীতে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। সেখানে একটি পূর্ণাঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য আমি অনুরোধ করছি। রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজের অসমাপ্ত ৮ তলা ভবন তা সমাপ্ত করার জন্য আমি অনুরোধ করছি। রাজশাহী থেকে...

সভাপতি : মাননীয় সদস্য আপনাকে আর এক মিনিট সময় দেওয়া হল।

জনাব ফজলে হোসেন বাদশা : মাননীয় স্পিকার, যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আজকে অনেক উন্নয়ন হচ্ছে। আজকে রেল ব্যবস্থা পরিবর্তন করা হচ্ছে। আমি আজকে সংসদে দাবি করতে চাই, রাজশাহী থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত সরাসরি রেল যোগাযোগ স্থাপন করা হোক। আমি চট্টগ্রামের মাননীয় সংসদ-সদস্যদের অনুরোধ করব, তাঁরাও যেন দাবি তোলেন চট্টগ্রাম থেকে রাজশাহী উত্তরবঙ্গের কেন্দ্র পর্যন্ত সরাসরি রেল যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য।

মাননীয় স্পিকার, আজকে সেচকাজে উত্তরবঙ্গে কেবল ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার করা হচ্ছে। আমি মনে করি ভূ-গর্ভস্থ পানির ওপর নির্ভরশীলতা কমানো প্রয়োজন। সেজন্য আজকে উত্তর রাজশাহী সেচ প্রকল্প বাস্তবায়নের মধ্যদিয়ে সেচকার্য করা এবং আজকে পদ্মা নদী...

সভাপতি : ধন্যবাদ, মাননীয় সদস্য।

৩০-০৬-২০১১

"মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার ছিল বাংলাদেশ হবে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র"

সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) বিল, ২০১১ প্রসঙ্গে

জনাব ফজলে হোসেন বাদশা (রাজশাহী-২) : মাননীয় স্পীকার, আজকে এই মহান সংসদের এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম। মুক্তিযুদ্ধের পরে '৭৫-এর ১৫ আগস্ট পট পরিবর্তনের পর ঘাতক সামরিক শাসক এই দেশে মুক্তিযুদ্ধের সংবিধানকে যখন পরিবর্তন করে, এটা ৩০ লক্ষ শহীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা। তার বিরুদ্ধে শহিদের রক্তের ঋণ পরিশোধ করার জন্য আমরা লড়াই সংগ্রাম করে আসছি। তাই আজকে আমরা এমন কোনো পরিবর্তন আশা করি না, যা মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়, এমন কিছুকে আমরা সমর্থন করতে পারি না। তাই প্রথমেই আমি দুই

দফা বিলুপ্ত করার প্রস্তাব করছি। মাননীয় স্পিকার, এটা ধর্মগ্রন্থ নয়। এটা সংবিধান। এটা রাষ্ট্রীয় দলিল । এটা সকলের জন্য , সকল মানুষের জন্য ।অতএব "বিসমিল্লাহির-রাহমানির রাহীম" যদি প্রথমেই লেখা হয়, তাতে সাম্প্রদায়িকতার প্রলেপ দেয়া হয় । তাই এটা বিলুপ্ত করার জন্য আমি প্রস্তাব করছি । মাননীয় স্পিকার, আমি দ্বিতীয়ত বলতে চাই যে, আমরা যদি ধর্ম নিরপেক্ষতার কথা বলে থাকি, তাহলে রাষ্ট্রধর্মকে আনতে পারি না। রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বললে অন্য ধর্মের লোকেরা দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত হয়। আর অনেকে বাংলাদেশকে উদারনৈতিক ইসলামিক রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু আমরা মুক্তিযুদ্ধের সময় যে চেতনার ভিত্তিতে লড়াই করেছিলাম, সে চেতনা ছিল বাংলাদেশ হবে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। অতএব আমি মনে করি, রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম হলে এখানে জঙ্গিবাদও উৎসাহিত হবে এবং রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম হওয়ার পরে বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ উৎসাহিত হয়েছিল। অতএব এটা পরিবর্তন করা উচিত। আমি প্রস্তাব করছি '২ক। ধর্ম। প্রজাতন্ত্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্ম ইসলাম। মুসলমান, হিন্দু , বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ সকল ধর্মাবলম্বী মানুষের স্ব-স্ব ধর্ম পালনের সমমর্যাদা ও সমঅধিকার পাইবে'। আমি এর পরে বিলের ৬ দফার প্রথম পঙ্ক্তিটি বাদ দেয়ার জন্য প্রস্তাব করছি। এ বিষয়ে আমি বলতে চাই, বাংলাদেশের সকল জনগণ "বাংলাদেশী" হিসেবে পরিচিতি লাভ করবে।

আমার সর্বশেষ প্রস্তাব হচ্ছে, ১৬ দফার শর্তাংশের পরিবর্তে নিম্নোক্ত শর্তাংশ প্রতিস্থাপন করা হউক–'তবে শর্ত থাকে যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী কোন সাম্প্রদায়িক সমিতি বা সংঘ কিংবা অনুরূপ উদ্দেশ্য সম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী ধর্মীয় নাম যুক্ত বা ধর্মভিত্তিক অন্য কোন সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার বা তার সদস্য হইবার বা অন্য কোন প্রকারে তার তৎপরতায় অংশগ্রহণ করিবার অধিকার কোন ব্যক্তির থাকিবে না।'

বাজেট আলোচনা

রাজশাহী থেকে চট্টগ্রাম বন্দর পর্যন্ত সরাসরি রেল যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে

জনাব ফজলে হোসেন বাদশা (রাজশাহী-২) : মাননীয় স্পিকার, আপনাকে ধন্যবাদ। ২০২১ সালে আমরা যখন মুক্তিযুদ্ধের রজত জয়ন্তী পালন করব, তখন বাংলাদেশকে আমরা যেভাবে দেখতে চাই, বাংলাদেশ একটি অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল, উদার গণতান্ত্রিক এবং কল্যাণমুখি রাষ্ট্রে পরিণত হবে। আমরা সেই পথ রচনার জন্যই আমাদের সংগ্রাম, আমাদের লড়াই, আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম সেই জায়গায় পৌঁছানোর জন্য। বর্তমান বাজেট সেই লক্ষ্যের পথকৌশল হিসেবে আমরা বিবেচনা করি। বর্তমান বাজেট সেই পথকৌশল রচনায় যাতে ভূমিকা রাখতে পারে সেদিকেই আমাদের দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। আমাদের ইচ্ছা অনেক বড়, সে কারণে বাজেট বড় হতেই পারে। বড় বাজেট উন্নয়নের পরিধিকেও বাড়ায়। অতএব, এ নিয়ে সমালোচনা করার কিছু নেই। আমি এই বাজেটকে স্বাগত জানাচ্ছি। এ বাজেট অত্যন্ত যুগোপযোগী। এই বাজেট ঘাটতি হলেও এটি জিডিপি'র ৫ শতাংশের মধ্যেই রাখা হয়েছে। এডিপি বৃদ্ধি পেয়েছে। আয়ের চেয়ে ব্যয় বৃদ্ধির হার কম রাখা হয়েছে। প্রবৃদ্ধি ৭.২ শতাংশ এবং মুদ্রাস্ফীতি ৭.৫ শতাংশ। এটি অর্জন করা গেলে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে, বাংলাদেশ মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হবে। এটি ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। অনেকে দেশে আর্থিক বিপর্যয়ের সম্ভাবনা দেখেছিলেন। কিন্তু সেই ভবিষ্যৎ বাণী কাজে লাগেনি। আজকে ব্যাংকে তারল্য সংকট সহনীয় মাত্রায় নেমে এসেছে। টাকার সঙ্গে ডলারের বিনিময় হার স্থিতিশীল। বলতে চাই, যারা হতাশা ব্যক্ত করেছিলেন, হতাশা ব্যক্ত করার কিছু নেই। এখানে আশার আলো আছে। সেই আশায় বুক বাঁধতে হবে আমাদের সবাইকে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় যথার্থভাবেই বলেছেন, কৃষি বাংলাদেশের প্রাণ। কৃষক বাঁচলে বাংলাদেশ বাঁচবে। আমিও তাই মনে করি এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গীতেই আমাদের কৃষি খাতে ভর্তুকি দেওয়া হয়েছে। আমরা দেখি ভর্তুকির কথা শুনলেই আমাদের যাঁরা দাতা সংস্থা আছে, তাঁরা আঁতকে ওঠে এবং বিরক্ত বোধ করে। কিন্তু আমরা জানি তাঁরা যে দেশ থেকে এসেছে, সে দেশে কৃষি ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ভর্তুকি দেয়া হয়। সেজন্য আমরা বলতে চাই, সব কিছু খেয়াল রেখে আমাদেরকে কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। তাকে বিনিয়োগ বলেন অথবা ভর্তুকি বলেন। কারণ এটি যদি না পারি তাহলে আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারব না। আমরা এ দেশকে খাদ্য রপ্তানির দেশেও পরিণত করতে পারব না। সেই স্বপ্ন আমাদের কার্যকরী করতে হবে। আমরা জানি খাদ্য নিরাপত্তা এবং সামাজিক নিরাপত্তার জন্য ওএমএসসহ বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম চালু রয়েছে। সেই কর্মসূচির ফলে এখন দেখা যাচ্ছে, চালের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে।

মানুষ চাল কিনে জীবন যাপন করতে পারছে। তাঁদের কোনো অভিযোগ নেই। কিন্তু এর সঙ্গে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, কৃষকরা, যাঁরা ফসল উৎপাদন করে, তাঁদের উৎপাদিত ফসলের যেন যৌক্তিক মূল্য পায়। সেই দিকে লক্ষ রেখে কৃষকের কাছ থেকে যৌক্তিক মূল্যে ফসল ক্রয় করার জন্য সরকারকে নীতি অনুসরণ করতে হবে।

দীর্ঘদিন থেকে একটি সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেছি। আমরা যখন গণতন্ত্রের সংগ্রাম করেছি, আমরা যখন স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি, তখন কালো টাকা এবং ঋণ-খেলাপিদের দৌরাত্ম্য দেখেছি। আমার মনে আছে, '৯০-এর গণঅভ্যুত্থানের পর ঋণ-খেলাপি এবং কালো টাকার মালিকের তালিকা প্রকাশ করেছিলাম। কিন্তু সেই সংস্কৃতি থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। আমাদের কালো টাকা এবং ঋণ-খেলাপি সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। ঋণ-খেলাপিদের ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে।

মাননীয় স্পিকার, আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে বলব, আমাদের নিম্নতম আয়কর ২ হাজার থেকে ৩ হাজার টাকা করা যুক্তিসঙ্গত হবে না। কিংবা মোবাইল কলের ওপর করারোপ করা সাধারণ মানুষের জন্য এটি ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে বলে মনে করি। তাই আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে এটি বিবেচনা করার দাবি রাখছি। বাজেটে রেলকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে এবং এটি অত্যন্ত ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। রেলকে ব্যাপক জনগণের পরিবহণ মাধ্যম হিসেবে দাঁড় করানোর জন্য আমাদের কাজ করতে হবে। সেই কারণে আমি বলতে চাই, বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চল বলতে যা বুঝায়, সেটি উত্তরবঙ্গ। উত্তরবঙ্গের সাথে ব্যাপকভাবে রেল যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে উত্তরবঙ্গের কোনো যোগাযোগ নেই। আজকে আমি এই মহান সংসদে দাবি করছি, রাজশাহী থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত রেল যোগাযোগ স্থাপনের জন্য রাজশাহী থেকে আব্দুলপুর পর্যন্ত ডুয়েল গেজ স্থাপন করা হোক, যার ব্যয় খুবই কম হবে। ফলে চট্টগ্রামের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হবে, এটি এই সরকারের জন্য একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। মনে রাখতে হবে, কৃষি পণ্য পরিবহণের জন্য আমাদের রেলকে কাজে লাগাতে হবে। উত্তরবঙ্গে কৃষকরা বিভিন্ন প্রকার কৃষি পণ্য ব্যাপকভাবে উৎপাদন করে। আমি যেমন রাজশাহীর কথা বলতে পারি, রাজশাহী আমের জন্য বিখ্যাত। আমরা সবাই জানি, ঢাকায় বসে রাজশাহীর আম খেতে চাই, কিন্তু রাজশাহী থেকে ঢাকায় আম কিভাবে আসবে তার কোনো পরিবহণ ব্যবস্থা নেই। আমি বলতে চাই, ট্রেন যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে, সেখানে মাল পরিবহণের ব্যবস্থা থাকতে হবে। যাতে কৃষকরা সরাসরি ঢাকার বাজারে এসে তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করতে পারে। এতে জনগণেরও লাভ হবে, কৃষকেরও লাভ হবে। কৃষক তার ন্যায্য মূল্য পাবে। সে কারণে আমি যোগাযোগ ও রেল মন্ত্রীকে অনুরোধ করব, রাজশাহী এবং ঢাকার মধ্যে যে সমস্ত রেল যোগাযোগ রয়েছে, তার সাথে লাগেজ ভ্যান include করা দরকার এবং কৃষকদের জন্য জায়গা করে দেয়া দরকার, যাতে ঢাকার বাজারে তারা প্রবেশ করতে পারে। বঙ্গবন্ধু সেতু রেল যোগাযোগের জন্য যথেষ্ট নয়, রেল যোগাযোগের জন্য বঙ্গবন্ধু

সেতুর পার্শ্বে আর একটি নতুন রেলসেতু তৈরি করতে হবে, যাতে বঙ্গবন্ধু সেতুতে চাপ না পড়ে। এর সঙ্গে বলতে চাই, বঙ্গবন্ধু সেতুতে অহেতুক টোল বৃদ্ধি করা হয়। আমরা তো বহুদিন থেকে বলে আসছি, বঙ্গবন্ধু সেতু দিয়ে যে সকল ট্রাক কৃষি পণ্য পরিবহণ করে, সেই সকল ট্রাকের ওপর থেকে টোল প্রত্যাহার করা হোক, এটি কৃষকের জন্য লাভজনক হবে এবং জনগণের জন্য লাভজনক হবে। ফলে কৃষিপণ্য একটি যুক্তিযুক্ত পর্যায়ে থাকবে, সেই কথা বিবেচনা করার জন্য আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

আমি জানি ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক গোষ্ঠী বা আদিবাসী সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য কিছু কথা বাজেটে বলা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন ও ভূমি জটিলতা সমাধানের জন্য ভূমি কমিশনকে সক্রিয় করা হয়েছে, এজন্য আমি সরকারকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। কিন্তু সমতলের ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জাতি গোষ্ঠী বা আদিবাসীদের ভূমি জটিলতা সমাধানে কোনো ভূমি কমিশন গঠন করা হয়নি। আমি সমতলের আদিবাসীদের ভূমি সমস্যা সমাধানের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠনের প্রস্তাব করছি। প্রতিদিন খবরের কাগজের পাতায় আমরা দেখি উত্তরবঙ্গে আদিবাসীরা বিভিন্নভাবে ভূমির কারণে নির্যাতিত হচ্ছে। এই বিষয়টি বিবেচনার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আমি সরকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু এই মুক্তিযুদ্ধে যে লড়াই হয়েছিল তার ব্যাপকতা ছিল। গ্রামগঞ্জে এবং দেশের ৬৪টি জেলায় এর অসংখ্য ইতিহাস ছড়িয়ে আছে। তাই ঢাকায় শুধুমাত্র মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর প্রতিষ্ঠা করলে হবে না। বিভিন্ন জেলাতে মুক্তিযুদ্ধের যে ঘটনাবলি রয়েছে সেই ঘটনাবলিকে টিকিয়ে রাখার জন্য বা জনগণের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রতিটি জেলায় একটি করে মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর স্থাপনের জন্য অনুরোধ করছি।

রাজশাহী রেশমশিল্পের জন্য বিখ্যাত কিন্তু বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার রেশম কারখানা বন্ধ করে রেশমশিল্পকে ধ্বংস করেছে। আমি রাজশাহীর রেশম কারখানা চালুর জন্য দাবি জানাচ্ছি।

রাজশাহীতে গ্যাস সংযোগের জন্য বাড়িতে বাড়িতে গ্যাস সংযোগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত গ্যাস সরবরাহ করা হয় নাই। রাজশাহীতে গ্যাস যাবে এই প্রতিশ্রুতি রাজশাহীর জনসভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিয়েছিলেন। আমি অনুরোধ করব রাজশাহীতে যাতে গ্যাস সরবরাহ করা হয় অনতিবিলম্বে সরকার যাতে সিদ্ধান্ত নেন।

রাজশাহীতে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ঘোষণা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিয়েছিলেন। সেই কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘোষণা বাস্তবায়নের জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। বরেন্দ্র প্রকল্পে যে ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যাপকভাবে উত্তোলন করা হচ্ছে , আমি অনুরোধ করছি যে ভূগর্ভস্থ পানির পরিবর্তে পদ্মা নদীর ফারাক্কা চুক্তির মাধ্যমে আমরা যে পানি পেয়েছি সেই পানি সেচ কাজে ব্যবহারের জন্য রাজশাহী সেচপ্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ করছি এবং সুপারিশ করছি।

ডেপুটি স্পিকার : মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ হয়েছে। এক মিনিট বলুন।

জনাব ফজলে হোসেন বাদশা : আমাদের এলাকা আখ চাষের জন্য বিখ্যাত এবং আমাদের আখ চাষিদের রক্ষার জন্য কোনো দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা হয় নাই। আখ চাষিরা কিভাবে বেঁচে থাকবে সে ব্যাপারে সরকারের নীতি প্রণয়ন করা দরকার এবং চিনি কলগুলো কিভাবে রক্ষা পাবে সে ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। যুক্তিসঙ্গত মূল্যে কৃষকদের কাছ থেকে আখ ক্রয় করার লক্ষ্যে সরেজমিনে তদন্ত করে সে মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। প্রতিটি চিনি কলের সাথে ডিসটিলারি কারখানা স্থাপন করতে হবে, যাতে চিনিকলগুলো অর্থনৈতিকভাবে টিকে থাকতে পারে।

মাননীয় স্পিকার, আমি আর কথা বাড়াতে চাই না। আমি এই কথা বলেই শেষ করব যে, উত্তরবঙ্গের বঞ্চিত মানুষের দিকে দৃষ্টি রেখে আজকে উন্নয়নের ভারসাম্য বজায় রাখার অনুরোধ জানাচ্ছি।

ডেপুটি স্পিকার : মাননীয় সদস্য, আপনাকে ধন্যবাদ।

১১-০৯-২০১২

মনোযোগ আকর্ষণ নোটিশ

বিভাগীয় শহরে পিএসসি-সহ সকল সরকারি নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠানের দাবি

জনাব ফজলে হোসেন বাদশা (রাজশাহী-২) : মাননীয় স্পিকার, আপনাকে ধন্যবাদ।

আমি ৭১ বিধিতে মাননীয় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

উত্থাপনীয় বিষয় : পিএসসি-সহ সকল সরকারি নিয়োগ পরীক্ষা বিভাগীয় শহরে নেয়া প্রসংগে।

মাননীয় স্পিকার, পিএসসি-সহ সকল সরকারি চাকরির নিয়োগ পরীক্ষা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। দেশের দরিদ্র ও সাধারণ ঘরের সন্তানদের প্রতিটি পরীক্ষা দেয়ার জন্য ঢাকায় আসা কষ্টকর। বর্তমানে দেশে বাস ভাড়া বৃদ্ধিসহ অন্যান্য প্রতিকূলতাও রয়েছে। এমতাবস্থায় পিএসসি-সহ সকল সরকারি চাকরির পরীক্ষা কেন্দ্র ঢাকায় হওয়াতে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন রকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তাই আমার প্রস্তাব এই বিধি সংশোধন করে অনতিবিলম্বে প্রতিটি সরকারি চাকরির নিয়োগ পরীক্ষা বিভাগীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত করার দাবি জানাচ্ছি।

ডেপুটি স্পিকার : ধন্যবাদ, মাননীয় সদস্য।

মহান মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে শাহবাগের গণজাগরণ
বাংলাদেশের অনিঃশেষ তারুণ্যের স্ফুরণ

জনাব ফজলে হোসেন বাদশা (রাজশাহী-২) : মাননীয় স্পিকার, আপনাকে ধন্যবাদ।

গত ২৭ জানুয়ারি মহামান্য রাষ্ট্রপতি এই সংসদে তাঁর বক্তব্য রেখেছেন। এই বক্তব্য ছিল এই দেশের সম্ভাবনা এবং অগ্রগতির বাস্তব চিত্র। আমি সে কারণে মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে ধন্যবাদ জানাই এবং আমি তাঁর দীর্ঘায়ু আশা করি। তিনি দীর্ঘদিন বাংলাদেশের মানুষের অভিভাবক হিসাবে দায়িত্ব পালন করুন এই কামনাই করি। আজকে এই সংসদে কোনো কিছু বলার আগে আমাদের নুতন প্রজন্মকে অভিনন্দন জানাতে হয়। আমরা আমাদের নুতন প্রজন্ম সম্পর্কে অবগত ছিলাম না যে, তারা বাংলাদেশকে প্রধিনিতিত্ব করে কি না, মুক্তিযুদ্ধকে প্রতিনিধিত্ব করে কি না কিন্তু নুতন প্রজন্ম শাহবাগ চত্বরে একত্র হয়ে বাংলাদেশের জনগণকে আশ্বস্ত করেছে, তারা মুক্তিযুদ্ধকে প্রতিনিধিত্ব করে, আমাদের স্বাধীনতাকে প্রধিনিতিত্ব করে, স্বাধীনতার চেতনাকেও প্রতিনিধিত্ব করে। তাই আজকে আমরা তাদেরকে অভিনন্দন জানাই। আজকে শাহবাগ চত্বরে যে রণধ্বনি উচ্চারিত হয়েছে, যে দাবি উচ্চারিত হয়েছে তার সাথে বাংলাদেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ। শহিদ জননী জাহানারা ইমাম স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই স্বপ্ন আজকে নুতন প্রজন্ম বাস্তবায়ন করেছে, সেজন্য নুতন প্রজন্মকে অভিনন্দন জানাই। আমি আরও অভিনন্দন জানাতে চাই এই সংসদে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের ইতিহাসে এমন রাজনৈতিক ঘটনা নেই, যে রাজপথের আন্দোলনকে সংসদ সমর্থন করে, দেশের প্রধানমন্ত্রী সমর্থন করে। এমন রাজনৈতিক ইতিহাস আমাদের ছিল না কিন্তু আজকে সেই ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে। এটাই গণতন্ত্র যখন সংসদ আপামর জনগণের পাশে থাকে, তখন দেশে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। আমার মনে হয়, এই বাস্তবতা বাংলাদেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আজকে শাহবাগ চত্বরে যে চেতনাবোধ জাগ্রত হয়েছে সেই চেতনায় বাংলাদেশের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করবে। সেজন্য আজকে আমি পুনরায় নুতন প্রজন্মকে অভিনন্দন জানাতে চাই। আজকে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সময়ের দাবি।

এ দাবি আজকে বাস্তবায়ন করতেই হবে। এটা আজ জনগণের দাবিতে পরিণত হয়েছে। আমরা জানি, যখনই আমরা দেশের অগ্রগতির জন্য কোনো দাবি উত্থাপন করেছি, তখনই আমাদেরকে ধর্মের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হয়েছে। ইসলামের বিরুদ্ধে আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এটা নতুন ঘটনা নয়। আমরা ’৫২-এ দেখেছি, ’৬৯-এ দেখেছি এবং ’৭১-এ দেখেছি। আমরা বার বার দেখেছি। যখনই বাংলার মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে মুক্তি চেয়েছে, তখনই এটাকে ইসলাম বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করার ষড়যন্ত্র করা হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার, আজকেও জামায়াতে ইসলাম সেই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। আজকে

আমাদের দেশের অনেক মাওলানারা বলছেন যে, 'জামায়াতে ইসলাম এবং ইসলাম এক জিনিস নয়'। এটাই সত্য। মওদুদীবাদ আর ইসলাম এক জিনিস নয়। রাজাকাররা কখনো মুসলমান হতে পারে না। এটাও বাংলাদেশের মানুষ বিশ্বাস করে। এটা আজকে আমাদের বুঝতে হবে। সেই জন্য দেখেন, রাজাকাররা কত গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত? তারা যুদ্ধাপরাধীদের রক্ষার জন্য গোলাম আজমকে রক্ষা করার জন্য বাইতুল মোকাররম মসজিদে আগুন লাগাতেও দ্বিধাবোধ করেনি। তারা বাইতুল মোকাররম মসজিদে আগুন লাগিয়েছে। অতএব, ধর্ম বিরোধী কারা এটা আজকে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে হবে। জামায়াতে ইসলাম দেশের সাড়ে সাত কোটি মুসলমান জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে ১৯৭১ সালে ইসলাম বিরোধিতার পরিচয় দিয়েছিল। আজকে মসজিদে আগুন লাগিয়ে সেটা পুনঃপ্রমাণিত করল। তারা ইসলামের পক্ষে নয়, তারা প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধাপরাধী ও ষড়যন্ত্রকারী।

মাননীয় স্পিকার, তাই আমরা বলতে চাই, এই অপশক্তিকে বাংলাদেশে নিষিদ্ধ করতে হবে। আজকে আদালতের মাধ্যমেই হোক, আর এ পার্লামেন্টের সিদ্ধান্তের মাধ্যমেই হোক, তাদেরকে নিষিদ্ধ করা এখন সময়ে দাবি। ১৯৭১ সালে জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা ছিল যুদ্ধাপরাধীর ভূমিকা। অতএব, সংগঠনের প্রশ্ন যখন আইনের সাথে যুক্ত হয়েছে, তখন আদালতও সিদ্ধান্ত নিতে পারে, তাদেরকে নিষিদ্ধ করার প্রশ্নে। কাজেই এ ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

মাননীয় স্পিকার, আজকে এর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছে বিএনপি। বিএনপি তাদের হরতালকে সমর্থন করে প্রমাণ করেছে, তারা যুদ্ধাপরাধীদের সঙ্গে কত গভীরভাবে আছে। আজকে প্রশ্ন উঠেছে, বিএনপি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবি করুক, তাহলে তারা প্রমাণ করতে পারবে তারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আছে। কিন্তু আজকে বিএনপি'র পক্ষে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবি করার সম্ভব বলে আমি মনে করি না। কারণ বেগম খালেদা জিয়া যে বক্তব্য দিচ্ছেন বা দিয়েছেন, তাতে 'যুদ্ধাপরাধীদের রাজবন্দি বলেছেন'। তাদের মুক্তি দাবি করেছেন। শুধু সেখানেই তিনি থেমে থাকেননি, তিনি মুক্তিযুদ্ধকে মুক্তিযুদ্ধ হিসেবে স্বীকার করেননি। ১৯৭১ সালে কী হয়েছিল, সেটাও উল্লেখ করতে তিনি লজ্জাবোধ করেছেন। আজকে প্রমাণিত হয়েছে, বিএনপি জামায়াতে ইসলামের রাজনৈতিক আদর্শ গ্রহণ করে পরিপূর্ণভাবে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। এখন বিএনপিকে ধিক্কার জানানো ছাড়া অন্যকোনো আহ্বান জানানোর কোনো অবকাশ নেই।

মাননীয় স্পিকার, আজকে বাংলাদেশকে পিছনের দিকে নিয়ে যাওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে। এই ফেব্রুয়ারি মাসে শহিদ মিনারের ওপর আক্রমণ চালানো হচ্ছে। আজকে জাতীয় পতাকা ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে, বই মেলায় আগুন দেয়া হয়েছে, বাইতুল মোকাররম মসজিদে আগুন লাগিয়েছে। এরমধ্য দিয়ে কী প্রমাণিত হয়? আজকে জামায়াতে ইসলাম এবং বিএনপি দেশের বিরুদ্ধে, জাতির বিরুদ্ধে আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে একটি সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। আজকে আমরা দেখছি, রাজপথে জামায়াতে ইসলামের আন্দোলনকে দেশের জনগণ প্রত্যাখ্যান করছে। এটাই সত্য। কয়েকটি

হরতালই জনগণ গ্রহণ করেনি। হরতাল জামায়াতে ইসলাম সফল করতে পারেনি। রাজনৈতিক বিতর্ক এখন মসজিদে নিয়ে গেছে এবং মসজিদের ভিতরে সংঘাত তৈরি করছে। আর মসজিদের ভিতরের সংঘাতের পরিণতি কী, আমরা জানি। পাকিস্তানের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাবো যে, পাকিস্তানে এমন কোনো শুক্রবার নেই, যখন জুম্মার নামাযে বোমা বিস্ফোরিত হয় না, গ্রেনেড বিস্ফোরিত হয় না। বাংলাদেশকে সেই পরিস্থিতির দিকে নিয়ে যেতে চায় মৌলবাদী শক্তি, সাম্প্রদায়িক শক্তি, স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি। বাংলাদেশের মসজিদগুলোকে পাকিস্তানের মসজিদে পরিণত করতে চায়। তাই আমি আহ্বান জানাতে চাই, যারা ধর্মপ্রাণ মানুষ, তারা ঐক্যবদ্ধ হবেন এবং মসজিদেও মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তিকে প্রত্যাখ্যান করে বাংলার ধর্মপ্রাণ মানুষ, শান্তিপ্রিয় মানুষ তাদের ধর্ম পালন করবেন, এই প্রত্যাশা আমরা করি।

মাননীয় স্পিকার, আমরা মনে করি, আজকে সারাদেশের মানুষকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় একটি জাতীয় ঐক্য দরকার। সেই জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার আজকে আহ্বান জানাতে চাই এ মহান সংসদ থেকে।

মাননীয় স্পিকার, আমি আমাদের জাতীয় অর্থনীতির অগ্রগতি প্রসঙ্গে আরেকটি কথা বলতে চাই যে, আমরা অনেক বার্তা পাচ্ছি। সেই বার্তা আমরা জানি যে, আমাদের কৃষির উন্নতি, আমাদের দেশে গার্মেন্টস শিল্পের অগ্রগতি, আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যের অগ্রগতি, আমাদের রেমিটেন্সের অগ্রগতি আজকে বাংলাদেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু আজকে একটি কথা আমি মনে করিয়ে দিতে চাই, বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা আগের চেয়ে অনেক বেশি এবং বাংলাদেশে কৃষির যে অগ্রগতি ঘটেছে, সেই অগ্রগতির ফলে আজকে আমরা সেই পথে এগিয়ে যেতে পেরেছি। আমাদের কৃষিমন্ত্রী সংসদে রয়েছেন। আমি মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানাই। সঙ্গে সঙ্গে আমি বলতে চাই, কৃষকরা ফসল উৎপাদন করে যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, এ বিষয়ে সরকারের বিশেষভাবে নজর দেয়া দরকার। সেক্ষেত্রে আমি জানি না যে, কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগ আরো বাড়াতে হবে কিনা। আমি জানি না যে, ভর্তুকি বাড়াতে হবে কিনা। যে পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন সেটা নিতে হবে এবং কৃষককে রক্ষা করতে হবে। যদি কৃষি এবং কৃষক রক্ষা পায়, তাহলে বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। বাংলাদেশকে যারা তলাবিহীন ঝুড়ি বলেছিল, বাংলাদেশকে যারা ভিক্ষুকের দেশ বলেছিল, আমরা তাদের এ কথা মুছে দিতে পারবো। আমরা ইতোমধ্যেই সে সাফল্য অর্জন করেছি। আমি আরেকটি কথা বলতে চাই। আমরা জানি যে, আমাদের দেশে শ্রম-আদালত আছে। আমাদের দেশে শিল্প আদালত আছে। কিন্তু কৃষকরা বিভিন্নভাবে প্রতারিত হচ্ছে এবং কৃষকরা যে প্রতারিত হচ্ছে, তার প্রতিকারের জন্য আমি একটি পৃথক আদালত স্থাপনের প্রস্তাব করছি। আমি অনুরোধ করব, কৃষি আদালত স্থাপন করে কৃষকরা যাতে বিভিন্ন প্রতারণার দ্রুত আইনগত প্রতিকার পায়, নিরাপত্তা বোধ করে, সে ব্যবস্থা গ্রহণ করার...

মাননীয় স্পিকার, আমি ২ মিনিট সময় চাই।

ডেপুটি স্পিকার : মাননীয় সদস্য, আপনি আরও ২ মিনিট বলুন।

জনাব ফজলে হোসেন বাদশা : মাননীয় স্পিকার, আমি আমার এলাকা প্রসঙ্গে একটি কথা বলতে চাই। আমি একটি কথা আজকে সংসদে গর্বের সঙ্গে বলতে পারি যে, আমরা যখন শুরু করেছিলাম এ সংসদ, তখন রাজশাহী এলাকা সম্পর্কে অনেক হতাশার কথা বলেছিলাম। কিন্তু আমরা এখন আশাবাদী। রাজশাহীর পরিবর্তন হয়েছে। আমার এলাকার পরিবর্তন হয়েছে এবং অগ্রগতি হয়েছে। রাজশাহীকে শিক্ষানগরী বলা হয়। সেই শিক্ষা নগরী তার বাস্তব রূপ খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু সেখানে আরেকটি বিশ্ববিদ্যালয় করার প্রতিশ্রুতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিয়েছিলেন। তিনি রাজশাহীর জনসভায় বলেছিলেন যে, রাজশাহীতে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। আমি আশা করব, অতি দ্রুত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। আমি সঙ্গে সঙ্গে বলতে চাই, নির্বাচনে আমাদের প্রতিশ্রুতি ছিল যে, আমাদের সেখানে গ্যাস সংযোগ প্রতিটি বাড়িতে দেয়া হবে। কিন্তু সেই গ্যাস সংযোগ এখনো দেয়া হয়নি। সেটি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল। তা বাস্তবায়ন করা হোক। রেশম কারখানা খুলে দেয়া ও রেশমশিল্প চালু করার যে প্রতিশ্রুতি ছিল সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করার আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। উত্তরাঞ্চলে ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার করা হয়। এটা পরিবর্তন করে উত্তর রাজশাহী সেচ প্রকল্পে ভূ-উপরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থাকে গড়ে তোলার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। উত্তরবঙ্গের যোগাযোগ রাজধানীর সঙ্গে সফলভাবে আর এগুতে পারছে না। রেল যোগাযোগের উন্নয়ন ঘটাতে হবে। আমি দাবি করছি রাজশাহী থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত সরাসরি রেল যোগাযোগের ব্যবস্থা করা হোক, কন্টেইনার সার্ভিস চালু করা হোক যাতে রাজশাহীতে শিল্প কলকারখানা গড়ে উঠতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে আমি বলব যে, রেলের জন্য বঙ্গবন্ধু সেতুর পাশে পৃথক সেতু নির্মাণ করা হোক, যাতে উত্তরবঙ্গের সাথে রেল যোগাযোগ আরও সম্মুখের দিকে এগুতে পারে। এই কথা বলে আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ডেপুটি স্পিকার : মাননীয় সদস্য আপনাকে ধন্যবাদ।

দৃষ্টি আকর্ষণ

জঙ্গিবাদ নিয়ে জামায়াত-বিএনপি ও খালেদা সরকারের মিথ্যাচার

জনাব ফজলে হোসেন বাদশা (রাজশাহী-২) : মাননীয় স্পিকার, আপনাকে ধন্যবাদ। আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের অভিজ্ঞ মাননীয় সংসদ সদস্য শেখ সেলিমকে যে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি তিনি আজকে সংসদে উত্থাপন করেছেন। আমি খুব সংক্ষেপে দুটি কথা বলার জন্য দাঁড়িয়েছি। আজকে আলকায়দা প্রধান বাংলাদেশের বিষয়ে বিবৃতি দিয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে আলকায়দা এবং তালেবানরা আজকেই কেবলমাত্র জামায়াত-বিএনপির মাধ্যমে বাংলাদেশের রাজনীতিতে যুক্ত হয়েছ। আমরা জানি ২০০১ সালের পর আমরা জানি, ২০০১ সালের পর মাদ্রাসায় মাদ্রাসায় আল-কায়েদার সামরিক প্রশিক্ষণের প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করে মাদ্রাসা ছাত্রদেরদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছিল। তার প্রমাণ আমরা জাতীয় প্রেসক্লাবে প্রকাশ্যে প্রদর্শন করেছিলাম। আমরা তখন বাংলা ভাইকেও দেখিয়েছিলাম। বেগম খালেদা জিয়া বলেছিলেন বাংলা ভাই বলে কিছু নেই। কিন্তু পরবর্তীতে সেই বাংলা ভাই গ্রেফতার হয়েছে, জঙ্গিরা গ্রেফতার হয়েছে এবং তাদের বিচারের সম্মুখীন করতে তারা বাধ্য হয়েছে।

তাই একটি কথা উল্লেখ করতে চাই যে জামাত-বিএনপি যেদিন ক্ষমতায় এসেছিল, সেদিন থেকেই তারা তালেবান এবং আল-কায়দার সাথে যুক্ত। আরেকটি কথা আজকে বলতে চাই যা এই সংসদের প্রথম দিনেই আলোচনা হওয়া উচিত ছিল। সেটি হলো পাকিস্তান পার্লামেন্টে যে বিষয়টি আলোচনা হয়েছে তারসঙ্গে এই সমস্ত বিষয় গভীরভাবে যুক্ত। পাকিস্তান পার্লামেন্টে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে কাদের মোল্লা এবং জামাতে ইসলাম অখণ্ড পাকিস্তানের জন্য লড়াই করেছে। অতএব তারা পাকিস্তানের বন্ধু। এই কথা তারা স্পষ্টভাবে বলেছে। কাজেই, পাকিস্তান পার্লামেন্টের রেজুলেশনেই প্রমাণিত হয় যে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরুদ্ধে আজ একটা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র চলছে। তার বিরুদ্ধে গোটা জাতিকে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়ানোর প্রশ্ন এখন এসেছে এবং ২০০১ সালেই সেই প্রশ্নে ১৪ দল গঠিত হয়েছিল। আমি মনে করি যে এই নির্বাচনের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের জনগণের কাছে আবার নতুন সুযোগ এসেছে সেই চেতনাকে জাগ্রত করার।

মাননীয় স্পিকার, আজ আমি আপনার মাধ্যমে এই পার্লামেন্টের কাছে একটি অনুরোধ, একটি প্রস্তাব রাখতে চাই। সেটা হলো পাকিস্তান পার্লামেন্টে যে রেজুলেশন নেয়া হয়েছে, এই পার্লমেন্টে তার নিন্দা করে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত, প্রস্তাব নেয়া উচিত। একই সঙ্গে আল-কায়দা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে যে বিবৃতি দিয়েছে তারও প্রতিবাদ জানানো উচিত। যদি আমরা এটা জানাতে পারি এবং আমরা যদি এটা

করতে পারি তাহলে এই শত্রুরা, ষড়যন্ত্রকারীরা উপলব্ধি করবে যে বাংলাদেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। অতএব, আল-কায়দা যেন না ভাবে যে এটা পাকিস্তান আফগানিস্তান। এটা বাংলাদেশ, মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে এই দেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে, এটা তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে। সেই কারণে এই সংসদে একটি প্রস্তাব উপস্থাপনের জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি।

মাননীয় স্পিকার, সবাইকে ধন্যবাদ।

৩১-০৩-২০১৪

জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ যতদিন মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ভিত্তিতে অগ্রসর হবে ততদিন পথ হারাবে না

জনাব ফজলে হোসেন বাদশাহ (রাজশাহী-২) : মাননীয় স্পিকার, আপনাকে ধন্যবাদ। গত ২৯ জানুয়ারি দশম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের সূচনায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মো. আবদুল হামিদ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ জাতির সামনে উপস্থাপন করেছেন। এই ভাষণ যদি আমরা পাঠ করি তাহলে মনে হবে এটি একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ। কিন্তু এই কয়েকটি কথার মধ্য দিয়ে তিনি বাংলাদেশকে প্রকৃতপক্ষে তুলে ধরেছেন। আমরা আজকাল রাস্তায় দেখি বিলবোর্ডে লেখা আছে, "বাংলাদেশ পথ হারাবে না"। কিন্তু যারা বিলবোর্ডে লেখেন যে, "বাংলাদেশ পথ হারাবে না", তারা কোন পথে গেলে বাংলাদেশ সঠিক পথে এগোবে, সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছাবে তা কিন্তু তারা উল্লেখ করেন না। যারা লেখেন যে, "বাংলাদেশ পথ হারাবে না" তাদেরকে আমি বলব যে, মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণ একবার পাঠ করুন। দেখবেন যে, কোন পথে এগোলে বাংলাদেশ সঠিক জায়গায় পৌঁছাবে। আমি এই ভাষণে যা পেয়েছি তা হলো, বাংলাদেশের উন্নয়ন এবং অগ্রগতির দর্শন। যে দর্শনের জন্য আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম। সেজন্য এর মধ্যে রয়েছে আমাদের দর্শন এবং যে দৃষ্টিভঙ্গি মুক্তিযুদ্ধে আমরা লালন করেছিলাম সেই দৃষ্টিভঙ্গি এই বক্তব্য প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে একটি সবচেয়ে বড় ঘটনা ঘটেছে, যার কারণে বেগম খালেদা জিয়া আজকে অনেকটা উন্মাদে পরিণত হয়েছেন। সেটা হচ্ছে, অবৈধ ক্ষমতা দখলের পথ কিন্তু বিগত পাঁচ বছরে সরকার বন্ধ করে দিয়েছে এবং এ কথা রাষ্ট্রপতির বক্তব্যে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে কেউ রেহাই পাবে না। অতএব, সেই পথ খুঁজে যাওয়ার কোনো পথ নেই। আমাদের মনে আছে যে, বেগম খালেদা জিয়া হেফাজতকে দিয়ে অবৈধ ক্ষমতা দখলের একটি পথ সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিন্তু যেহেতু সংবিধান সেই পথ বন্ধ করে দিয়েছে সেহেতু বেগম খালেদা জিয়ার সমস্ত ষড়যন্ত্র সেদিন ব্যর্থ হয়েছিল। আজকে আমরা জানি যে, আমাদের মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ জনগণ জীবন দিয়েছিলেন। সেই ত্রিশ লক্ষ জনগণের জীবনদানের পিছনে একটি দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করেছিল। তারমধ্যে ছিল চার মূল নীতি। বিগত পাঁচ বছরে আমরা সেই চার মূল নীতিকে আবার ফিরে পেয়েছি।

অর্থাৎ বাংলাদেশ আবার সঠিক পথ ফিরে পেয়েছে। আবার বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের পথে এগোনোর জন্য যে চার মূল নীতি অনুসরণ করা দরকার তা সংবিধানে পুনঃস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। এটা সম্ভব হওয়ায় আমি ধন্যবাদ জানাই আজকের সরকারকে, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এবং এই সংসদকে। যারা এই মূল নীতিকে পুনঃস্থাপন করেছেন। আজকে সকলে জানেন যে, এই সরকারকে আমরা বলি মহাজোটের সরকার, ১৪ দলের সরকার। এই সরকারকে আমরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সরকার বলে উল্লেখ করি। তার পেছনে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে। এর পিছনে রয়েছে গভীর দেশপ্রেমিকতা। যে দেশপ্রেমিকতার জন্ম দিয়েছেন আমাদের সংসদনেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন যে, বাংলাদেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত একটি সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করা হবে। বাংলাদেশকে একটি জনকল্যাণমূলক দেশে পরিণত করা হবে। বাংলাদেশকে একটি অসম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক দেশে পরিণত করা হবে। ২০২০ সালে যখন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী হবে যখন ২০২১ সালে বাংলাদেশের সুবর্ণ জয়ন্তী পালিত হবে তখন বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে একটি মধ্যম আয়ের রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। তখন বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে একটি মধ্যম আয়ের রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে অর্থাৎ বাংলাদেশের অগ্রগতি তখন পৃথিবীর মানচিত্রে স্পষ্টভাবে দেখা যাবে। এটি হচ্ছে লক্ষ্য, সেই লক্ষ্য আছে বলেই আজকে আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বাস করি তারা বাংলাদেশের অগ্রগতির স্বার্থে আমরা জননেত্রী শেখ হাসিনার পিছনে স্বতস্ফূর্তভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছি এবং ঐক্য থাকবে। যতদিন পর্যন্ত এই আদর্শ ও রাজনীতি আমাদের থাকবে। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হবে, এটাই আমরা কামনা করি। কিছুক্ষণ আগে এক বক্তা বলেছেন যে, বাংলাদেশ এখন আর দুর্ভিক্ষের দেশ নয়। এই দেশে আর মঙ্গা হয় না। এই দেশ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। আরও একটি কথা বলা দরকার। ভারতের নোবেল বিজয়ী বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন, তিনি ভারতের জনগণকে বলেছেন, বাংলাদেশের দিকে তাকিয়ে দেখ বাংলাদেশ সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আজকে ভারতবর্ষের চেয়েও অনেক সূচকে এগিয়ে গেছে। ভারতবর্ষ এবং বিশ্বের এতবড় একজন অর্থনীতিবিদ যখন এ কথা বলেন, তখন আমাদের গর্ববোধ হয়। তখন আমরা বুঝতে পারি আমরা সঠিক পথে আছি, আমরা সঠিক পথে অগ্রসর হচ্ছি এবং সেখানে আমরা দেখতে পাই যে, আমাদের দেশের মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা যেমন একদিকে হয়েছে, আজকে ছিন্নমূল মানুষের আশ্রয় দেয়া হয়েছে, আমাদের ভূমিহীনকে যেমন– খাস জমি বিতরণ করে তাদের ভূমির মালিকে পরিণত করা হচ্ছে। আমাদের দেশের খাদ্য নিরাপত্তা এবং সামাজিক নিরাপত্তার জন্য যখন আমরা টেস্ট রিলিফ দেই, আমরা যখন ভিজিপি দেই, আমরা যখন ভিজিএফ দেই, আমরা যখন বয়স্ক ভাতা দেই, আমরা যখন বিধবা ভাতা দেই, আমরা যখন ওএমএস দেই, আমরা মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা দেই, প্রাকৃতিক দুযোর্গ মোকাবিলায় যখন সাধারণ নিরন্ন মানুষকে খাদ্য সাহায্য করি। তখন আমরা বুঝতে পারি বাংলাদেশে এক ধরনের খাদ্য নিরাপত্তাও সৃষ্টি হয়েছে। সে কারণে আজকে সংসদের কাছে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করতে চাই, সেটি হলো আমি ভারতে গিয়ে দেখেছি,

ভারতের পার্লামেন্ট সেখানে জনগণের খাদ্য নিরাপত্তার জন্য খাদ্য অধিকার আইন পাশ করেছে। আমরা আমাদের দেশের মানুষকে খাদ্যের অধিকার দিয়েছি, নিরাপত্তা দিয়েছি কিন্তু আমাদের আইন নাই। আমি ভারতের বহু সংসদ-সদস্যের কাছে জিজ্ঞাসা করেছি যে, এই আইনের কোনো প্রয়োগ আছে কিনা? আমি শুনেছি ভারতের অনেক রাজ্যে, ভারতে খাদ্য অধিকার আইন পাশ হয়েছে বটে কিন্তু তার প্রয়োগ অনেক রাজ্যে হয় না। কিন্তু আমাদের দেশে খাদ্য নিরাপত্তার, সামাজিক নিরাপত্তার সুনির্দিষ্ট একটি বেষ্টনী গড়ে তোলা হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার, আমি এই সংসদকে অনুরোধ করব আমাদের সামাজিক নিরাপত্তা, খাদ্য নিরাপত্তার স্বার্থে একটি সুনির্দিষ্ট আইন পাশ করা হোক। আমাদের লক্ষ্য যেটি নির্ধারণ করেছি, বাংলাদেশ আগামী দিনে একটি জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র হবে। যদি জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে আমরা পৌঁছাতে চাই, তাহলে তার ভিত্তিতে আইন থাকতে হবে। সে আইনটি যদি আমরা সৃষ্টি না করি, তাহলে আমাদের দিক থেকে এটি ভুল হয়ে যাবে।

মাননীয় স্পিকার, একইভাবে বলতে চাই, আমাদের দেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে। আমরা জানি আমাদের দেশে এখন বিনামূল্যে বই দেয়া হয়। আজকে আমাদের দেশে বিনামূল্যে পড়ার সুযোগ আছে। বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। একইভাবে আমি মনে করি, শিক্ষার অধিকারের প্রশ্নেও আমাদের একটি আইন প্রণয়ন করা দরকার। যেমন, আমাদের দেশে শিক্ষা নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। শিক্ষানীতির ভিত্তিতে শিক্ষার অধিকার যাতে প্রতিটি মানুষের রয়েছে এটা আইনের দ্বারা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যায় তার জন্য একটি আইন প্রণয়ন জরুরি বলে আমি মনে করি।

মাননীয় স্পিকার, এ প্রসঙ্গে আমার অনেক বলার ছিল। সেজন্য আমি একটু অগ্রিম বলে রাখি। সেটা হলো, আমাকে আরও চার মিনিট সময় অতিরিক্ত দেবেন। আমার আরও কিছু কথা বলার আছে।

মাননীয় স্পিকার, এরপর আমি যেটা বলতে চাই সেটা হলো, যে কথাটা না বললে আমার বক্তব্যটা পরিপূর্ণ হবে না। আমি গতকালকে এ প্রসঙ্গে দুই, একটি কথা বলতে চেয়েছি। সেটা হচ্ছে, আমাদের দেশের একজন জননেত্রী বলেছেন যে, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নাকি প্রথম রাষ্ট্রপতি ছিলেন। কিছুদিন আগে তিনি ঝগড়া করতেন যে, তিনি নাকি স্বাধীনতার ঘোষক ছিলেন। এখন আর একটি নতুন কথা বলছেন। আমি তার প্রসঙ্গে একটি কথা বলতে চাই। তার ব্যাপারে আমরা যদি বলি যে, তিনি উন্মাদ হয়ে গেছেন, তাহলে এটা ভুল হবে। আমরা যদি বলি, তিনি অশিক্ষিত। সেটাও ঠিক হবে না। বরং আমি বলতে চাই, তিনি একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে এগুচ্ছেন এবং সেই লক্ষ্যে...

স্পিকার : মাননীয় সদস্য, আপনি তিন মিনিটে শেষ করবেন।

সেই লক্ষ্যটা কী? সেই লক্ষ্যটা তিনি ধাপে ধাপে উচ্চারণ করেছেন। আমরা যখন

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু করলাম, তখন তিনি বললেন যে, মতিউর রহমান নিজামী, গোলাম আযম তারা যুদ্ধাপরাধী না। তারা হচ্ছে, রাজবন্দী। তিনি ওয়াশিংটন পোস্টে বললেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধ স্বীকার করলেন না। তিনি বললেন, আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের জন্য যখন বাংলাদেশের মানুষ একাত্তর সালে আন্দোলন করছিল। অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধকে তিনি মেনে নেননি। এখন তিনি যে কথা বলেছেন, তাতে তার বক্তব্যের সারবস্তু এসে দাঁড়ায়, তিনি '৫২ থেকে শুরু করে '৭১ সাল পর্যন্ত, ভাষাআন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত সমগ্র ইতিহাসটা তিনি অস্বীকার করতে চান অর্থাৎ তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চান। এখনও স্পষ্টভাবে তিনি বিরুদ্ধে দাঁড়াননি। কিন্তু যদি পেছনে শক্তি পেতেন, যদি হেফাজতে ইসলাম, জামায়াতে ইসলাম মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারতো, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের এই সরকার যদি তাদের কোমর না ভেঙে দিত, তাহলে বেগম খালেদা জিয়া নিশ্চয়ই পাকিস্তানের সাথে আবার কনফেডারেশনের দাবি তুলতেন, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই। আজকে সে কারণে আমি মনে করি, তার রাজনীতি খুবই স্পষ্ট এবং পরিষ্কার। তিনি বাংলাদেশকে পাকিস্তান বানাতে চান। তাই আমি প্রাক্তন বিরোধী দলীয় নেত্রীকে বলতে চাই, বেশ কিছুদিন আগে গোলাম আযম একটি পাকিস্তানী পাসপোর্ট জমা দিয়ে জিয়াউর রহমানের কাছে বাংলাদেশের পাসপোর্ট নিয়েছিলেন। আমি বিএনপিকে উপদেশ দিতে চাই, সেই পাকিস্তানী পাসপোর্ট এখনও জমা আছে। সেই পাসপোর্ট এখন বিএনপিকে দিয়ে দেয়া হোক। যাতে ঐ পাসপোর্টে তারা এখনই পাকিস্তানে ফিরে যেতে পারে। তার পথ পরিষ্কার করে দেয়া হোক। এটা আমি অনুরোধ করি।

আমি আর কথা বাড়াতে চাই না। আমার এলাকার তিনটি মূল দাবি রয়েছে। সেটা হচ্ছে, আমার এলাকার মানুষের একটা বড় দুঃখ, আমাদের পদ্মা নদী। আমরা ভারত থেকে পদ্মা নদীর যে পানি পাই, তাকে কাজ লাগাতে পারি না। সেখানে ড্রেজিং করা হয় না। আমার পাশে আমাদের পানিসম্পদ মন্ত্রী রয়েছেন। কিন্তু পাশে বসেও কোনো লাভ হয় না। কারণ, সেটা হচ্ছে সীমান্ত নদী।

সীমান্ত নদীর জন্য ভারতের সাথে আলোচনা করা দরকার। আমরা যদি পদ্মা নদী ড্রেজিং করে নৌ চলাচলের উপযোগী করি, তাহলে ভারতের সাথে বাণিজ্যের সুযোগ বহুগুণ বেড়ে যাবে। সেজন্য আমি অনুরোধ করবো– পদ্মা নদী যেন ...

স্পিকার : এক মিনিটে শেষ করুন, মাননীয় সদস্য।

জনাব ফজলে হোসেন বাদশা : এরপর আর আমি সময় চাইব না।

আমার শেষ কথা। সেটা হলো, আমি বহুদিন ধরে মাননীয় রেলমন্ত্রীকে বার বার বলে আসছি যে, রাজশাহীর সাথে চট্টগ্রামের রেল যোগাযোগ স্থাপন করে দিন। মাত্র চল্লিশ কিলোমিটার। মাত্র ৪০ কি.মি. আব্দুলপুর থেকে রাজশাহী পর্যন্ত যদি মিটার গেজ স্থাপন করা হয়। তাহলে রাজশাহীর মানুষ সরাসরি চট্টগ্রামে যেতে পারবে। আমার মনে হয়, চট্টগ্রামের সংসদ সদস্য এখানে যারা আছেন তারা এটাকে সমর্থন করবেন। তারাও ট্রেনে চড়ে রাজশাহী আসতে চাইবেন। সেই জন্য আমি রেলমন্ত্রীকে বলব, এই বাজেটে

যেন আমার এই দাবি সংযুক্ত করা হয়। আমাদের প্রধানমন্ত্রী রাজশাহীতে দুইটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। একটি হলো কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও অপরটি হলো চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়।

স্পিকার : ধন্যবাদ, মাননীয় সদস্য। আপনাকে ধন্যবাদ।

২৪-০৬-২০১৪

বাজেট আলোচনা

সমতাভিত্তিক অর্থনীতি অনুসরণ করে সামাজিক বৈষম্য কমিয়ে আনতে হবে

জনাব ফজলে হোসেন বাদশা (রাজশাহী-২) : মাননীয় স্পিকার, আপনাকে ধন্যবাদ।

আমাদের সকলের সম্মানিত এবং প্রিয় অর্থমন্ত্রী এ সংসদে ২০১৪-১৫-এর জন্য নতুন বাজেট উপস্থাপন করেছেন। বিগত ৯ম সংসদেও তিনি ৫টি বাজেট উপস্থাপন করেছিলেন। আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাই এবং বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে, যাঁর নেতৃত্বে এ বাজেট সংসদে উপস্থাপিত হয়েছে। বিগত সংসদ এবং এ সংসদ শুরুতেই যে বাজেট উপস্থাপিত হয়েছে, তা বাংলাদেশকে যে পথে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে, সেটি আমরা মুক্তিযুদ্ধের সময়ও একই অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিলাম। অতএব, সেই অঙ্গীকার বাস্তবায়নের পথেই আমরা অগ্রসর হচ্ছি। বাংলাদেশকে পৃথিবীর মানচিত্রে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর জন্য যা করার সেই পথেই আমরা অগ্রসর হচ্ছি, সেজন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। একথা সত্য আমার আগে ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন যে, আমাদের প্রবীণ অর্থমন্ত্রী এবং বাজেটের যে ভাষা ও উপস্থাপনা তাতে দেশের মানুষকে এ বাজেট উদ্দীপ্ত করেছে। দেশে আস্থা সৃষ্টি হয়েছে যে, বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে, বাংলাদেশ আর পিছিয়ে থাকবে না, তারা আগামী দিনে পৃথিবীকে অর্থনৈতিকভাবে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম, সেই আস্থা অর্জন করতে পেরেছেন। আমাদের বিএনপি-জামায়াত, যারা বিরোধীদল ছিলেন, তারা এক সময় আমাদের অর্থমন্ত্রীর বাজেটের ভিতরে কোনো সারবস্তু খুঁজে পান নাই। তারা দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছেন, দেশের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন, দেশের উন্নয়ন যাতে না হয়, তার জন্য যা যা করা দরকার, জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সব কিছুই তারা করেছিলেন। এমনকি, এই সংসদে থাকার পরও সংসদের বাইরে একটি হোটেলে বাজেট পেশ করেছিলেন।

কিন্তু এবার খুব বেশি কথা বলেন নাই। কিন্তু আজকে আমি বাজেট বক্তৃতার আগে একটা কথা স্মরণ করতে চাই যে, বিএনপি এবং বিএনপি-জামায়াত তারা ’৯০ সাল থেকে পাঁচ বছর এবং ২০০১ সাল থেকে পাঁচ বছর, দুই টার্মে তারা ক্ষমতায় ছিলেন। এই এক দশক ক্ষমতায় থাকার মধ্য দিয়ে বিএনপি-জামায়াত তাদের দশটা বাজেটের

মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে কী দিয়েছেন আমি তার একটু নমুনা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই।

বেগম খালেদা জিয়া দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। যদিও ড. হাছান মাহমুদ বার বার বলেছেন যে, খুব উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিরা নাকি বিএনপি-র সরকার পরিচালনা করেছেন। আমার জানা নাই, বেগম খালেদা জিয়া উচ্চ শিক্ষিত কিনা? কিন্তু তিনিই তো দেশ পরিচালনা করেছেন। তিনিই ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। এটা আমাদের মনে রাখা দরকার। আজকে আমি মনে করিয়ে দিতে চাই যে, বিএনপি এই দশ বছরে '৯০ থেকে '৯৫ এবং ২০০১ সাল থেকে পরবর্তী সময় পর্যন্ত কী কী কাজ করেছে। ৫৩টি জুট মিল তারা বন্ধ করেছে, এই উপ-মহাদেশের সবচেয়ে বড় জুট মিল আদমজীসহ। তখন নিজামী বলেছিল যে, আমরা একটা শ্বেতহস্তীর কবর দিয়েছি। আমাদের মনে আছে, বাংলাদেশে ৩০টি টেক্সটাইল মিল বিএনপি সরকার বন্ধ করে দিয়েছিল। দুটো কাগজকল বন্ধ করে দিয়েছিল। পাকশী এবং খুলনার দুটো কাগজকল বন্ধ করে দিয়েছিল। একটি কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি বন্ধ করে দিয়েছিল। দুটো রেশম কারখানা বন্ধ করে দিয়েছিল তারা ক্ষমতায় থাকার সময়। দুটো চিনিকল বন্ধ করে দিয়েছিল। গত নির্বাচনের আগে আপনারা ফিসপ্লেট খোলা দেখেছেন। জামাতের ক্যাডারদের দিয়ে বিএনপি-রা ফিসপ্লেট খুলেছে। বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী থেকেও ফিসপ্লেট খুলেছেন। তার উদাহরণ আমার কাছে আছে। তিনি প্রধানমন্ত্রী থেকে আড়াইশত কিলোমিটার রেলপথ বেগম খালেদা জিয়া তুলে দিয়েছিলেন। বাংলাদেশে কতগুলো রেললাইন, রেলপথ তিনি বন্ধ করে দিয়েছিলেন, তার যদি আমি ফিরিস্তি পড়ি, তাহলে অবাক হয়ে যাবেন। ফেনী, কুলাউড়া, হবিগঞ্জ, শায়েস্তাগঞ্জ, রূপসা, লালমনিরহাট, ভেড়ামারা, ফরিদপুর, কালুখালি এইসমস্ত এলাকার সমস্ত রেলপথ বন্ধ করে দিয়ে বাংলাদেশের রেল ব্যবস্থাকে তিনি ধ্বংস করেছিলেন। শুধু সেখানেই তারা ক্ষান্ত ছিলেন না। তারা বিদ্যুৎ ধ্বংস করে গিয়েছেন। আপনারা জানেন, আমাদের সকলের প্রিয় কৃষিমন্ত্রী সকাল বেলা বলেছেন যে, খাম্বা পোতা হয়েছিল কিন্তু বিদ্যুৎ আসে নাই। বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকেও তারা ধ্বংস করেছিলেন দশ বছর ক্ষমতায় থেকে।

তারা কৃষককে সার দিতে পারেন নাই। সকালে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেছেন, তারা সার দিতে পারেন নাই কিন্তু ১৭ জন কৃষকের জীবন নিয়েছেন। বিদ্যুৎ দিতে পারেন নাই কিন্তু কানসাটে ২০ জন কৃষক বিদ্যুতের দাবিতে গেলে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। আজকে আমরা বলতে চাই, শুধু তাই নয়, ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, উনার মনে থাকার কথা যে, চট্টগ্রাম বন্দরকেও তারা বিদেশিদের হাতে তুলে দেয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন। তাহলে আজ বুঝেন, দশ বছরে তারা কী উন্নয়ন করেছেন যে, আজ তারা নতুন করে ক্ষমতায় আসার স্বপ্ন দেখছেন? আমি একটা কথা বলতে চাই, আজকে প্রায়ই খবরের কাগজে দেখি যে, তাঁর ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব প্রায়ই বলেন যে, সংলাপ শুরু করুন। আমি আজকে বলতে চাই যে, সংলাপ শুরু হবে যখন পদ্মা সেতুতে আবার রেল যোগাযোগ পুনঃস্থাপিত হবে অর্থাৎ পদ্মা সেতু সম্পন্ন হবে। তা দিয়ে দক্ষিণ বঙ্গের

মানুষ চলাচল শুরু করবে, তারপর সংলাপের প্রশ্ন আসতে পারে। অর্থাৎ অগ্রগতির একটি জায়গায় গিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলতে পারি। তার আগে আপনাদের সাথে কথা বলা প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। আপনারা অপেক্ষা করতে থাকেন। পদ্মা তীরে বসে অপেক্ষা করতে থাকেন, পদ্মা সেতুর কাজ কবে শেষ হয়। তারপর আপনাদের সাথে সংলাপের প্রশ্ন মানাবে। কারণ এই পদ্মা সেতু বন্ধ করার জন্য আপনারা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলেন। আপনারা বিশ্বব্যাংকের কাছে বলেছেন, বাইরে বলেছেন এবং আমরা দুর্নীতি করেছি বলেছেন কিন্তু প্রমাণ করতে পারেন নাই। আজকে আপনারাই মঙ্গা সৃষ্টি করেছিলেন, দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেছিলেন, ভাতের বদলে আপনারা বলেছিলেন আলু খেয়ে থাকার জন্য। অর্থাৎ খাদ্য সংকট আপনারা সৃষ্টি করেছিলেন। এখন বাংলাদেশ পাল্টে গেছে। আজকে দুধ-ভাত খেয়ে মানুষ আত্মতৃপ্তি পাচ্ছে। এখন আর জঙ্গিবাদ নাই, এখন আর বাংলা ভাই তৈরি করতে পারবেন না। এখন যদি বেগম খালেদা জিয়া দুই একটা বাংলা ভাই তৈরি করে বাংলার মানুষ গণপিটুনি দিয়ে ইংরেজি ভাইয়ে পরিণত করে দিবে এতে কোনো সন্দেহ নাই। আজকে আমি বলতে চাই, জামায়াতের সাথে আপনাদের যতদিন প্রেম থাকবে ততদিন আপনাদেরকে গণতান্ত্রিক শক্তি হিসেবে গণ্য করার কোনো কারণ নাই। জঙ্গিবাদের সাথে জোট বেঁধে বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করবেন তা হতে পারে না। নির্বাচনের পর বাংলাদেশের মানুষ হাফ ছেড়ে বেঁচেছে। এখন বাংলাদেশে শান্তি বিরাজ করছে।

মাননীয় স্পিকার, বাজেট প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই। মাননীয় অর্থমন্ত্রী দারিদ্র্য প্রবণতার পরিস্থিতি তুলে ধরেছেন। বাজেটের পরিপূরক অন্য একটি পুস্তকে তিনি তুলে ধরেছেন। তাতে দেখা যায়, বাংলাদেশের মধ্যে আঞ্চলিক বৈষম্য রয়েছে এবং কিছু এলাকায় দারিদ্র্য প্রবণতা বেশি, কিছু এলাকায় দারিদ্র্য প্রবণতা কম। অতএব যে সকল এলাকায় দারিদ্র্য প্রবণতা বেশি সেটা চিহ্নিত করা গেছে এবং সেটা হচ্ছে বরিশাল এলাকা। তারপর, রাজশাহী, নতুন রংপুর বিভাগ। আমি অর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ করব, যে সমস্ত এলাকায় দারিদ্র্য প্রবণতা বেশি, যদিও সেখানে মঙ্গা নেই, খাদ্যের অভাব নেই, কিন্তু সেখানে কর্মসংস্থানের সমস্যা রয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য নতুন কর্মসূচি নেয়া দরকার। মাননীয় অর্থমন্ত্রী পুনঃবিবেচনা করবেন যে, দারিদ্র্য প্রবণ এলাকায় কিভাবে শিল্প গড়ে তোলা যায়, কিভাবে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। আজকে মাননীয় অর্থমন্ত্রী হত-দরিদ্র মানুষের কথা বলেছেন, এই জন্য তাকে আমি ধন্যবাদ জানাই। সেখানে দলিত মানুষের কথা, হরিজনের কথা, বেদের কথা, হিজড়াদের কথা, এমনকি পার্বত্য চট্টগ্রামের নৃ-তাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠী আদিবাসী তাদের জন্য পৃথক বাজেট দেয়া হয়েছে। সেই বাজেটের পরিমাণও কম নয়। কিন্তু আমি একটি কথা বলতে চাই। সেটি হচ্ছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসীদের একটি সংখ্যা রয়েছে। তারচেয়ে বেশি আদিবাসী সংখ্যা রয়েছে সমতলে অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে এবং তারাই হচ্ছে দুই-তৃতীয়াংশ। কিন্তু তাদের জন্য রয়েছে মাত্র ১৬ কোটি টাকা বরাদ্দ। পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য রয়েছে ৭৩৫ কোটি টাকা। এটি একটি বিরাট বৈষম্য। আমি মনে করি এই বৈষম্যের অবসান হওয়া

দরকার। এই বৈষম্যের অবসানের জন্য সমতলের আদিবাসীদের জন্য ১৬ কোটি টাকার পরিবর্তে এবার অন্তত এই বাজেটে ১০০ কোটি টাকার থোক বরাদ্দ দেয়ার জন্য আমি বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

মাননীয় স্পিকার, কৃষি প্রসঙ্গে আমি একটি কথা বলতে চাই। সেটি হচ্ছে– আমি খুব কষ্ট পাই, আমি রাজশাহীর সন্তান, আমরা যখন খবরের কাগজের পাতায় দেখি যে, ফরমালিন ব্যবহার করার কারণে পুলিশ ট্রাককে ট্রাক আম বুলডোজার দিয়ে নষ্ট করে দিচ্ছে। এই ফরমালিন আম বাগানে কী করে গেল? এর একটি উত্তর থাকতে হবে। যারা খাদ্যে ফরমালিন মিশায় তাদের বিরুদ্ধে আমরা কী ব্যবস্থা গ্রহণ করি? দুটো প্রশ্নেরই উত্তর আমাদের থাকতে হবে।

স্পিকার : মাননীয় সদস্য দুই মিনিট বলুন।

জনাব ফজলে হোসেন বাদশা : আমি মনে করি কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করণের জন্য আমাদের নতুন ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে হবে। সে ক্ষেত্রে আমি মনে করি আজকে যদি রেল ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়, রেল নিয়ে অনেক প্রস্তাব আছে, রেল ব্যবস্থার যদি উন্নয়ন হয় তাহলে কৃষক তার উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করণের সুযোগ পাবে এবং আমরা ফরমালিনের হাত থেকে রক্ষা পাব। তাছাড়া কৃষকরা যাতে বাজারে আসতে পারে সে ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণের আমাদের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

মাননীয় স্পিকার, আমি আরও একটি প্রসঙ্গে বলতে চাই। আমাদের রেল ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই জন্য আমি রেলমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার যে, এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের বহু জায়গায় রেল যোগাযোগ নেই, এক বিভাগের সাথে আর এক বিভাগের রেল যোগাযোগ নেই। আমি সেই জন্য মনে করি রেল উন্নয়নের মহাপরিকল্পনার মধ্যে এই বিষয়টি রাখা দরকার যেন প্রত্যেক জেলা ও বিভাগের মধ্যে রেল যোগাযোগ স্থাপন করা যায়। আমি সেজন্য একটি প্রস্তাব দিতে চাই। রাজশাহীতে শুধুমাত্র ৪২ কিলোমিটার পথ যদি মিক্সড গেজ করা যায় তাহলে দেখা যাবে রাজশাহীর সাথে সরাসরি চট্টগ্রামের এবং সিলেটের রেল যোগাযোগ হতে পারে। দিনাজপুর থেকে চট্টগ্রাম এমনকি সমুদ্র সৈকত পর্যন্ত দিনাজপুরের মানুষ এই ট্রেনে করে পৌঁছে যেতে পারে। উত্তরবঙ্গের মানুষ সমুদ্র কম দেখেছে। হয়ত স্কুল-কলেজের ছাত্ররা পিকনিক করার জন্য সেই সমুদ্র সৈকতেও যেতে পারে।

স্পিকার : এক মিনিটে শেষ করুন।

জনাব ফজলে হোসেন বাদশা : রাজশাহীর কয়েকটি কথা আছে, মাননীয় স্পিকার। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা দুটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন রাজশাহীর জনগণের জন্য। একটি হচ্ছে রাজশাহীতে একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হবে। আর একটি চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয় হবে। তাঁর এই প্রতিশ্রুটি দুটি এই বাজেটের ভিতর অন্তর্ভুক্ত করা দরকার এবং এটি যদি অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাহলে রাজশাহী পূর্ণাঙ্গভাবেই একটি

শিক্ষানগরীতে পরিণত হতে পারে। আমি মনে করি এটি বাস্তবায়ন প্রয়োজন। আর একটু বলেই আমি কথা শেষ করব, রাজশাহীর সিল্ক হারিয়ে যাচ্ছে। রাজশাহীর রেশম কারখানা না খুললে রাজশাহী সিল্ক আপনারা পাবেন না–

স্পিকার : ধন্যবাদ, মাননীয় সদস্য।

০১-০৯-২০১৪

দৃষ্টি আকর্ষণ

বিচিত্রা তিথির ওপর পাশবিক নির্যাতন

জনাব ফজলে হোসেন বাদশা (রাজশাহী-২) : মাননীয় স্পিকার, আমাদের সৌভাগ্য যে এই সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সংসদে উপস্থিত রয়েছেন।

মাননীয় স্পিকার, আমি আপনাকে একটু স্মরণ করতে বলছি যে এ বছরের ৬ এপ্রিল একটা অনুষ্ঠানে আপনি প্রধান অতিথি ছিলেন। সেই অনুষ্ঠানে কয়েকজন ব্যক্তিকে বিশেষ পুরস্কার দেয়া হয়েছিল। সেখানে কয়েকজন মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। আমাদের ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ সাহেব ছিলেন, জনাব তাজুল ইসলাম সাহেব ছিলেন। এছাড়া আরও অনেক গুণী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান সাহেবও ছিলেন। সেখানে একজন মুক্তিযোদ্ধাকে, একজন শিল্পীকে বিভিন্ন গুণী ব্যক্তিকে যথাযথভাবে পুরস্কৃত করা হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রধান অতিথি ছিলেন। সেখানে একজন নারীকেও বিশেষ সমাজকর্মের জন্য একটা বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। সেই নারীর নাম বিচিত্রা তিথি।

মাননীয় স্পিকার, আপনি কি খেয়াল করেছেন? গত দুই সপ্তাহ যাবত পত্রপত্রিকাতে এই বিচিত্রা তিথি সম্পর্কে লেখা হচ্ছে। তাঁর বিষয় সম্পত্তি ভূমিদস্যুরা দখল করে নেওয়ার জন্য তাঁর বাড়িতে তাঁর ওপর হামলা চালিয়েছে এবং তাঁকে ধর্ষণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। যে চাঁপাই নবাবগঞ্জের গোমস্তাপুরে এই ঘটনা ঘটেছে, আমরা কয়েকজন সংসদ সদস্য বিচিত্রা তিথিকে হাসপাতাল থেকে তাঁর বাড়িতে গতকাল পৌঁছে দিয়েছি। কিন্তু এখনো পর্যন্ত অপরাধীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। সমাজে বিশেষ অবদানের জন্য যাকে আপনি নিজের হাতে ক্রেস্ট তুলে দিয়েছেন। এই বিচিত্রা তিথি কিন্তু সাধারণ মহিলা নয়, সে জনপ্রতিনিধি। জনগণের দ্বারা নির্বাচিত ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্য। অথচ আজকে দেখা যাচ্ছে সে ধর্ষিত হয়ে নির্যাতিত হয়ে তাঁর ভূমি থেকে উচ্ছেদ হতে চলেছে। কিন্তু তাঁর নিরাপত্তা বিধান এখনো পর্যন্ত হয়নি। আমরা এখানে কয়েকজন সংসদ সদস্য রয়েছি, আমরা বেশ কয়েকজন সংসদ সদস্য বিচিত্রা তিথির বাড়িতে গিয়েছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রধান অতিথি থেকে যাকে পুরস্কৃত করেছেন সে যদি বাংলাদেশে ধর্ষিত হয়, তাহলে বাংলাদেশের কোন মানুষের নিরাপত্তা থাকবে? সেটাই আজকে এই সংসদে আমার জিজ্ঞাসা। আমি এ ব্যাপারে এই সংসদের কাছে একটি সদুত্তর প্রত্যাশা করছি।

মাননীয় স্পিকার, আপনাকে ধন্যবাদ।

প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে মুক্তিকামী ফিলিস্তিনী জনগণের সঙ্গে বাংলাদেশ ছিল, আছে এবং থাকবে

প্রস্তাব (সাধারণ)-এর ওপর আলোচনা

জনাব ফজলে হোসেন বাদশা (রাজশাহী-২) : মাননীয় স্পিকার, আপনাকে ধন্যবাদ।

আমি ধন্যবাদ জানাই মাননীয় সংসদ-সদস্য শেখ ফজলুল করিম সেলিমকে। তাঁর এই প্রস্তাব উত্থাপনের প্রেক্ষিতে আমরা দুটো কথা বলার সুযোগ পেয়েছি।

আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই যে, বাংলাদেশ এমন একটি রাষ্ট্র, যার কেবিনেটে সর্বপ্রথম ইসরাইলের নিন্দা করে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল এবং আজকে পার্লামেন্টে এ বিষয়ে আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা বিশ্বের রাজনীতিতে ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ানোর একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চলেছি। এটি নিশ্চয়ই বিশ্ববিবেকের কাছে অভিনন্দনযোগ্য হবে বলে আমি মনে করি।

সাম্রাজ্যবাদীরা অনেক পাপ করে। সেই পাপের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে ইসরাইল। ১৯৪৮ সালে তারা ইসরাইল প্রতিষ্ঠিত করার পর থেকে প্যালেস্টাইনিরা তাদের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করে আসছে। তাদের এই স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি কোনো মমতাবোধ পশ্চিমা দুনিয়ার কাছ থেকে আমরা দেখিনি। আর জাতিসংঘ কয়েকদিন আগে এমন এক নাটক করলো, যে নাটকের কোনো রাজনৈতিক অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। সে নাটকটি কী? ২০১২ সালে বললো যে, প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রটি হচ্ছে পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র এবং প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসকে এটুকু স্বীকৃতি দেয়া হলো যে– ভবিষ্যতে প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার একটি সম্ভাবনার স্বীকৃতি দেয়া হলো। জাতিসংঘের এত বড় প্রতারণা আর হতে পারে না! কখনোই প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন একক মুসলমানদের ছিল না। জর্জ হামাসের কথা আমাদের মনে আছে। জেরুজালেমের ক্রিশ্চিয়ান কমিউনিটি ইসরাইল রাষ্ট্রকে মেনে নেয়নি। তারা ফিলিস্তিনী জনগণের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করেছিল। এজন্য ইয়াসির আরাফাতও ধর্মনিরপেক্ষ একটি প্রগতিশীল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। এখানেই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রোশ। তারা বাংলাদেশের মতো অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রকে মেনে নিতে চায় না। এটাই হচ্ছে রাজনীতি। আজকে আমি এ প্রস্তাবের সাথে ঐক্যমত পোষণ করে কয়েকটি দাবি উত্থাপন করতে চাই।

আট বছর ধরে ইসরাইল একক সিদ্ধান্তে প্যালেস্টাইনের ওপর অবরোধ করে রেখেছে। এর বিরুদ্ধে কোনো কথা উচ্চারিত হতে দেখি না জাতিসংঘ থেকে। আমরা এর নিন্দা জানাই। অবরোধ তুলে নিতে হবে প্যালেস্টাইনের ওপর থেকে। এটা আমাদের বাংলাদেশের পক্ষ থেকে দাবি। গাজা এলাকায় এবং জেরুজালেমে সমুদ্রবন্দর ও

বিমানবন্দর করার অধিকার তাদেরকে দিতে হবে; যদি ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্ম সনদ জাতিসংঘ মেনে নিয়ে থাকে।

আমি আরেকটি দাবি করতে চাই, সেটি হলো, ইহুদি বসতি বন্ধ করতে হবে। আজকের যুদ্ধের মূল কথা হচ্ছে এই। আর কয়েকদিন পর প্যালেস্টাইনে নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। এই নির্বাচন একটি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। পিএলও-র সঙ্গে হামাসের একটি ঐক্য-প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া চলছে। যদি সেই ঐক্য-প্রতিষ্ঠিত হতো, তাহলে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সমগ্র প্যালেস্টাইনের জনগণ ঐক্যবদ্ধ হতে পারতো। আজকে ইহুদিরা এটি বুঝতে পেরেছে। পশ্চিমা দুনিয়া বুঝতে পেরেছে। বাকি সাম্রাজ্য বুঝতে পেরেছে। তাই প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন রাষ্ট্রে যাতে পরিণত না হতে পারে ফিলিস্তিন, সেজন্য তার বিরুদ্ধে এই হামলা।

স্পিকার : মাইক দিন।

১ মিনিট।

আমরা বলতে চাই যে, বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ করে জন্ম গ্রহণ করেছে। আমরা অন্য দেশের মুক্তিযুদ্ধকে সম্মান দেখাতে চাই। আমরা ফিলিস্তিনী জনগণের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই, সম্মান জানাই এবং তাদেরকে সমর্থন জানাই।

সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

১৭-০৯-২০১৪

ষোড়শ সংশোধনী বিল বিচারপতি অভিশংসন

বিলের দফাওয়ারী সংশোধন

জনাব ফজলে হোসেন বাদশা (রাজশাহী-২) : মাননীয় স্পিকার, আপনাকে ধন্যবাদ। পঞ্চদশ সংশোধনী যখন পাস হয় তখন ওয়ার্কার্স পার্টি '৭২-এর সংবিধানে ফিরে যাওয়ার প্রস্তাব করেছিল। অতএব, নীতিগতভাবে সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনীর পক্ষেই আমরা রয়েছি। আজকে আমাদের সবার মনে আছে যে, নবম সংসদের মাননীয় স্পিকারের একটি রুলিংয়ের বিষয়ে একজন বিচারপতি বলেছিলেন, 'তাদের হাত অনেক লম্বা, সেটা সংসদের উপরে।' এটা কেন বলেছিলেন? বলেছিলেন এই কারণেই যে, তারা প্রকৃতপক্ষে জনগণের কাছে তারা দায়বদ্ধ কিনা তা সংবিধানের দ্বারা স্পষ্ট ছিল না। আমরা সবাই জানি যে, স্বৈরাচারি একজন সামরিক শাসক সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল করে বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থাকে পকেটস্থ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা তিনি খর্ব করেছিলেন। '৭২-এর সংবিধানে আমরা আজকে যখন ফিরে যাচ্ছি তখনই বলা যায় যে, সংসদ এই বিষয়ে একমাত্র ক্ষমতার অধিকারী।

স্পিকার : মাননীয় সদস্য ১ মিনিটের মধ্যে শেষ করুন।

তখন আমরা বলতে পারি এখনই কেবলমাত্র বিচার ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা অর্জন করতে

চলেছে। আমি মনে করি, আজকের এ বিষয়টি বিবেচনারযোগ্য। আমি আরেকটি কথা বলতে চাই, '৭২-এর সংবিধানের অনেক সংবিধান বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন কথা বলছেন। অনেক বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ৭ই মার্চের ভাষণও ভুলে গেছেন। তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। এখনও আমরা যাঁরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে রয়েছি, তাঁরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষে লড়াই করছি, জননেত্রী শেখ হাসিনা যে লড়াইয়ের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আমরা নিশ্চয়ই '৭২-এর সংবিধানকে সমুন্নত করে সেই লক্ষ্য অর্জন করতে সমর্থ হবো, এটি আমি বিশ্বাস করি।

স্পিকার : মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়েছে, আপনি ১মিনিটে শেষ করুন।

জনাব ফজলে হোসেন বাদশা : আমি একটি কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। আমরা যে সংশোধনী এনেছি, আপনারা জানেন আমাদের বিচারকদের তাদের সার্টিফিকেট জাল ধরা পড়ে। অনেক বিচারক বিচার ব্যবস্থার বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছেন, তারা রায় লিখতে পারেন না বলে, এটি এমন একটি দুরাবস্থা আজকে বিচার ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে, এটি হলো বাস্তব সত্য। তাই আজকে আমি বলতে চাই, আমরা যে প্রস্তাব করেছি, যে সংযোজনীর প্রস্তাব করেছি, সেটি হলো "একই সঙ্গে সংসদ বিচারক নিয়োগের নীতিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবেন" এই কথাটি যাতে দফা ৩-এর শেষে সংযোজিত হয় এই প্রস্তাব আমরা এই সংসদের সামনে উপস্থাপন করেছি। আশা করি, এটি সংযোজন হবে।

স্পিকার : ধন্যবাদ, মাননীয় সদস্য।

দৃষ্টি আকর্ষণ

দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে জামাত-বিএনপি ও মৌলবাদী ষড়যন্ত্র প্রসঙ্গে

জনাব ফজলে হোসেন বাদশা (রাজশাহী-২) : ধন্যবাদ, মাননীয় স্পিকার।

মাননীয় স্পিকার, বক্তৃতা অনেক দূর এগিয়েছে। তাই আমি আর লম্বা বক্তব্য দিব না। আমি বক্তব্য শুরু করতে চাই এই বলে, এটা স্পষ্ট, পরিষ্কার এবং দিনের আলোর মত স্বচ্ছ যে বেগম খালেদা জিয়া ৩০টি খুনের আসামি। যেটি ইতোমধ্যেই এখানে মাননীয় সদস্যগণ তাঁদের বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন। আমি মনে করি, এখনই এই মুহূর্তে বেগম খালেদা জিয়াকে ৩০টি খুনের আসামি করে তাদেরকে দমন কার্যক্রম শুরু করা হউক। আজকে বেগম খালেদা জিয়া মনে করেছিলেন, শহিদ মিনারে আক্রমণ করে, স্কুলে আক্রমণ করে নির্বাচন থামাতে পারবেন। মুক্তিযোদ্ধাদের বাড়িতে আক্রমণ করে ৫ জানুয়ারির নির্বাচন থামানোর চেষ্টা করা চেয়েছিল। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। এটা নির্বাচন বিরোধী আন্দোলন ছিল না। নির্বাচন প্রতিহতের আন্দোলন ছিল না। নির্বাচন প্রতিহতের সঙ্গে ৪৮টি শহিদ মিনার ভাঙার কোনো কারণ থাকতে পারে না। এটা হচ্ছে বাংলাদেশকে উল্টো দিকে নিয়ে যাওয়া। পাকিস্তানের দিকে নিয়ে যাওয়া। এটা শুরু হয়েছে অনেক আগে। সেটা '৯০-এর গণঅভ্যুত্থান। '৯০-এর গণঅভ্যুত্থানে বেগম খালেদা জিয়া ষড়যন্ত্র করে, পাকিস্তানের সাথে ষড়যন্ত্র করে এবং কিছু আরব দেশের সাথে ষড়যন্ত্র করে সেই গণঅভ্যুত্থান হাইজ্যাক করে সেদিন ক্ষমতায় গিয়েছিলেন। সেদিন বলেছিলেন যে তারা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হয়েছেন, এটা সত্য নয়।

আমার মনে পড়ছে মিশরের তাহরীর স্কোয়ারের কথা। তাহরীর স্কোয়ারের যে গণঅভ্যুত্থান, মিশরের জনগণের যে গণতন্ত্রের সংগ্রাম সেই সংগ্রামও কিন্তু ব্রাদারহুড হাইজ্যাক কেরছিল। হাইজ্যাক করার পর যখন সামরিক শাসন আবার ফিরে আসল এবং ব্রাদারহুডকে অপসারণ করা হলো তখন একজন মিশরীয় খবরের কাগজে লিখেছেন যে, আমরা পিছিয়ে গেছি কিন্তু পরাজিত হইনি। অর্থাৎ ব্রাদারহুড চলে গেছে। এর থেকে আমরা রক্ষা পেয়েছি কিন্তু সামরিক শাসকরা এসেছে। এজন্য পরাজিত হয়েছি। কিন্তু একটি কথা আমি আজকে বলতে চাই, বাংলাদেশ এমন একটি জায়গা যে জাগয়াগতে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করে এদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছি। বাংলাদেশের মানুষ একদিনের জন্য হলেও গণতন্ত্রের সুবাতাস গ্রহণ করেছে।

আজকে বেগম খালেদা জিয়াকে বলতে চাই যে, আমরা পিছাবও না আমরা পরাজিতও হবো না। আমরা মক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে যে অগ্রযাত্রা শুরু করেছি তাতে আমরা এগিয়ে যাব এবং আমরা বিজয় লাভ করবো, সেটা আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি।

আমাদের আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে বলা হয়েছে উর্দি খুলে আস। ২০ দল বলছে, জামায়াত বলছে, বিএনপি বলছে উর্দি খুলে আস। তার অর্থটা কী? এর অর্থ হচ্ছে, আস আমরা গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হই। আমরা জানি তোমাদের উর্দি আছে। সেটা বেগম খালেদা জিয়ার শাড়িতে ঢাকা। যখন কাদের মোল্লার ফাঁসি হয় তখন পাকিস্তানের পার্লামেন্ট থেকে বলেছে পাকিস্তানের সাচ্ছা সৈনিক। আমি বলি তোমার পাকিস্তানের পোশাক খুলে আস। আমরা দেখিয়ে দিতে চাই। আমরা তোমাদেরকে মোকাবেলা করতে চাই। '৭১-এ আমরা তোমাদেরকে পরাজিত করেছি। তোমরা পাকিস্তানের উর্দি লুকিয়ে রাখলেও তোমরা শতবার আমাদের সাথে লড়াই করলেও তোমাদেরকে আমরা পরাজিত করতে পারবো। অতএব, উর্দি খোলার কথা বলে যতই হুমকি দেখাক ঢাকা শহর কেন বাংলাদেশে যদি একটি বোমাও বিস্ফোরিত হয় তাহলে আমাদের আইন-শৃংখলা বাহিনীকে আরও কঠোর থেকে কঠোরতম উদ্যোগ নিতে হবে তাদেরকে স্তব্ধ করার জন্য। এ ব্যাপারে কোনো ছাড় দেয়ার কোনো অবকাশ আছে বলে আমি মনে করি না।

মাননীয় স্পিকার, আজকে অনেকে অনেক আলোচনা করেছেন। সেই আলোচনা থেকে একটি সার-সংক্ষেপে আসতে চাই যে, মাননীয় স্পিকার এমনকি সংসদও অনেক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। যে ঘরে বসে দেশ চালানোর সিদ্ধান্ত নেয় তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য। আমরা সে পথেও এগুতে পারি। কারণ, এখন পর্যন্ত দেশে গণতন্ত্র বহাল রয়েছে। গণতান্ত্রিকভাবে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার আমাদের আছে।

সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মাননীয় স্পিকার, আপনাকে ধন্যবাদ।

০১-০৩-২০১৫

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা

রাজশাহী তথা উত্তরবঙ্গ থেকে চট্টগ্রাম বন্দর পর্যন্ত সরাসরি ট্রেন যোগাযোগ, রাজশাহীতে কৃষি ও চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয় এবং উত্তরবঙ্গে সমতলের আদিবাসীদের জন্য সরকারি বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবি

জনাব ফজলে হোসেন বাদশা (রাজশাহী-২) : মাননীয় স্পিকার, আপনাকে ধন্যবাদ। আজকে আমরা এখানে দাঁড়িয়েছি মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপরে ধন্যবাদ জানানোর জন্য। কিন্তু যে সময় আমরা পার করছি, এখানে এসে সংক্ষেপে আমি একটি কথা বলব যে, মহামান্য রাষ্ট্রপতি যে দিকদর্শন তুলে ধরেছেন সে প্রসঙ্গে এখানে অনেকে কথা বলেছেন। আমাদের জননেতা তোফায়েল সাহেবসহ আরও অনেকে বাংলাদেশের অগ্রগতির সূচক সম্পর্কে অনেক কথা উপস্থাপন করেছেন। এই পার্লামেন্টে যদি বাংলাদেশের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা নাও হয় তবুও পৃথিবীতে বাংলাদেশের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হবে। তার প্রমাণ সেদিন অমর্ত্য সেনকে দিয়ে যা বলানোর চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু অমর্ত্য সেন বাংলাদেশের পক্ষে বলেছেন।

অমর্ত্য সেন যখন বলেছেন যে, 'গণতন্ত্র নিয়ে অনেক বিতর্ক থাকতে পারে কিন্তু উন্নয়ন নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই।' অতএব, বাংলাদেশ যে উন্নয়নের পথে চলছে সেই পথই সঠিক পথ। এ কথাই তিনি সেদিন স্পষ্ট করে উল্লেখ করে বাংলাদেশের অবস্থান পরিষ্কার করে দিয়েছেন। আমি আজকে যে কথা না বললে আমার বক্তব্য দেওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না। সে কথা হচ্ছে– সেদিন আমি আমার এলাকায় গিয়েছিলাম। ঢাকার বার্ন ইউনিটের কথা সবাই জানেন। কিন্তু আমার এলাকাতেও একটি বার্ন ইউনিট আছে। সেই বার্ন ইউনিটে আছিয়া নামের একটি শিশু অগ্নিদগ্ধ হয়ে চিকিৎস্যারত রয়েছেন। আমি তাকে দেখেছি, সেই শিশুটি পৃথিবীর কিছুই দেখেনি। শুধু পৃথিবীতে এসে মাতৃ দুগ্ধের সাধ হয়তো ঐ শিশুটি পেয়েছে। আর পেয়েছে বেগম খালেদা জিয়ার পেট্রোল বোমার আঘাতের সাধ। ঐটুকু বাচ্চাকেও অগ্নিদগ্ধ করা হয়েছে।

আমার এই উপলব্ধি জন্মেছে যে, বেগম খালেদা জিয়া এ সংবাদ নিশ্চয়ই জানেন মায়ের কোলে থাকা একটি শিশুও আগুনে দগ্ধ হয়েছে। তিনি সমবেদনা জানাতে পারেন নাই। অতএব বাংলাদেশের মানুষের ওপর তার কোনো বেদনাবোধ আছে বলে আমি মনে করি না। এদেশের মানুষকে যিনি ভালোবাসেন না; তার ঠাঁই কোনো দিন বাংলাদেশে হবে না; বাংলাদেশের মানুষ এটি ভালোভাবে উপলব্ধি করে। তার একটি প্রমাণ আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। আমার বাড়ি থেকে প্রায় ২ কিলোমিটার দূরে একটি ট্রাকে আগুন দেয়া হয়। পেট্রোল বোমার আগুনে শহিদুল নামে ট্রাকের একজন হেলপার অগ্নিদগ্ধ হয়ে হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে মারা যায়। আমি রাতের বেলায় লাশ নিয়ে যখন তার গ্রামের বাড়ি যাই তখন তার বাড়ির অবস্থা আমি দেখতে পাই। তার ছেলে-মেয়ের কান্না আমি দেখেছি। তার স্ত্রীর ক্রন্দন আমি দেখেছি। আমরা কী খাব; কিভাবে বেঁচে থাকবো– এই আর্তনাদ তারা করছে। আমি সেই রাতে ফিরে আসি। আমি সকালে আবার যাই জানাজা নামাজ পড়ার জন্য। খুব সকালে জানাজা নামাজে আমরা ধারণা ছিল না একজন দরিদ্র মানুষ যিনি খালি পায়ে হাঁটেন, কোদাল নিয়ে ট্রাকের পেছনে বসে থাকে, তেমন একজন মানুষের জানাজা নামাজে এত লোক হতে পারে। সেই গরিব মানুষের জানাজা নামাজে হাজার হাজার লোকের সমাগম দেখে আমি অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে, বাংলাদেশে আজ ধীরে ধীরে একটি গণজাগরণের বীজ বপন হচ্ছে। এটা এক সময় ফেটে পড়বে। এটা বেগম জিয়ার কবর রচনা করবে। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে। গত বৃহস্পতিবার থেকে আমি মানসিকভাবে বিক্ষুব্ধ। যখন আমি দেখলাম যে এবারের বইমেলাতে অভিজিত নামের একজন মুক্তমনা মানুষকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে; যার পিতা অজয় রায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক। তখন আমার হুমায়ুন আজাদের কথা মনে হলো। আমার আরও অনেকের কথা মনে হয়েছে। আমার প্রিয় শিক্ষক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউনুসের কথা মনে হয়েছে; তাকেও কুপিয়ে মারা হয়েছিলো। আমার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেকজন অধ্যাপক ড. তাহেরকেও কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। আজকের খবরের কাগজেই আছে গত ১৪ মাসে ১২ জনকে এভাবে গোপনে হত্যা করা হয়েছে। আমরা

পেট্রোল বোমার আঘাতে মৃত্যু দেখেছি কিন্তু আততায়ীর আঘাতের মৃত্যুগুলোর হিসাব রাখছি না। গোপনভাবে জঙ্গিবাদ কাজ করছে। এই জঙ্গিবাদ সৃষ্টি হয়েছিল বহু আগে বেগম খালেদা জিয়া এবং জামাত যখন ক্ষমতায় ছিল। আমরা ৬৩ জেলায় বোমা হামলা দেখেছি। আমি আমার এলাকার কথা বলতে পারি; সেখানে যখন জেএমবির উত্থান হয়েছিল; বাংলা ভাইয়ের উত্থান হয়েছিল তখন আমরা দেখেছি সেই সমস্ত দৃশ্য। আমরা পুলিশের কাছে গিয়েছি, তাদের সঙ্গে কথা বলেছি, তারা কোনো উত্তর দিতে পারে নাই। আমরা পুলিশের কাছ থেকে এই ইঙ্গিত পেয়েছি যে তারা কিছুই করতে পারবে না। তারা আকার ইঙ্গিতে বলেছিল– এই সমস্ত জঙ্গি-তৎপরতা চলছে হাওয়া ভবন থেকে। আমরা এ কথা সরকারি কর্মকর্তাদের মুখ থেকেই শুনেছিলাম। সেই কর্মকর্তারা এখনো চাকরিতে আছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে এখনও তার উত্তর পাওয়া যাবে। আজকে আমরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটেছে যার আঘাতে গত বৃহস্পতিবার অভিজিতকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে।

এই জঙ্গিবাদের জন্মদাতা আর কেউই নয়, বিএনপি এবং জামায়াত বেগম খালেদা জিয়া ও মতিউর রহমান নিজামী। আজকে আমি একটি কথা বলতে চাই যে, আজকে অনেক রকম জঙ্গিবাদী সংগঠনের কথা বলা হচ্ছে। আনসারউল্লাহ, জেএমবি, আল্লার দল, আলকায়দা, তালেবান সমস্ত কিছুর নেতৃত্ব দিচ্ছে জামায়াত এবং বিএনপি অন্য কেউ না। জামায়াত এবং বিএনপির ছাতার নীচে সমস্ত জঙ্গিবাদী দলগুলো আজকে আশ্রয় নিয়েছে। আজকে যদি বলি যে, ওসামা বিন লাদেন-কে সেনা ছাউনির পাশে Abbottabad-এর সেভ হোমে আশ্রয় দেয়া হয়েছিল। সেখানে তিনি নির্বিঘ্নে ছিলেন। আজকে ওসামা বিন লাদেনকে যুক্তরাষ্ট্র সেখানে গুলি করে হত্যা করেছে। আমি অভিজিত এর হত্যার পর যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য তদন্তের দায়িত্ব নিতে তারা নাকি আগ্রহ প্রকাশ করেছে। আমি বলবো কোথাও তদন্তের প্রয়োজন নেই। কোথাও গোয়েন্দা পাঠানোর দরকার নেই। ঐ গুলশানের বিএনপির যে কার্যালয় রয়েছে, সেখানে গোয়েন্দা পাঠালেই বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের নেটওয়ার্কের খবর পাওয়া যাবে। এটি পরিষ্কারভাবে আমাদের উপলব্ধি করা দরকার। আজকে আমি আরেকটি কথা বলতে চাই। অনেকে গণতন্ত্রের জন্য হাহাকার করছেন। যারা গণতন্ত্রের জন্য হাহাকার করেন, বাংলাদেশে গণতন্ত্র বিপন্ন বলে বার বার কথা তোলেন তারাই আবার টেলিফোনে অসাংবিধানিক সরকার আনার জন্য তোষামোদ করেন। আবার এমন নেতা, আর এক দলের নেতাকে বলছেন আমার মিছিলে কিছু লোক পাঠালে আমার শক্তিটি বড় দেখাবে। এটি কত বড় লজ্জার কথা। এর চেয়ে বড় ষড়যন্ত্র আর কী হতে পারে? অতএব, তারা মুখে গণতন্ত্রের কথা বললেও তারা আসলে চান একটি অসাংবিধানিক সরকার এবং ওয়ান ইলেভেন যা চেয়েছিলেন তারই পুনঃবাস্তবায়নের ষড়যন্ত্রে তারা লিপ্ত হয়েছেন। অতএব, আমাদেরকে এই কথা স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে কিন্তু আজকে এই কথা অনেকেই যারা উপলব্ধি করে না। আজকে অনেক দলকে আমরা দেখি যে তারা উভয় পক্ষকে গালাগালি করেন। তারা বলেন যে, পেট্রোল বোমার দায় নাকি সরকারেরও রয়েছে। আবার তারা হালকাভাবে এ

সন্ত্রাস সহিংসতারও সমালোচনা করেন। মধ্যপন্থার কিছু রাজনৈতিক দল আছে। এই মধ্যপন্থার রাজনৈতিক দল সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমার পুরনো একটি ইতিহাসের কথা মনে পড়ে যায়। যেটি বিখ্যাত ইতিহাস। সেটি হলো পলাশির যুদ্ধ। পলাশির যুদ্ধে লর্ড ক্লাইভের বিরুদ্ধে যখন সিরাজ-উদ-দৌল্লা যুদ্ধ করছিলেন তখন মীরজাফর আরও কিছু সেনাপতি চুপচাপ দাঁড়িয়ে বন্ধুক নিয়ে তারা দর্শকের ভূমিকা পালন করেছিলেন। সেদিন সেই পলাশির যুদ্ধে সিরাজ-উদ-দৌল্লার পরাজয় হয়েছিল। বাংলার স্বাধীনতা অস্তমিত হয়েছিল। কিন্তু যারা সেই মধ্যপন্থা অবলম্বন করে তারা বাংলার নবাব সাজার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তারা পরবর্তীতে লর্ড ক্লাইভের চাকরে পরিণত হয়েছিলেন। তাদের এই ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়া দরকার। অতএব, আজকে আমাদের সেই উপলব্ধি থাকা দরকার। আমি মনে করি আজকে সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গিবাদ তারই উৎস কেন্দ্র হচ্ছে, এই বেগম খালেদা জিয়া এবং জামায়াতে ইসলাম। আজকে আমরা জানি যে, এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছি। ৫ জানুয়ারি নির্বাচন নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। আমি বেশি কথা বলতে চাই না। আমি একটি কথাই শুধুমাত্র বলতে চাই যে, ৫ জানুয়ারির নির্বাচন তারা প্রতিহত করার ডাক দিয়েছিলেন। কত শতাংশ ভোট পড়েছে এটি আমাদের কাছে বড় নয়। আমাদের কাছে বড় হচ্ছে যে, এই নির্বাচন আমরা করতে পেরেছি।

এই নির্বাচনের ফলে সাংবিধানিক এবং গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধের ধারা রক্ষিত হয়েছে। আমরা যদি নির্বাচন করতে না পারতাম, তাহলে কারা ক্ষমতায় যেত তা আমরা সহজেই উপলব্ধি করি।

মাননীয় স্পিকার, আমাকে দুই মিনিট সময় বাড়িয়ে দিবেন।

আজ আমি এই কথা বলে ৫ জানুয়ারির নির্বাচনকে মূল্যায়ন করতে চাই। স্বাধীনতার পর যত নির্বাচন হয়েছে, ৫ জানুয়ারির নির্বাচন সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ নির্বাচন বলে আমি মনে করি এবং সেটাই আমি উল্লেখ করতে চাই। আমি কথা না বাড়িয়ে শেষ করতে চাই।

সেটা হচ্ছে, আমার এলাকার কিছু দাবি, কিছু সমস্যা আছে। একটি দাবি আমি সব সময় এই পার্লামেন্টে...

ডেপুটি স্পিকার : মাননীয় সদস্য, দুই মিনিট বলুন।

জনাব ফজলে হোসেন বাদশা : খুব ছোট এই বাংলাদেশ। সেই বাংলাদেশে আমরা একটা এলাকা থেকে আর একটা এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন। আমার মনে হয়, মাননীয় স্পিকার, তিনি গাইবান্ধার মানুষ। আমি তাঁকে বলতে চাই যে, আজ উত্তরবঙ্গ থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত সরাসরি ট্রেন চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে। এই দাবি বার বার আমি এই পার্লামেন্টে তুলেছি। এত উন্নয়ন হয়েছে এই সরকারের আমলে কিন্তু আজ বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্র বন্দরের সাথে উত্তরাঞ্চলের সরাসরি কোনো যোগাযোগ ব্যবস্থা নাই। এই যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে। এই দাবি আজ আমি এই পার্লামেন্টে পুনরায় উত্থাপন করলাম।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কথা দিয়েছিলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন রাজশাহীতে আরও দুটো

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের। একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিষয়টি দ্রুত বাস্তবায়ন হবে– এই প্রত্যাশা আমি ব্যক্ত করতে চাই। পরিশেষে, উত্তরের হতদরিদ্র মানুষের আর একটি কথা বলে শেষ করতে চাই। সেটা হলো, উত্তরবঙ্গে সমতলে বাংলাদেশের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ আদিবাসী বসবাস করে। তাদের জন্য মাত্র ১৬ কোটি টাকা থোক বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। আর পার্বত্য চট্টগ্রামে ৭৬৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এটা একটা বৈষম্য। এই বৈষম্যের অবসান দাবি করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

ধন্যবাদ, মাননীয় স্পিকার।

১৮-০৬-২০১৫

বাজেট আলোচনা

রাজশাহীর মানুষের প্রাণের দাবি

সোনা মসজিদ থেকে ঢাকা পর্যন্ত চার লেন জাতীয় সড়ক নির্মাণ এবং রাজশাহীর সঙ্গে পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোর আন্তঃজেলা রেল যোগাযোগ স্থাপন

জনাব ফজলে হোসেন বাদশা (রাজশাহী-২): মাননীয় স্পিকার, ১৫ মিনিটের মধ্যে বক্তব্য শেষ করা সম্ভব হবে না। দয়া করে আমাকে একটু সময় বাড়িয়ে দিবেন।

স্পিকার : মাননীয় সদস্য আপনি চিফ হুইপের সাথে সময় নির্ধারণ করবেন। সময় স্পিকার নির্ধারণ করেন না। আপনি ২০ মিনিটের মধ্যে শেষ করুন।

জনাব ফজলে হোসেন বাদশা : মাননীয় স্পিকার, আপনাকে ধন্যবাদ ।

মাননীয় স্পিকার, আমরা বাংলাদেশের আগামী ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বাজেট নিয়ে আলোচনা করছি। এ বাজেট সম্পর্কে আমি প্রথমেই মন্তব্য করতে চাই, যেটি বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার একটি প্রতীক হিসেবে এখানে উপস্থাপিত হয়েছে। এই অগ্রযাত্রা শুধু অর্থনীতির ক্ষেত্রে নয়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, যে রাজনীতি হচ্ছে, জামায়াত-বিএনপির চক্রান্তের রাজনীতি, জঙ্গিবাদের রাজনীতি, তাকে পরাস্ত করার অগ্রগতিও এই অর্থনৈতিক অগ্রগতির মধ্যে দিয়ে ঘটেছে। আমরা ২০২১ সালে এটিকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার কথা বলছি, অন্যদিকে সেই ২০২১ সালে বাংলাদেশ অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক এবং মুক্তিযুদ্ধের ধারার বাংলাদেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে, এটাই আমরা কামনা করি। এই বাজেটের মধ্যে তারই একটি প্রতিচ্ছবি আমরা দেখছি, এটি সম্ভব হয়েছে, আমাদের দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে যার নেতৃত্বে এই অগ্রযাত্রা এগিয়ে চলেছে, আমি বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির পক্ষ থেকে এই কথা স্পষ্ট করে আজকে সংসদে বলতে চাই, এই পথে জননেত্রী শেখ হাসিনা যতদিন পর্যন্ত তিনি সংগ্রাম এবং অগ্রগতি চালিয়ে যাবেন, আমাদের বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি জননেত্রী শেখ হাসিনাকে সমর্থন দিবে, তাদের পাশে থাকবে এবং পাশে থেকে লড়াই চালিয়ে যাবে।

আমাদের মাননীয় কৃষিমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাতে হয়। আমাদের কৃষিমন্ত্রী দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন। সেক্ষেত্রে আমি বলতে চাই যে, এটা আমাদের দেশের একটা অত্যন্ত বড় সাফল্য। আমরা কিছুদিন আগে ২০০৮ সালে আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার আগে আমরা ভিক্ষুকের মত বিদেশের বাজারে বাজারে ঘুরেছি খাদ্য আমদানির জন্য। এখন আমাদের দেশ খাদ্য রপ্তানির দেশে পরিণত হয়েছে। এটা একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যে বাংলাদেশ খাদ্য রপ্তানি করছে। আমি এজন্য আমাদের কৃষিমন্ত্রী এবং আমাদের সরকার এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানাই যে, আজ আমাদের দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু আবার এর মধ্যেও আমরা দেখলাম যে, অবাধে খাদ্য আমদানির একটা সুযোগ দেয়া হলো। অবাধে খাদ্য আমদানির ফলে আমরা যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছি এবং আমরা যে খাদ্য রপ্তানির রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছি সেটা কিন্তু প্রশ্নবিদ্ধ হলো। আমি এবং আমরা মনে করি যে, আমাদের খাদ্য রপ্তানি করার সময় এখনও আসে নাই। বরং আমাদের যে উদ্বৃত্ত খাদ্য, এটা হতদরিদ্র মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা, হতদরিদ্র মানুষের নিরাপত্তা কর্মসূচি, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সেখানে কাজে লাগিয়ে নিরাপত্তা কর্মসূচির পরিধি বৃদ্ধি করা উচিত। এজন্য আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ করবো, এই বিষয়ে তিনি যেন দৃষ্টি রাখেন এবং আমি সরকারের প্রতি অনুরোধ করবো, তারা যেন দৃষ্টি রাখেন। আমি দীর্ঘদিন যাবত একটি বিষয়ে অনুরোধ করে যাচ্ছি যে, আমাদের কৃষকরা অনেক ক্ষেত্রেই সমস্যার মুখোমুখি হন। আমরা জানি, আমাদের দেশে শ্রম আদালত আছে। আমি বলেছি, কৃষকরা যখন ঋণ কিংবা বিভিন্ন রকম ভেজাল বীজ, সারে প্রতারিত হয়, তখন তাদের প্রতিকারের জন্য একটি আদালত প্রতিষ্ঠা করা দরকার। আমি আজকে আবারও ঐ কৃষি আদালতের দাবি এই সংসদে উপস্থাপন করছি। আমাদের অর্থমন্ত্রী একসময় বলেছিলেন যে, তিনি কৃষকদের জন্য কৃষি বীমা চালু করবেন। কিন্তু এখন পর্যন্তও কৃষি বীমা চালু হয় নাই। তাই আমি অনুরোধ করছি যে, কৃষি বীমা চালু করার যে প্রতিশ্রুতি আমাদের ছিল, সেটাকে আমাদের এখনি বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। তাহলে কৃষকরা বিভিন্নভাবে যে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, সেই ক্ষতি তারা পুষিয়ে নিতে পারবে। আমরা জানি যে, বিগত বছরগুলোতে জামাত বিএনপির জঙ্গিবাদী সহিংস রাজনীতির কারণে কৃষকরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেই কৃষকদেরকে আজকে সহায়তা করা দরকার। তাদের বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনা দেওয়া দরকার এবং সুদমুক্ত কৃষিঋণ দিয়ে কৃষকদের সেই ক্ষতিপূরণ করার জন্য ক্ষতিপূরণ দেয়ার সুযোগ আছে বলে আমি মনে করি। সাথে সাথে আমি বলতে চাই কৃষকরা ফসল উৎপাদন করে ফসলের ন্যায্য মূল্য পায় না দুইটি কারণে। সরকার ন্যায্য মূল্যে যে কৃষিপণ্য ক্রয় করে, সেই ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রকৃত কৃষকদের কাছ থেকে যাতে কৃষিপণ্য ক্রয় যথাযথ হয়, এ ব্যাপারে সরকারকে আরও বেশি খেয়াল রাখা দরকার। সাথে সাথে আমি বলতে চাই, কৃষিপণ্য বাজারজাত করণের পথ উন্মুক্ত করার জন্য কৃষকদের ব্যাপকভাবে সহায়তা করার প্রয়োজন রয়েছে বলে আমি মনে করি।

এই সরকারের সবচেয়ে বড় সাফল্য হলো, আমাদের দেশের নারীরা অনেক অগ্রগতির

পথে এগিয়ে গেছে। আমাদের এই বাজেটে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আগামী ২০২১ সালের মধ্যে এ দেশের ৫০ ভাগ নারী, তারা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত হবে এবং যদি আগামী ২০২১ সালের মধ্যে দেশের ৫০ ভাগ নারী দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত হতে পারে তাহলে বাংলাদেশের চেহারা পাল্টে যেতে বাধ্য। আমি মনে করি, ২০২১ সালে আমরা মধ্যম আয়ের দেশে নয়, যদি ৫০ ভাগ নারীও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত হয় তাহলে এটা একটা বিরাট অর্থনৈতিক সাফল্য হবে।

আমাদের সরকার নারীদেরকে বাংলাদেশের রাষ্ট্র এবং তার অগ্রগতির সাথে যুক্ত করেছে, এটা নারীদের প্রতি সম্মান ও মর্যাদার একটি দৃষ্টান্ত। এখানে বাংলাদেশই হচ্ছে সেই রাষ্ট্র, যে রাষ্ট্রে পুরুষ এবং নারীর মধ্যে একটি সমতা গড়ে উঠেছে। এটা গোটা বিশ্বকে আজকে হতবাক করে দিয়েছে, বাংলাদেশেই এটা সম্ভব হয়েছে। ভারতের অমর্ত্য সেন বাংলাদেশের নারীদের অগ্রগতি দেখে তিনি নিজে মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছেন, 'ভারতের চাইতেও বাংলাদেশের নারীরা অনেক ক্ষেত্রে এগিয়ে রয়েছে।' অতএব, আজকে এটা আমাদের বিরাট সাফল্য। এই সাফল্য আমি মনে করি, বাংলাদেশের জন্য দৃষ্টান্ত হতে পারে। আমাদের বাজেটে সেই সুসংবাদ রয়েছে। শিশু বাজেট যেটা, সেই বাজেটে কী আছে সেটা বড় কথা নয়। কিন্তু শিশুরাও এই দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে। অতএব তাদের অধিকারকে যে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে তার জন্য আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। শিশু বাজেট একদিন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে, এটা আমি প্রত্যাশা করি। আমি একটু হতাশা ব্যক্ত করতে চাই, শিক্ষা ক্ষেত্রে। শিক্ষা ক্ষেত্রে বাজেট কিছুটা হ্রাস করা হয়েছে। আমাদের এই মুহূর্তে শিক্ষা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন আছে। এখন এই মুহূর্তে শিক্ষা ক্ষেত্রে বাজেট হ্রাস করা যুক্তিযুক্ত হবে বলে আমি মনে করি না। শিক্ষা ক্ষেত্রে আরও বেশি বিনিয়োগ এই কারণে প্রয়োজন যে, শিক্ষকরা উপযুক্ত মর্যাদা পাচ্ছেন না। আমাদের শিক্ষকরা যে আয় করেন, তাদের যে বেতন ভাতা রয়েছে, সেটা বৈষম্যমূলক। শিক্ষকরা যদি পর্যাপ্ত আয় করতে না পারে, তাহলে তাদের পেশায় তারা মনোযোগী হবে না। আজকাল আমরা দেখি, শিক্ষকরা গভর্মেন্ট স্কুলে চাকরি করেন এবং আবার তারা বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে সময় ব্যয় করেন। কারণ, এর জন্য শিক্ষকদেরকে দায়ী করা যায় না। তারা অর্থের জন্যই এটা করে থাকেন। ফলে শিক্ষকদের জন্য পৃথক বেতন কাঠামো এবং সরকারি ও বেসরকারি অভিন্ন বেতন কাঠামো দেয়া দরকার। সে কারণে শিক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ করা দরকার এবং এক্ষেত্রে ব্যয় সংকোচন সমীচীন হবে বলে আমি মনে করি না। মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি। স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বরাদ্দ কমেছে এটাও দুঃখজনক। আমরা দেখি আমাদের দেশে বেশির ভাগ মানুষই অসুস্থ হলে বিদেশে চিকিৎসার জন্য আগ্রহ দেখায়। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিদেশের দিকে তাকানোর পরিবর্তন হওয়া দরকার। কিছু দিন আগেও ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তিনি যখন অসুস্থ হলেন, তখন তিনি দিল্লীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসা করলেন। কিন্তু আমাদের দেশে আমরা যারা সংসদ-সদস্য

আমাদের বুকে ব্যথা হলেও আমরা কিন্তু বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের দিকে যাই। এই সংস্কৃতির পরিবর্তন করে আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থার যদি উন্নয়ন ঘটাতে না পারি, তাহলে এই সংস্কৃতির পরিবর্তন হবে না। সেজন্য আমি অনুরোধ করি, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে আরও বরাদ্দ করা দরকার। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে শুধু বরাদ্দ বৃদ্ধি করলে চলবে না, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে এক শ্রেণীর মানুষ বসে আছেন, তারা গোটা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার যে শৃঙ্খলা, সেই শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে প্রতিকূলতা করে যাচ্ছেন, সেই প্রতিকূলতা দূর করা দরকার। সমস্ত ভালো ডাক্তার ঢাকায় থাকবে, বাইরে কোনো ডাক্তার থাকবে না, এটা হতে পারে না। অতএব এই শৃঙ্খলা স্বাস্থ্য খাতে ফিরিয়ে আনা দরকার এবং স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা দরকার বলে আমি মনে করি। আজকে বাজেটে আমি দেখলাম, ১৫ লক্ষ যুবককে দক্ষ শ্রমশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

মাননীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে আমি জানতে চাই যে, এই ১৫ লক্ষ যুবককে যে দক্ষ শ্রমশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা হবে, বাংলাদেশে কোথায় তাদের কর্মসংস্থান হবে? সেটি বাজেটে সুনির্দিষ্ট করা হয়নি। যেহেতু এটি সুনির্দিষ্ট করা হয়নি, তাই আমি মনে করি অতি দ্রুত এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার এবং এটি সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন যে, সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কোথায় তাদের কর্মসংস্থান হবে। কেননা, কর্মসংস্থান ছাড়া দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব না।

মাননীয় স্পিকার, আমি আর একটি প্রসঙ্গে বলব। সেটি হচ্ছে নৃ-তাত্ত্বিক জাতি-গোষ্ঠী সম্পর্কে অর্থাৎ আদিবাসী সম্পর্কে। গত ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের বাজেটে ২০ লক্ষ আদিবাসীর জন্য মাত্র ১৬ কোটি টাকা থোক বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল। আমরা মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে বলেছিলাম যে, ২০ লক্ষ মানুষের জন্য মাত্র ১৬ কোটি টাকা দেয়া হলো, এটি পরিবর্তন করে তাদেরকে ১০০ কোটি টাকা থোক বরাদ্দ দেয়া হোক। এবার আমরা আশা করেছিলাম যে ১০০ কোটি টাকা থোক বরাদ্দ দেয়া হবে। কিন্তু আমরা দেখলাম যে, এবার দেয়া হয়েছে ২০ কোটি টাকা। ২০ লক্ষ মানুষের জন্য যদি ২০ কোটি টাকা দেয়া হয় তাহলে জনপ্রতি ১০০ টাকা করে পড়ে। ১০০ টাকায় একজন মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কী পরিবর্তন হবে? অতএব, সে ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে, এটি আমাদের বিবেচনার মধ্যে রাখা দরকার।

মাননীয় স্পিকার, আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি এই জন্য যে, হিজরা, বেদে, হরিজনদের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, এটি ইতিবাচক। আমরা অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাস করি। বাজেট হচ্ছে একটি রাজনীতি। অতএব, বাজেট যখন আমরা করব, তখন আদিবাসীদের জন্য যেমন বরাদ্দ থাকবে, যেমন ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য বরাদ্দ থাকবে, তেমন অন্যান্য ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের জন্য আমাদের বরাদ্দ থাকা উচিত এবং অর্থনৈতিকভাবে অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে পারি বাজেটে তাহলেই কেবলমাত্র আমরা অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ এবং মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারব। আমি আশা করি, মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই বিষয়টি বিবেচনা করবেন।

মাননীয় স্পিকার, আমি এবার অল্প কথায় আমার জেলার কিছু কথা বলব। আজকে আমাদের রেলপথ মন্ত্রী এখানে অনুপস্থিত। এখানে আমাদের বাণিজ্য মন্ত্রী রয়েছেন,

মাননীয় শিল্পমন্ত্রী রয়েছেন। আমি তাঁদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি গত ৩টি বাজেট বক্তৃতায় একটি প্রশ্ন এনেছিলাম যে, উত্তরবঙ্গের সঙ্গে কোনো সমুদ্র বন্দরের যোগাযোগ নেই। আমরা চট্টগ্রামের সাথে উত্তরবঙ্গের রেল যোগাযোগ চাই। এই রেল যোগাযোগ যদি না হয়, তাহলে উত্তরবঙ্গে শিল্পায়ন সম্ভব না। আমরা বলেছিলাম আন্তঃজেলা রেল যোগাযোগ হওয়া দরকার। রাজশাহী থেকে ইচ্ছা করলে আমি ট্রেনে চেপে বগুড়া যেতে পারি না, আমি পাবনা যেতে পারি না কিংবা দিনাজপুর যেতে পারি না, কিংবা রংপুর যেতে পারি না কিংবা অন্য কোথাও যেতে পারি না। আর আন্তঃজেলা রেল যোগাযোগ যদি স্থাপিত না হয় তাহলে সড়কের ওপর চাপ কমবে না এবং যানজট কোনোদিন কমতে পারে না। আবার এখন আমরা ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, যে কানেকটিভিটি করছি, সেটি তো সড়ক পথে। অতএব, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে রেলপথকে সম্প্রসারণ করতে হবে এবং আমি আশা করি মাননীয় রেলপথ মন্ত্রী এ ব্যাপারে গুরুত্ব দিবেন। গত ৩ বছর যাবত আমি বলছি মাত্র ৪২ কিলোমিটার রেলপথ যদি ডুয়েলগেজ করা হয় তাহলে রাজশাহী থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হবে এবং উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলার জনগণ, তারা সমুদ্র সৈকতে পৌঁছতে পারবে। উত্তরবঙ্গের মানুষের সমুদ্র সৈকতে পৌঁছাতে এখন অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়। কিন্তু এই ৪২ কিলোমিটার রেল লাইন মিক্সডগেজ অর্থাৎ ব্রডগেজের ওপর মিটারগেজ স্থাপন করার কাজ এখন পর্যন্ত বাস্তবায়ন হলো না। এটি দুঃখজনক। এটি বার বার বলছি, আজকের বাজেট বক্তৃতায় আবার উপস্থাপন করলাম। রাজশাহী থেকে আব্দুলপুর পর্যন্ত এই ৪২ কিলোমিটার যদি মিক্সডগেজ স্থাপন করা হয় তাহলে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে চট্টগ্রামের রেল যোগাযোগ সম্পন্ন হবে। এবং এটা দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ করছি। আজকে উত্তরবঙ্গে সবচেয়ে বেশি আলু উৎপাদন হয় রংপুর এবং রাজশাহীতে। এ দুই বিভাগে যে আলু উৎপাদন হয় তা সংরক্ষণের অভাবে বেশির ভাগই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এ আলুগুলো কোল্ড স্টোরেজ করতে পারলে নষ্ট হতো না। এখানে পর্যাপ্ত কোল্ড স্টোরেজ নেই। তাই রাজশাহী এবং রংপুরে পর্যাপ্ত কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণের দাবি জানাচ্ছি।

মাননীয় স্পিকার, উত্তরবঙ্গে সৈয়দপুর এবং রাজশাহীতে দুটি বিমান বন্দর রয়েছে। এ দুটি বিমান বন্দর যদি আন্তর্জাতিক মানের হতো তাহলে কার্গো বিমানের মাধ্যমে আমরা আলু রপ্তানি করতে পারতাম। তাতে একদিকে যেমন বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হতো অন্যদিকে কৃষকরা তাদের উৎপাাদিত আলুর প্রকৃত মূল্য পেত। দীর্ঘদিন ধরে আমরা এ দাবি পার্লামেন্টে উপস্থাপন করছি। আমরা আশা করছি, আমাদের এ দাবি বাস্তবায়ন করা হবে।

মাননীয় স্পিকার, আমাদের রাজশাহীকে সিল্ক সিটি বলা হয়। কিন্তু রেশম কারখানা বন্ধ। তাই আমি এই পার্লামেন্টের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি রাজশাহী এবং ঠাকুরগাঁও-এর রেশম ফ্যাক্টরিগুলো অনতিবিলম্বে চালু করার জন্য দাবি জানাচ্ছি।

মাননীয় স্পিকার, চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ক্যাবিনেটে সিদ্ধান্ত হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাজশাহীতে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। রাজশাহীতে চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য আমি পুনরায় দাবি জানাচ্ছি।

মাননীয় স্পিকার, সোনা মসজিদ থেকে ঢাকা পর্যন্ত এই দীর্ঘ সড়কটি বঙ্গবন্ধু সেতুর উপর দিয়ে ফোর লেন রোড করার জন্য আমি দাবি জানাচ্ছি। কারণ এটা করা না হলে এ পথের যানজটের সমাধান কখনোই হবে না। আজ পদ্মা তীরের মানুষজন তীব্র সংকটের মধ্যে রয়েছে। পদ্মা তীরে রাজশাহী শহররক্ষা বাঁধ নির্মাণ করে রাজশাহীর মানুষকে রক্ষা করার জন্য আমি দাবি জানাচ্ছি। রাজশাহীতে আইটি ভিলেজ এবং বিকেএসপি স্থাপনের যে পরিকল্পনা রয়েছে, সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য জোর দাবি জানাচ্ছি।

মাননীয় স্পিকার, আপনাকে ধন্যবাদ। সবাইকে ধন্যবাদ।

০৮-০৭-২০১৫

বাংলাদেশের সার্বিক অগ্রগতির তুলনায় 'আপনারা পাকিস্তান তো '৭১ সালেই থেকে গেছেন!'

প্রস্তাব (সাধারণ)-এর ওপর আলোচনা

জনাব ফজলে হোসেন বাদশা (রাজশাহী-২) : আপনাকে ধন্যবাদ, মাননীয় স্পিকার।

মাননীয় স্পিকার, আজকে এ মহান সংসদে মাননীয় সংসদ-সদস্য জনাব আব্দুর রাজ্জাক যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন, আমি সেই প্রস্তাবের সমর্থনে দু-একটি কথা বলতে চাই। আজকে বাংলাদেশ নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। এটা অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে আমরা দেখেছি কিভাবে আমরা অর্জন করেছি? কিন্তু একটি কথা আমাদের মনে রাখা দরকার যে, রাজনৈতিক লক্ষ্য না থাকলে অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জন করা যায় না। এই সরকার ২০০৮ সালের পর থেকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন, বাংলাদেশকে একটি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। তার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমাদের এই অগ্রগতি। নিঃসন্দেহে এই অগ্রগতি এবং স্বীকৃতির পিছনে যার অবদান যার নেতৃত্ব যার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি তিনি হচ্ছেন, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর শক্তিশালী এবং সার্থক নেতৃত্বেই আজকে আমরা এই লক্ষ্য অর্জন করতে পেরেছি। আমার কাছে অত্যন্ত বিস্ময় লাগে, আমাদের দেশের জাতীয় মাথাপিছু আয় ১৩১৪ মার্কিন ডলার। এটায় আমি নিজেই বিস্মিত হয়ে যাই।

মাননীয় স্পিকার, মাত্র কয়েকদিন আগে পাকিস্তানের একজন রাজনীতিবিদ বাংলাদেশে এসেছিলেন এবং তাঁর সাথে আমার দেখা হয়েছিল। তাঁর সাথে অনেক আলাপচারিতার মধ্যে তাঁকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, বাংলাদেশ কেমন দেখলেন? আমি তাঁকে আরও জিজ্ঞেস করলাম, আপনি সঙ্গে করে ডলার নিয়ে এসেছেন না পাকিস্তানী রুপি নিয়ে

এসেছেন। তিনি বললেন যে, আমি রুপি নিয়ে এসেছি। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম ১০০ রুপিতে বাংলাদেশের কত টাকা পেলেন। তিনি বললেন, ৭১ টাকা পেলাম। তাঁর সাথে আমার সুসম্পর্কের কারণে আমি তাঁকে মস্করা করে বললাম, 'আপনারা পাকিস্তান তো তা হলে সেই '৭১ সালেই থেকে গেছেন।' আপনাদের কোনো অগ্রগতি হয়নি।

মাননীয় স্পিকার, আমরা দেখলাম বাংলাদেশ আজকে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আজকের বাস্তবতা হচ্ছে, বাংলাদেশের জনগণ ও সুযোগ্য নেতৃত্বে দেশ সামনের দিকে এগিয়েছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত বাংলাদেশ সম্পর্কে যারা নেতিবাচক কথা বলত তারা এখন আর নেতিবাচক কথা বলে না। আমাদের এই সাফল্যের পিছনে আমাদের দেশের কৃষক, দেশের গার্মেন্টস কর্মী, শিল্পপতি, বিদেশে কর্মরত আমার শ্রমিকদের অবদান বেশি। তাদের পরিশ্রম, দেশপ্রেম ইত্যাদির জন্য আমাদের এই অগ্রগতি হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার, আমরা আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকে একটি কথা স্মরণ রাখতে চাই, আমাদের মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে হবে। আমাদের নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে থাকলে চলবে না। সেজন্য ২০২১ সালের মধ্যে আমরা মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার সংকল্প করেছি। সেই সংকল্প যদি আমাদের অর্জন করতে হয় তা হলে আমাদের মনে রাখতে হবে, মানবসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে। মানবসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিতে হলে আজকে সমাজে মানুষে মানুষে যে ধন-বৈষম্য রয়েছে সেখানে সমতা ও সামঞ্জস্য আনয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। রপ্তানি ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে আমাদের স্থিতিশীলতা রক্ষা করতে হবে।

আমাদের রপ্তানি ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা রক্ষা করতে হবে। আমরা যদি এটা রক্ষা করতে পারি, নিশ্চয়ই ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে পারবো। আমাদের সুযোগ্য নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা, তাঁর শক্তিশালী জাতীয় নেতৃত্বে আমরা সেই লক্ষ্য অর্জন করে, আমাদের সম্পর্কে যারা বলেছিল যে আমরা bottomless basket, তাদেরকে আমরা দেখিয়ে দেবো, বাংলাদেশ . . .।

স্পিকার : ধন্যবাদ, মাননীয় সদস্য।

১২-১১-২০১৫

দৃষ্টি আকর্ষণ

শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি ও প্রশ্নপত্র ফাঁস প্রসঙ্গে

জনাব ফজলে হোসেন বাদশা (রাজশাহী-২) : মাননীয় স্পিকার, আপনাকে ধন্যবাদ।

আমার পাশে একজন মাননীয় সংসদ-সদস্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন তুলেছেন। এই বিষয়টি এখানে আলোচনা হওয়ার আগে আমি ব্যক্তিগতভাবে মাননীয় মন্ত্রীকে লবিতে জিজ্ঞেস করার চেষ্টা করেছিলাম। বিষয়টি আসলে অস্পষ্ট বলে আমার কাছে মনে হয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থায় অনেক সমস্যা আছে। এমনও ঘটনা আছে টেলিভিশনে

লাইভ অনুষ্ঠানে একজন ছাত্র দাঁড়িয়ে বলল, আমরা পরীক্ষার আগে প্রশ্ন পেয়েছি। আমি জিজ্ঞেস করলাম এই প্রশ্ন কি সবাই পেয়েছে? সেখানে প্রায় ৪০০ ছাত্র দাঁড়িয়ে বলল যে, হ্যাঁ আমরা সবাই প্রশ্ন পেয়েছি।

আমরা কিন্তু হতবাক হয়েছি। আমরা কিন্তু তার জন্য মাননীয় মন্ত্রীকে অভিযোগ করি নাই। আমার প্রশ্ন হচ্ছে– আমাদের যে ইন্টারভিউ বোর্ড করা হয়, সেই বোর্ডে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিনিধি থাকেন, একজন ডিজির প্রতিনিধি থাকেন, একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি থাকেন। আর সংসদ-সদস্য অথবা সভাপতি একজন বসে থাকেন। প্রিন্সিপ্যালের কোনো ক্ষমতা থাকে না। তাহলে যদি দুর্নীতি হয়ে থাকে, সেই দুর্নীতির সাথে অবশ্যই মন্ত্রণালয় যে প্রতিনিধিদের পাঠান, তারাও তো যুক্ত থাকেন। আমার প্রশ্নটি হচ্ছে, পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা অবশ্যই স্বচ্ছ হতে হবে। শিক্ষক নিয়োগ আমরা দুর্নীতিমুক্ত চাই। এ ব্যাপারে আমরা জোর গলায় বলতে পারি এবং এটা জোর করে বলতে পারি আমাদের নির্বাচনী এলাকাতে যে, আমরা শিক্ষকদের নিয়োগ করে দুর্নীতি করেছি– এটা জনগণ কেউ বলতে পারবে না। অতএব, আমি বলতে চাই যে, আজ যে ক্রোড়পত্র বের হলো, তাতে শিক্ষামন্ত্রী আমাদেরকে বুঝি অভিযুক্ত করলেন। দুই, একজন কেউ যদি করে থাকে, তার দায়-দায়িত্ব তাঁকে বহন করতে হবে। কিন্তু তার দায়-দায়িত্ব সমস্ত সংসদ-সদস্যরা বহন করবে না। অতএব, আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে উনি মুক্ত থাকতে পারবেন না। সে কারণে আজ আমি বলতে চাই, এটা নিয়ে একটা কমিটি করা হউক, রিভিউ করা হউক, ক্রোড়পত্র স্থগিত রাখা হউক, আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়া হউক। দুর্নীতির ব্যাপারে আমরাও জিরো টলারেন্স দেখাতে চাই। আমরাও একমত যে, এখানে কোনো দুর্নীতির প্রশ্রয় হবে না।

আর একটা কথা বলে আমি শেষ করবো। সেটা হলো, আমাদের শিক্ষার মান কমে যাওয়ার পিছনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়-দায়িত্ব আছে। আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি যে, এক-একজন সরকারি স্কুলের শিক্ষকরা এক একটা জেলায় ১০ বছর, ১৫ বছর, ২০ বছর থেকে রিটায়ার করে ঐ জেলাতে জমি কিনে বসবাস করছেন। তারা কিন্তু ওখানে থাকার ব্যাপারে আগ্রহী। শিক্ষার মান-উন্নয়নের ক্ষেত্রে তারা আগ্রহ প্রকাশ করেন না। তারা যান কোচিং সেন্টারগুলোতে এবং ক্লাশে এসে সেই শিক্ষকরা ঠিকমত পাঠদান করেন না। মাননীয় স্পিকার, আপনি যদি চান, আপনি সময় দিন এ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য। আমি পরিপূর্ণ তালিকা এনে আপনার কাছে হাজির করবো। কোন এলাকার শিক্ষকরা কত বছর ধরে তারা একই জেলায় শিক্ষকতা করছেন, এটা আমরা দেখিয়ে দেবো।

আজকে এটা নিয়ে আমরা বিতর্ক করতে চাই না। শিক্ষা মন্ত্রণালয় অনেক ভালো কাজ করেছে। তাদের অনেক ভালো ভূমিকা আছে। কিন্তু একটি বিষয়ে শুধুমাত্র সংসদ-সদস্যদের ঘাড়ে দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে তাঁরই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, তাঁরই ডিজি অফিস তাদের নিয়ে তিনি মুক্ত করে বেরিয়ে যেতে চাচ্ছেন। এটা আমরা হতে দেবো না, হতে পারে না। এটা হতে দেয়া যায় না। এই কথাটাই শুধুমাত্র আমরা বলতে চাই।

ধন্যবাদ, মাননীয় স্পিকার।

১৮-১১-২০১৫

দৃষ্টি আকর্ষণ

ফ্রান্সে সন্ত্রাসী হামলার নিন্দা

জনাব ফজলে হোসেন বাদশা (রাজশাহী-২) : মাননীয় স্পিকার, আমরা জানি গত ১৩ নভেম্বর ফ্রান্সে যে নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড হয়ে গেল, জঙ্গিবাদীদের আক্রমণে সেটা আমাদের সকলের জানা। বাংলাদেশের বর্তমান সরকার জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই করে আজকে বিশ্বব্যাপী প্রশংসা কুড়িয়েছেন। অতএব এ পার্লামেন্টে একটি সাধারণ আলোচনা হওয়া উচিত। বাংলাদেশের পার্লামেন্ট থেকে ফ্রান্সের জনগণের জন্য সমবেদনা এবং জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে ফ্রান্স সরকার যে লড়াই ঘোষণা করেছে তার সাথে সংহতি জ্ঞাপনের জন্য এ সংসদে আলোচনা হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

ধন্যবাদ, মাননীয় স্পিকার।

১৯-১১-২০১৫

স্থানীয় সরকারের ক্ষমতায়ন

বিলের সংশোধনীর ওপর আলোচনা

জনাব ফজলে হোসেন বাদশা (রাজশাহী-২) : মাননীয় স্পিকার, আজকে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী খন্দকার মোশারফ হোসেন খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিল উত্থাপন করেছেন। আমাদের দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ও আজকের এই বিলটি এবং এই দিনটি দেশের মানুষ মনে রাখবে এবং ইতিহাসের অংশ হবে। দীর্ঘদিন যাবত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার যে চর্চা সেটাতে একটা পরিবর্তন হচ্ছে। আমি সরকারকে অভিনন্দন জানাই যে সরকার একটি বিশাল রাজনৈতিক সাহসের পরিচয় দিয়েছে। রাজনীতিবিহীন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা, এটা মূলত কোনো কার্যকর ব্যবস্থা হিসেবে বিকশিত এতদিন পর্যন্ত বাংলাদেশে হয়নি। এখন একটা সম্ভাবনা নিয়ে সামনে এসেছে। আজকের এই বিলটিতে সেই সম্ভাবনার আলো আমরা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, বিলটিকে বিভক্ত করে এখানে রাজনীতির দুর্বলতার একটা পরিচয় দেয়া হয়েছে। এরফলে দেখা যাবে, মূলত নিচের তলায় যারা জনপ্রতিনিধি হন যেমন, কাউন্সিলর যারা হন তারা তৃর্ণমূল পর্যায়ের জনগণের মতামতকে সংগঠিত করার....

স্পিকার : মাননীয় সদস্য আরও ২ মিনিট বলুন।

জনাব ফজলে হোসেন বাদশা : তারা যখন অরাজনৈতিক হয়ে যান আর মেয়র যখন রাজনৈতিক ব্যক্তি থাকেন তখন একটা দাম্ভিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। আমার মনে হয়, এটা করা আমাদের জন্য ঠিক হচ্ছে না। আমি মনে করি, এই বিলটি পাস হলে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত এই সরকার গণতন্ত্রকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা রাখবে। সেজন্য আমি মনে করি, এই বিলে যে পরিবর্তনটা দরকার সেটা হলো কাউন্সিলর পদে নির্বাচনে যাদেরকে আমরা প্রতিদ্বন্দ্বী করার সুযোগ দিব তারাও দলীয় প্রার্থী হবেন, এ ব্যাপারে এখানে যে পরিবর্তনটা আনা হয়েছে সেটা রহিত করা হউক এবং মেয়র ও কাউন্সিলর এটা একটা প্যাকেজ হিসেবে আনা হউক। আর তাহলেই এটা একটা কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। দেশে রাজনৈতিক আদর্শ এখন ম্রিয়মান হয়ে যাচ্ছে তা প্রকৃতপক্ষে তৃণমূল পর্যায়ে পালন করতে প্রত্যেকে বাধ্য হবে। একেবারে নিচের তলায় দলের রাজনীতি এবং আদর্শকে চর্চা করতে বাধ্য হবে। আর সে ক্ষেত্রে আমরা সামগ্রিকভাবে লাভবান হবো। সেজন্য আমি যে সংশোধনীটি এনেছি তা গ্রহণ করার জন্য আমি প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার, আপনাকে ধন্যবাদ।

২২-১১-২০১৫

স্থানীয় সরকার

বিলের সংশোধনীর ওপর আলোচনা

জনাব ফজলে হোসেন বাদশা (রাজশাহী-২) : ধন্যবাদ, মাননীয় স্পিকার।

মাননীয় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন একটি মূল্যবান বিল উত্থাপন করেছেন এবং দেশের রাজনীতির ইতিহাসে এই আইনের কথা লেখা থাকবে, সেই জন্য মাননীয় মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মাননীয় মন্ত্রী যে সমস্ত যুক্তি দেখিয়েছেন, কী কারণে বিলটি উত্থাপিত হয়েছে, সেই সকল যুক্তির সাথে সম্পূর্ণ ঐক্যমত পোষণ করি। তবে বিল হিসেবে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে– মেয়র পদে রাজনৈতিকভাবে নির্বাচনের বিধান রাখা হয়েছে। কিন্তু তৃণমুল পর্যায়ের কাউন্সিলারদের ক্ষেত্রে সেই বিধান রাখা হয়নি এবং সেগুলো নির্দলীয় রাখা হয়েছে। ফলে একটি অসঙ্গতি থেকে গেছে। আমার মনে হয়, যে উদ্দেশ্য নিয়ে বিলটি উত্থাপন করা হয়েছে, সেই উদ্দেশ্য সফল করবে না। তৃণমূল পর্যায়েও রাজনৈতিক অঙ্গিকার ও আদর্শের চর্চা নিয়ে যাওয়া দরকার। আজকে তৃণমূল পর্যায়ে রাজনৈতিক অভাবের কারণে রাজনৈতিক দলগুলো দাঁড়াতে পারছে না, এটি হচ্ছে বাস্তবতা। আমি মনে করি, এ দুর্বলতা থেকে গেছে। স্থানীয় পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিদের ব্যর্থতা অথবা সফলতা এবং তৃণমূল পর্যায়ে নেতৃত্বের সফলতা এবং ব্যর্থতা যাতে দলীয়ভাবে গ্রহণ করতে হয়, সেই জন্য তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বিধান রাখা দরকার। সেই দিক থেকে আমি মনে করি, এই বিলে রাজনৈতিক দুর্বলতা থেকে গেলো। এর ফলাফল [মাইক বন্ধ]

ডেপুটি স্পিকার : ধন্যবাদ, মাননীয় সদস্য।

খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি-জামায়াত বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ প্রতিষ্ঠা করেছে

জনাব ফজলে হোসেন বাদশা (রাজশাহী-২): মাননীয় স্পিকার, আপনাকে ধন্যবাদ। আমি আমার বক্তব্যের শুরুতে ফেব্রুয়ারি মাসে যারা মাতৃভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। আমি যে শহর থেকে নির্বাচিত সেই রাজশাহী শহর ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালে ভাষার আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। শুধু তাই নয়, আমি এই সংসদকে অবগতির জন্য জানাতে চাই, বাংলাদেশের প্রথম শহিদ মিনার রাজশাহী শহরে নির্মিত হয়েছিল। আমি সেই শহর থেকে আজকে নির্বাচিত হয়ে এসেছি। প্রথম শহিদ মিনার যারা নির্মাণ করেছিলেন তারা হয়তো আজকে পৃথিবীতে নেই। কিন্তু তাদের প্রতিও আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

মাননীয় স্পিকার, মহামান্য রাষ্ট্রপতি জাতির উদ্দেশ্যে যে বক্তব্য রেখেছেন এটা জাতির অগ্রগতির একটি মূল্যবান দলিল হিসেবে আমি বিবেচনা করি। আজকে বাংলাদেশে শুধু যে উন্নয়ন এবং তার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছেন তাই নয়, তিনি বাংলাদেশের জনগণের জন্য এক দিক নির্দেশনার ইঙ্গিত দিয়েছেন। যেটা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে দর্শনের ভিত্তিতে বাংলাদেশকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, সেই দর্শনেরই একটি প্রতিফলন আমি মহামান্য রাষ্ট্রপতির বক্তব্যে দেখতে পাই। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি। আজকে জননেত্রী শেখ হাসিনা জাতিকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আমি মনে করতে চাই, আমাদের দেশে যে অগ্রগতি ঘটেছে সেই অগ্রগতি নিঃসন্দেহে এটা উল্লেখ করার মত, গৌরব করার মত। আমাদের এই অগ্রগতির পেছনে যারা অবদান রেখেছে তাদের ভূমিকাকে জাতীয়ভাবে মূল্যায়ন করা দরকার। কিন্তু আমরা যখন লক্ষ করি, আজকে আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রে যে সম্পদের সৃষ্টি হয়েছে, সেখানেও বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে, সেই বৈষম্য থাকার কথা না। কারণ বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম।' এই মুক্তির সংগ্রামের মধ্যে এমন এক বাংলাদেশ তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন যে, বাংলাদেশের সকল মানুষ তার সমান অধিকার অর্জন করবে। অতএব, আমি বলতে চাই, সেই বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। যেই বাংলাদেশ হবে জনকল্যাণমূলক, সমতাভিত্তিক এবং শোষণমুক্ত। আশা করি, সেই পথেই আমরা এগোচ্ছি এবং আমাদের দেশ ও জাতিকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। আমরা আশা করি, সেই পথ ধরেই আমরা মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবো। আজকে মনে রাখা দরকার আমাদের দেশে খুব গুরুত্বপূর্ণ সময় গেছে ৫ জানুয়ারি নির্বাচনের সময় এবং সেই ৫ জানুয়ারির নির্বাচন আমাদের জাতির জন্য ছিল একটি মোড় পরিবর্তনের সময়। আমি মনে করি, সেই ৫ জানুয়ারির নির্বাচনকে যারা

প্রশ্নবিদ্ধ করতে চান এবং পরবর্তীকালে আবার নির্বাচনে এসে অংশগ্রহণ করেন আসলে তাদের কোনো নীতি এবং আদর্শ নেই। তারা আজকে বাংলাদেশকে অন্যের হাতে তুলে দেওয়ার একটা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন। সেই ষড়যন্ত্র ছিল বাংলাদেশকে পাকিস্তান পন্থিদের হাতে তুলে দেয়া। বেগম খালেদা জিয়া সেদিন নির্বাচন বয়কট করেছিলেন এবং সমগ্র দেশে জঙ্গিবাদের এক তাণ্ডব সৃষ্টি করেছিলেন। আমাদের স্পষ্ট মনে আছে যে, বেগম খালেদা জিয়া জামায়াত নিয়ে যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন বাংলাদেশের 'জেএমবি' নামক একটি জঙ্গিবাদী গোষ্ঠীর জন্ম হয়েছিল। আজকে সেই জঙ্গিবাদী গোষ্ঠীই হচ্ছে মূল জঙ্গিগোষ্ঠী– যারা বাংলাদেশে তৎপর রয়েছে। সাম্প্রতিককালে বিদেশের এক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, বাংলাদেশে আইএস-এর যে কার্যক্রম আছে সেটা আইএস সরাসরিভাবে করে না, সেটা করে জেএমবি'র মাধ্যমে। আজকে আমরা বলতে চাই, জামায়াত বিএনপি যখন ক্ষমতায় ছিল তখন এই জেএমবি'র জন্ম,এবং সেই জেএমবি এখন আইএসআই এর প্রতিনিধি হিসেবে বাংলাদেশ কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে। অতএব, বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের জন্য যদি কাউকে দায়ী করতে হয়, তবে অবশ্যই সেই দায়দায়িত্ব জামায়াত-বিএনপিকে নিতে হবে এবং বেগম খালেদা জিয়াকেই নিতে হবে। এটা আজ প্রমাণিত সত্য– আমাদের কাছে এর পরিস্কার প্রমাণ আছে।

আজকে আমি আর একটি কথা বলতে চাই। পাকিস্তান যখন আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে, মুক্তিযুদ্ধের পর আমাদের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের ব্যাপারে আবার হস্তক্ষেপ করে– ঠিক সেই সময় বেগম খালেদা জিয়া মুক্তিযুদ্ধে শহিদের সংখ্যা নিয়ে বিতর্ক তোলেন অর্থাৎ বেগম খালেদা জিয়া পাকিস্তানের এজেন্ট হিসেবে বাংলাদেশে কাজ করছেন। আজকে শুধুমাত্র বাংলাদেশে অবস্থিত পাকিস্তানের দূতাবাসে কয়েকজন আইএসআই এর ষড়যন্ত্রকারীদের দেখতে পাই। বেগম খালেদা জিয়াও পাকিস্তানী সেই আইএসআই এর ষড়যন্ত্রকারীদের মতোই ভূমিকা পালন করছেন। সেজন্য এই মহান সংসদ থেকে বেগম খালেদা জিয়কে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে চাই, ষড়যন্ত্র যদি করতে চান তাহলে পাকিস্তানে বসে করেন। কিন্তু বাংলাদেশে বসে বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে সফল হবেন না এবং এই ষড়যন্ত্র করে হাজার বছর চেষ্টা করলেও আপনি কোনোদিন– আপনার দল কখনো ক্ষমতায় যেতে পারবে না। বাংলাদেশের মানুষ কখনোই পাকিস্তানপন্থিদেরকে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য পথ করে দিবে না।

সেজন্য আমরা বলতে চাই, বাংলাদেশে নতুন প্রজন্মের সৃষ্টি হয়েছে, যারা মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে বিশ্বাস করে। আমরা যদি এদেশে না-ও থাকি, নতুন প্রজন্ম বাংলাদেশের ইতিহাস এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতহাসকে অবলম্বন করে বেগম খালেদা জিয়া, জামায়াতে ইসলাম এবং পাকিস্তানপন্থি সাম্প্রদায়িক উগ্র জঙ্গিবাদী রাজনীতিকে পরাভূত করবে– এই বিশ্বাস আমাদের আছে। এই কারণেই দেখা যাচ্ছে যে, যখন আমরা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করছি তখন ক্রমাগতভাবে জামায়াতে ইসলাম আর বিএনপি শুকিয়ে যাচ্ছে,

তাদের শক্তি কমে যাচ্ছে। অর্থাৎ যেদিন আমরা এদের বিচারকার্য সম্পন্ন করবো তখন দেখা যাবে– এরা শক্তিহীন হয়ে পড়েছে এবং পাকিস্তানীরা যখন আর পাকিস্তানীদের দালাল খুঁজে পাবে না তখন বাংলা জুড়ে পাকিস্তানপন্থিদের স্বপক্ষে রাজনীতি করার জন্য কাউকে খুঁজে পাবে না। তখন বাংলাদেশকে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত বাংলাদেশে আমরা পরিণত করতে পারবো।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে পাকিস্তানের যারা হস্তক্ষেপ করছে, তাদেরকে আমরা আজ হুঁশিয়ার করে দিতে চাই। সেই হুঁশিয়ারিটা এই জায়গায় যে, সিমলা চুক্তির সময় কথা হয়েছিল– ১৯৫ জন সামরিক অফিসার যারা বাংলাদেশে গণহত্যা চালিয়েছিল, পাকিস্তানি সেই সামরিক অফিসারদের এখন বিচার করতে হবে। সেই বিচার আমাদের দেশের আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে যেমন হবে তেমনি আন্তর্জাতিক আদালতেও করার জন্য আমরা দাবি তুলবো। সেই দাবি যদি আমরা আদায় করতে পারি, সেই বিচারকার্য যদি আমরা করতে পারি তাহলে পাকিস্তানীদের ষড়যন্ত্রের রাজনীতি চিরদিনের মতো স্তব্ধ হবে। আমরা আজকে বলতে চাই, পাকিস্তান যেন এই ষড়যন্ত্রের পথ থেকে সরে আসে। আমরা আশা করবো যে, এই পাকিস্তানপন্থিদের রাজনীতি থেকে বিএনপি-জামায়াত আর কোনো লাভবান হবে না। আজকে আমি আর একটি কথা উত্থাপন করতে চাই যে, আমরা জেনেছি– আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কমে গেছে। কিন্তু বাংলাদেশের জনগণের জন্য এই সুবিধা থাকছে না। অতএব, আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সমন্বয় সাধন করে বাংলাদেশে তেলের দাম কমানোর জন্য আমি মন্ত্রণালয়কে আহ্বান জানাচ্ছি। কয়েকদিন আগে খবরের কাগজের পাতায় দেখলাম যে, আমাদের খাদ্য মন্ত্রণালয় ১৫/-টাকা কেজি দরে খোলা বাজারে চাউল বিক্রয় করবে। আজকে আমাদের মনে রাখা দরকার যে, আমাদের কৃষকরা আজকে আমাদের মনে রাখা দরকার কৃষকরা উৎপাদিত ফসলের যে মূল্য পাচ্ছে, সেই মূল্যের কারণে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তারা লাভবান হচ্ছে না। সেখানে আমি মনে করি, আজকে এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা দরকার এবং আমি দাবি জানাচ্ছি। কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে সমস্ত উত্তর অঞ্চলের গ্রাম এলাকায় দেখেছি, তারা ফসলী জমি খনন করে মৎস্য চাষের দিকে বা আম চাষের দিকে ঝুঁকছেন। অতএব আমাদের কৃষি এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে আমি আর একটি কথা বলতে চাই, আমি যে এলাকায় বসবাস করি সেই এলাকায় পদ্মা নদী প্রবাহিত। আপনারা জানেন যে, একদিকে পদ্মা নদীর উপর সেতু তৈরী হচ্ছে। পদ্মা নদীর ভাঙনে রাজশাহী শহর আজকে বিপন্ন। আমি দাবি জানাচ্ছি, রাজশাহী শহরকে রক্ষা করার জন্য অনতিবিলম্বে রাজশাহী মহানগর রক্ষা বাঁধ নির্মাণের কাজ ত্বরান্বিত করা হোক এবং পদ্মা নদীতে ড্রেজিং করে নাব্যতা বাড়ানো হোক। এটা আমরা সবাই জানি যে ভারতের সঙ্গে পদ্মা নদীর একটি যোগাযোগ রয়েছে। এই নদী যদি নৌ চলাচলের উপযোগী হয়, তাহলে পদ্মা সেতুতে ভারত থেকে পাথর আমদানির জন্য সহজ পথ পাব এবং পদ্মা সেতুর কাজ অতি দ্রুত সম্পন্ন হবে। সেজন্য আমি দাবি জানাচ্ছি, অনতিবিলম্বে পদ্মা সেতু নির্মাণের জন্য আমাদের স্বার্থে পদ্মা নদীতে ড্রেজিং

করে নৌ চলাচলের উপযোগী করা। শুধু সড়ক পথের ওপর নির্ভর না করে নদী পথেও আমরা এগিয়ে যেতে পারি। আমাদের রাজশাহীতে মাত্র ২০১৩ সালে প্রাকৃতিক গ্যাস গিয়েছে এবং এই গ্যাস চালু হওয়ার কিছুদিন পরই আমরা দেখলাম গত বছর থেকে মানুষের বাড়িতে যে গ্যাস সরবরাহ করা হতো, সেই গ্যাস বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমি অবাক হলাম এত কোটি টাকা ব্যয় করে রাজশাহী শহরে গ্যাস নিয়ে যাওয়া হলো, ২০১৩ সালে যার উদ্বোধন করা হলো আর ২০১৫ সালে এটা বন্ধ করে দেওয়া হলো। তাহলে এত টাকা ব্যয় করে গ্যাস নিয়ে যাওয়া কোনো অর্থবহ হলো না। রাজশাহীর মানুষ এ থেকে সুবিধা পেল না। অন্যান্য শহরে গ্যাসের সুবিধা চালু থাকলো কিন্তু রাজশাহীতে নতুন করে গ্যাসের সংযোগ দেয়ার পর সেই সংযোগ বন্ধ করে দেওয়া হলো। এটা অনতিবিলম্বে চালু করার জন্য আমি দাবি জানাচ্ছি।

মাননীয় স্পিকার, আমি দীর্ঘদিন থেকে রাজশাহী হতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত রেল যোগাযোগের দাবি জানিয়ে আসছি। মাননীয় রেল মন্ত্রীর কাছে ডিও দিয়েছি এবং কথা বলেছি, রাজশাহী থেকে চট্টগ্রামে যদি সরাসরি রেল যোগাযোগ স্থাপিত হয় তাহলে রাজশাহী এবং চট্টগ্রাম উভয়ই শিল্প স্থাপন এবং ব্যাবসা-বাণিজ্যে লাভবান হবে। এই প্রকল্পটি অনতিবিলম্বে বাস্তবায়নের জন্য আমি দাবি জানাচ্ছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চাঁপাই নবাবগঞ্জ থেকে রাজশাহী হয়ে ঢাকা পর্যন্ত একটি নতুন রেল যোগাযোগ স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সেই প্রতিশ্রুতিও বাস্তবায়নের জন্য আমি অনুরোধ করছি।

স্পিকার : ধন্যবাদ, মাননীয় সদস্য।

১১-০২-২০১৬

সম্পূরক প্রশ্ন

সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহিদ মিনার স্থাপন

জনাব ফজলে হোসেন বাদশা (রাজশাহী-২) : ধন্যবাদ, মাননীয় স্পিকার।

এটি ফেব্রুয়ারি মাস, এটি ভাষার মাস। আমাদের দেশের মানুষ পৃথিবীতে প্রথম মাতৃভাষার জন্য সংগ্রাম করে বিশ্বের মানচিত্রে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এবং এটি এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন করতে চাই আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শহিদ মিনার নির্মাণ বাধ্যতামূলক করার কোনো নির্দেশ জারি করা সম্ভব কিনা, এ ব্যাপারে কোনো প্রকল্প গ্রহণ সম্ভব কিনা? যাতে করে স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রথম থেকেই ভাষার সংগ্রাম সম্পর্কে সচেতনতা অবলম্বন করে। কেননা এই ’৫২’র ভাষাআন্দোলনই আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করেছে।

স্পিকার : ধন্যবাদ, মাননীয় সদস্য।

বিশ্ব ব্যাংকের অন্যায়ের কাছে জননেত্রী শেখ হাসিনা মাথা নত না করলেও শিক্ষামন্ত্রণালয় জঙ্গিবাদের চাপাতির তলায় পড়েছে

জনাব ফজলে হোসেন বাদশা (রাজশাহী-২) : মহামান্য রাষ্ট্রপতি জাতির জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমৃদ্ধ এক বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন; যা শুধু আমাদেরকে না, সমগ্র জাতিকে আলোকিত করেছে। সে কারণে আমি মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁর এই বক্তব্য বর্তমান পরিস্থিতিতে একটি দলিলের মতো আমাদের চলার পথের পাথেয় আকারে কাজ করবে বলে আমি মনে করি।

আমি ধন্যবাদ জানাই প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে যাঁর সুযোগ্য নেতৃত্ব ও দৃঢ়তা শুধু দেশকে এগিয়ে নিয়েই যায়নি, দেশ থেকে সন্ত্রাসবাদ জঙ্গিবাদকে পরাস্ত করতে যেমন আমাদের সহায়তা করেছে, উন্নয়নের পথ সৃষ্টিতেও তাঁর ভূমিকা অনন্য এবং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতেই এই অগ্রগতি ঘটেছে। সে কারণে আমি জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি আস্থাশীল।

এটা মার্চ মাস। স্বাধীনতার মাস। তাই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুসহ মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লক্ষ শহিদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। মাত্র একদিন পর ৭ মার্চ। এই দিনে বঙ্গবন্ধু গোটা জাতিকে মুক্তিযুদ্ধের পথে এগিয়ে নিয়েছেন।

আজ খবরের কাগজ খুলে দেখলাম প্রধানমন্ত্রী আমাদের অর্থমন্ত্রীকে তীব্র সমালোচনা করেছেন। প্রফেসর ইউনূসের প্রশংসা করার জন্য। আমরা অবাক হয়ে গেলাম যে অর্থমন্ত্রী কেনই বা প্রফেসর ইউনূসের প্রশংসা করতে গেলেন! কী কারণ খুঁজে পেলেন? আমরা এই পার্লামেন্টে এই প্রফেসর ইউনূস সম্পর্কে কতো কথাই না বলেছি! তিনি ষড়যন্ত্র করেছেন। তিনি শুধু ষড়যন্ত্রই করেন নি, তার ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি সুদখোরের চেয়ে আর বেশি কিছু নয়। অতএব, আজ সেই প্রফেসর ইউনূসকে কেন আমরা প্রশংসা করতে গেলাম, আমি জানি না। আমি অর্থমন্ত্রীর প্রতি সম্মান রেখে বলতে চাই এটা মনে রাখতে হবে যে, প্রফেসর ইউনূস মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বাস করেন কিনা, তাও আমাদের জানা নেই। আমি কোনোদিন তাকে একবারও শহিদ মিনারে যেতে দেখিনি। অতএব তিনি যদি পাঁচটা নোবেল পুরস্কারও ক্রয় করে নিয়ে আসেন, তাতেও আমাদের কিছু যায় আসে না। কারণ বাঙালি জাতির প্রতি আমি আস্থাশীল। অতএব প্রফেসর ইউনূসকে আমরা কখনো সম্মান জানাতে যাবো না। আমরা ৮ বছর ধরে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষশক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়ে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সংগ্রাম করছি, তখন যে ব্যক্তি সরকার ও দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে, তার প্রশংসা কেউ করতে পারে আমি বিশ্বাস করতে পারিনি। কিন্তু অর্থমন্ত্রী করেছেন, আমার মনে হয়, তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই করে ফেলেছেন। এটা আবেগপ্রসূতভাবে করে ফেলেছেন। এটা মন থেকে, অন্তর থেকে করেছেন বলে আমার বিশ্বাস হয় না। সেজন্য আমি মনে

করি, এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই তিনি একটা পরিষ্কার বক্তব্য দেবেন।

আজ একটা কথা আমার মনে পড়ছে। যখন বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ এবং পদ্মা সেতুতে বিনিয়োগ নেওয়ার কথা উঠেছিল, তখন এখানে বসে আমি অর্থমন্ত্রীর কাছে একটা প্রশ্ন করেছিলাম বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে কেন অর্থ নিচ্ছি? তিনি বলেছিলেন আমার কথাটা এখনও স্পষ্ট মনে আছে বিশ্বব্যাংক উন্নয়নবান্ধব ও কম সুদে তারা ঋণ দেয়। তারা কোনো শর্ত আরোপ করে না। কিন্তু প্রশ্নের পর মন্ত্রী উত্তর যদি দিয়ে ফেলেন এরপর আর কোনো প্রশ্ন করা যায় না, বিধিমালায় তাই রয়েছে। সে কারণে সেদিন আমি আর কোনো প্রশ্ন করতে পারিনি। কিন্তু আজ যদি আমরা আবার প্রশ্ন করি বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে আমরা কী অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি? একতরফাভাবে ঋণের চুক্তি বাতিল করে দেয়ার পিছনে কী কারণ ছিল? কী যুক্তি ছিল? আর বিশ্বব্যাংকের কালোবিড়াল যে দুর্নীতির গন্ধ শুকে বেড়াচ্ছিল, সেই কালোবিড়াল কী করতে চেয়েছিল? সেই কালোবিড়াল আমাদের পদ্মা সেতুটাকে খেতে চেয়েছিল। বিড়াল যেমন হাঁড়ি খুলে কিছু খেয়ে ফেলে, তেমনি আমাদের দেশে পদ্মাসেতুর সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করে দিতে চেয়েছিল সেই কালোবিড়াল। সেই কালোবিড়ালের মৃত্যু ঘটেছে আমাদের দেশে নয়, কানাডার কোর্টে। সে শেষ হয়ে গেছে। বাংলাদেশে আমাদের এই পার্লামেন্টে সেদিন পদ্মা সেতু নিয়ে অনেক সংশয়ের কথা উঠে এসেছিল পদ্মা সেতু কিভাবে হবে? আমার মনে আছে, আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী উঠে দাঁড়িয়ে সেদিন এই সংসদে বলেছিলেন যে, সংশয়ের কোনো কারণ নেই, বাংলাদেশের জনগণ ত্রিশ লক্ষ রক্তের বিনিময়ে মুক্তিযুদ্ধ করে এই দেশ স্বাধীন করতে পারে, তবে এই দেশের মানুষ নিজের অর্থে পদ্মা সেতু করতে পারবে। সেই কথা বলে সারাজাতিকে তিনি সেদিন আশ্বস্ত করেছিলেন। পৃথিবীর অনেক দেশ এগিয়ে এসেছিল আমাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য। কিন্তু আমরা আজ সেই স্বপ্ন পদ্মা সেতু যে হবেই সেই স্বপ্ন আজ বাস্তবায়নের পথে। আমরা এখন স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, বাংলাদেশ নিজেই পদ্মা সেতু করতে পারে।

বিশ্বব্যাংক সম্পর্কে একটু অভিজ্ঞতা নিতে হলে একটা বই পড়া দরকার। আমার মনে হয়, অর্থমন্ত্রী নিজে যেহেতু একজন অর্থনীতিবিদ, তিনি নিশ্চয়ই এই বইটা পড়েছেন। আশা করি, অনেক সংসদ সদস্যও এই বইটা পড়েছেন। বইটা অন্য কারো লেখা না, বিশ্বব্যাংকেরই এককালীন প্রধান, নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিংগলিৎজ-এর লেখা। তার নাম আমরা সবাই জানি। তিনি একটি বই লিখেছিলেন। বইটির নাম 'গ্লোবালাইজেশন এন্ড ইটস ডিসকনটেন্ট'। এই বইটি লিখে তিনি বিশ্বব্যাংকের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিলেন। স্টিংগলিৎজ শুধু বিশ্বব্যাংকের প্রধান ছিলেন না, ক্লিনটন সরকারের প্রধান অর্থনীতিবিদ ছিলেন। তারপরও তিনি এই বই লিখেছিলেন। এই বইটাতে আমরা দেখতে পাবো যে বিশ্বব্যাংকের ভিতরে কী ধরনের দুর্নীতি লুকিয়ে আছে, কি ধরনের পক্ষপাতিত্ব লুকিয়ে আছে, কি ধরনের ষড়যন্ত্র লুকিয়ে আছে, এই বইয়ে তিনি তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তার ফলশ্রুতিতে স্টিংগলিৎজের কী হয়েছিল? তার মেয়াদ পূর্ণ হবার আগেই তাকে বিশ্বব্যাংকের প্রধান দায়িত্ব থেকে সরে যেতে হয়েছিল।

এই বিষয়গুলোকে আজ আমাদেরকে ভেবে দেখতে হবে। তিনি তার বইয়ে অনেক কথা লিখেছিলেন, আমি সব কথা সম্পর্কে বলবো না। কিন্তু তিনি একটি মন্তব্য করেছিলেন বিশ্বব্যাংক উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নের সাথে রাজনীতি মিশ্রিত করে এবং পরবর্তীতে এর ফল বিপরীত হয়। এটা ওই বইয়ে তারই লেখার মধ্যে আছে। তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন যে সমস্ত উন্নয়নশীল দেশে, দরিদ্র দেশে বিশ্বব্যাংক ঋণ দিয়েছে, সেই ঋণের সাথে কিছু শর্ত চাপিয়ে দিয়েছে। যে শর্তটা হচ্ছে পশ্চিমা দুনিয়ার রাজনীতি। আমাদের দেশেও নিশ্চয় পদ্মা সেতুর ঋণের সাথে কিছু শর্ত ছিল, সেই শর্তটাও আজ খুঁজে বের করার সময় এসেছে। এখন আমরা সহজেই খুঁজে বের করতে পারি।

আমি আরেকটি বিষয়ে বলবো। আমি স্টিংগলিৎজের বইয়ে পেয়েছি। আপনারা মিন্দানাও দ্বীপের নাম শুনেছেন। ফিলিপাইনের একটি দ্বীপ। সেই দ্বীপে গেরিলা যুদ্ধ চলছিলো, মিন্দানাওকে একটি আলাদা রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য। সেই মিন্দানাওয়ের গেরিলা যুদ্ধকে থামানোর জন্য এবং পশ্চিমা দুনিয়ার অতি আনুগত্যশীল রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখার জন্য বিশ্বব্যাংক প্রচুর টাকা বিনিয়োগ করেছিল। তার মাধ্যমে সেই গেরিলাদেরকে কৃষকে পরিণত করে দেশটাকে তারা রক্ষা করেছিল। আমাদের দেশের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংক ঠিক এটার উল্টোটা করেছে। উল্টো হলো আমাদের দেশে ঋণ বাতিল করে দিয়ে এখানে একটি যুদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টির ষড়যন্ত্র লিপ্ত হয়েছিল সেদিন বিশ্বব্যাংক। আমরা জানি, যে মুহূর্তে পদ্মা সেতুর কথা এখানে আলোচনা হচ্ছিল, সেদিন বেগম খালেদা জিয়া, বিএনপি-জামাত এবং জঙ্গিবাদীরা বাংলাদেশের এই সরকারের বিরুদ্ধে সহিংসতায় লিপ্ত ছিল। সেই মুহূর্তে বিশ্বব্যাংক আমাদের এই ঋণচুক্তি বাতিল করেছিল, যাতে এই সরকার একটা বিপদের মধ্যে পতিত হয়। আজ সেই জিনিসটা স্পষ্ট হয়ে গেছে। অতএব অর্থমন্ত্রী সেদিন যা বলেছিলেন বিশ্বব্যাংক আমাদেরকে সবসময় শর্তহীন ঋণ দেয় এই কথা ঠিক নয়। বিনাশুল্কে গাড়ি এনে বিক্রি করার দুর্নীতি যে বিদেশি সংস্থাগুলো বাংলাদেশে করেছে, সেই দুর্নীতিতে বিশ্বব্যাংক প্রথম হয়েছে। অতএব বিশ্বব্যাংককে আমাদের অভিনন্দন জানানো উচিত। বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশে দুর্নীতিতে এক্ষেত্রে প্রথম হয়েছে।

আজ আমি আরেকটি কথা উত্থাপন করতে চাই। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে পথ নিয়েছেন উন্নয়নের, আত্মনির্ভরশীলতার পথ এবং কারো শর্ত মেনে না নিয়ে, কারো শর্ত আমাদের ওপর চাপিয়ে দিলে তা প্রত্যাখ্যান করে নিজ ধারায় জাতিকে গড়ে তোলার এই ধারাতেই আজ বাংলাদেশ পৃথিবীর সমস্ত দেশে একটা মডেল হিসেবে পরিণত হয়েছে।

আমি আরেকটি বিষয়ে একটি কথা না বলে পারছি না। সেটা হলো আমার সবাই জানি আমাদের দেশের মুক্তমনা সাহিত্যিক, লেখক অনেকেই জঙ্গিবাদের দ্বারা তাদের চাপাতির নিচে মৃত্যুবরণ করেছেন। হুমায়ূন আজাদের কথা জানি, অভিজিতের কথা জানি, এমনকি তাদের প্রকাশককেও কিন্তু চাপাতির তলায় মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। এখন আমার প্রশ্ন শিক্ষামন্ত্রী আজকের হাউজে নেই আমি জানতে চাই শিক্ষা মন্ত্রণালয় কি সেই জঙ্গিবাদের চাপাতির তলায় পড়েছে? যে কারণে সেই ১৩ দফা দাবি করেছিল যারা শাপলা চত্বরে,

সেই হেফাজতের ২৯টি দাবি মেনে সেই পুরো পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তন করা হলো। এটার কী কারণ থাকতে পারে? এনসিটিবি তাদের পাঠ্যপুস্তক রচনা করবে জাতীয় শিক্ষানীতির ভিত্তিতে। কিন্তু সেখানে এই পরিবর্তন করে কিভাবে তাদের সন্তুষ্ট করা হয়েছে সেটা আমাদের কাছে বোধগম্য নয়। আমি আরো উদ্বিগ্ন হয়েছি শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন সকল মহলের সাথে আলোচনা করতে হবে, সেই ভিত্তিতেই পাঠ্যপুস্তক বানানো হবে। আমি বলতে চাই যারা জাতীয় শিক্ষানীতি মানে না, যাদের ১৩ দফার মধ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিলের দাবি আছে, তাদের সাথে আলোচনা করে যে পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তন হয়, সেই পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তন তাদের পক্ষেই যায়। অতএব এই পরিবর্তনটাকে বাতিল করা হোক। গত বছরের পুস্তক অনুসারে বর্তমান শিক্ষাবর্ষ চালানো হোক। এনসিটিবিকেই দায়িত্ব দেওয়া হোক, জাতীয় শিক্ষানীতির ভিত্তিতে আমাদের পাঠ্যপুস্তককে যেন তারা দেখে এবং সেইভাবেই যেন সেটা কার্যকর করে।

আরেকটি বিপদ আসছে। অনেকেই আজ হাইকোর্টে যে ন্যায়বিচারের ভাস্কর্য নির্মাণ করা হয়েছে সেই ভাস্কর্য ভাঙার জন্য হুমকি দিচ্ছে। আজ এটা যদি আমরা প্রতিরোধ করতে না পারি, তাহলে একদিন অপরাজেয় বাংলাকেও মূর্তি বলে সেটাকে ভাঙার জন্য এগিয়ে আসবে। অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা আজ ঐক্যবদ্ধ হয়েছি। আপোস করলে তারা সুযোগ বেশি পায়। আমরা যদি তাদের সাথে সমঝোতা করি, তাহলে আঘাত হানতে আসবে। অতএব তাদের সাথে আপোস না করে তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে।

আমি আমার এলাকার একটি কথা বলতে চাই। রাজশাহীকে আন্তর্জাতিকভাবে সিল্কসিটি বলা হয়। অথচ রাজশাহীর সিল্ক ইন্ডাস্ট্রি কোনোমতেই খোলার ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না। আমি আজ এই পার্লামেন্টে রাজশাহীর সিল্ক ইন্ডাস্ট্রিকে চালু করার জন্য দাবি জানাচ্ছি। রাজশাহী সিল্ক ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে ওই এলাকায় ব্যাপক কৃষকরা সম্পৃক্ত রয়েছেন। অতএব তাদের জীবন জীবিকা স্বাভাবিকভাবে চালিয়ে যাবার পথ করে দেবার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি। এর সঙ্গে রাজশাহীতে একটি স্পেশাল ইকনোমিক জোন প্রতিষ্ঠার জন্য দাবি জানাচ্ছি। এই স্পেশাল ইকনোমিক জোনে যে ইন্ডাস্ট্রি হবে, তা ভারত, নেপাল এবং ভুটানে আমরা রপ্তানি করতে পারবো।

বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক ও রাজশাহী সদর ২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জননেতা ফজলে হোসেন বাদশা গত ৫ মার্চ ২০১৭ তারিখ মহান জাতীয় সংসদে হেফাজতি ষড়যন্ত্র ও তাদের কাছে আত্মসমর্পণের তীব্র সমালোচনা করেন ও পাশাপাশি জাতীয় বিষয়েও অনেক কথা বলেন– সেই বক্তব্যটি তুলে ধরা হলো।

ত্রিশ লক্ষ প্রাণের বলিদান : প্রসঙ্গ মুক্তিযুদ্ধ ও গণহত্যা

প্রস্তাব (সাধারণ)-এর ওপর আলোচনা

জনাব ফজলে হোসেন বাদশা (রাজশাহী-২): মাননীয় স্পিকার, আপনাকে ধন্যবাদ।

এই মার্চ মাসে গণহত্যা দিবস পালনের প্রস্তাবটি মাননীয় সংসদ-সদস্য বেগম শিরীন আখতার এখানে উপস্থাপন করেছেন। এই প্রস্তাবটি উপস্থাপনের জন্য মাননীয় সংসদ-সদস্যকে ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমাদের নেতা জনাব তোফায়েল আহমেদ এ ব্যাপারে কিছু সংশোধনী উপস্থাপন করেছেন। আমি এই দুইটি প্রস্তাবের প্রতি আমার সমর্থন ব্যক্ত করছি।

আমি একটি কথা বলতে চাই। জুনাইদ আহমেদ নামে একজন অখ্যাত ব্যক্তি গত ডিসেম্বর মাসে একটি বই লিখেন। গণহত্যা সম্পর্কে যে স্বীকৃত তথ্য, সেটাকে সেই বইয়ে উল্টে দিয়ে তিনি একটা উস্কানি দিয়েছেন। আসলে আমি বলতে চাই যে, পাকিস্তানের আইএসআই টাকা দিয়ে বহু লোককে এভাবে উল্টো কথা বলানোর চেষ্টা চালায়। আইএসআই হয়েছে 'হিটলার'-এর গোয়েবেলস-এর মতো একটি সংস্থা। এবং এ গোয়েবলসের একটি অংশ হচ্ছে বেগম খালেদা জিয়া। তিনিও একইভাবে মাঝে মাঝে এটাকে বিতর্কিত করতে চান। এটা অন্য কিছুই না, আইএসআই-এর অর্থে তারা নড়াচড়া করেন। এখানে অনেকের নাম বলা হয়েছে। সাইমন ড্রিংক্স থেকে শুরু করে বিশ্বে শত শত প্রমাণ পাওয়া যাবে যে, বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধে কত মানুষ শহিদ হয়েছে। একটি পত্রিকায় লিখেছিল, ৫৪ হাজার বর্গমাইলের একটি দেশে ১৬ লক্ষ মানুষ জীবন দিতে পারে স্বাধীনতার জন্য এটা পৃথিবীতে বিরল। এ যে দৃষ্টান্ত এ দৃষ্টান্ত মুছে ফেলার ষড়যন্ত্র অনেকে করছেন। এটাকে মুছে ফেলা যাবে না। আমি মনে করি ২৫ মার্চ 'গণহত্যা দিবস' হিসেবে পালন করে বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মকে উজ্জীবিত করা দরকার। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের যেখানে যেখানে বাঙালিরা আছে তারা যেন এ দিবসটি পালন করে, সেজন্য তাদেরকেও উৎসাহিত করা দরকার বলে, আমি মনে করি। আমি আর একটি কথা বলতে চাই, বেগম খালেদা জিয়া ১৯৯১ সালে প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে বসে এরকম একটি গণহত্যাকারী পাকিস্তানি জেনারেলের মৃত্যুর কারণে কূটনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় শিষ্টাচার লঙ্ঘন করে তিনি শোকবার্তা পাঠিয়েছিলেন এবং এ শোকবার্তা নিয়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নেওয়াজ শরীফ বিব্রত বোধ করেছিলেন। কিন্তু তিনি আন্তরিকতার সাথে পাঠিয়েছিলেন। এটা রাষ্ট্রদ্রোহিতার শামিল। অতএব, এর বিচার হওয়া দরকার, তাঁকে আইনের আওতায় আনা দরকার। এটা তিনি করতে পারেন না। এটা রাষ্ট্রীয় শিষ্টাচার লঙ্ঘন বলে, আমি মনে করি। আর একটি কথা বলে আমি বক্তব্য শেষ করব, এ গণহত্যা একটি স্বীকৃত গণহত্যা।

স্পিকার : মাননীয় সদস্যকে আর ১ মিনিট সময় দেন।

জনাব ফজলে হোসেন বাদশা : তাই আন্তর্জাতিকভাবে যাতে এটা স্বীকৃতি লাভ করে তারজন্য আমাদের একটি পরিকল্পিত প্রচার আন্দোলন শুরু করা দরকার। আজকে এ বিষয়ের ওপরে আমরা সংসদে যে আলোচনা করতে পারলাম সে কারণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ, মাননীয় স্পিকার।

১৫-০৬/২০১৭

বাজেট

বাংলাদেশকে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে পরিণত করতে হলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ভিত্তিতে বাজেট প্রণয়ন করতে হবে

জনাব ফজলে হোসেন বাদশা (রাজশাহী-২) : মাননীয় স্পিকার, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

মাননীয় স্পিকার, আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের বর্ষীয়ান অর্থমন্ত্রী যিনি কষ্ট করে বাজেট বক্তব্য রেখেছেন। আমি লক্ষ করেছি, মাননীয় অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট বক্তব্যে একটি একটি শিরোনাম নির্ধারণ করেন। ২০১১-১২ সাল থেকে তিনি এক এক ধরনের শিরোনাম এক এক বছরের জন্য নির্ধারণ করেন। সেই শিরোনাম থেকে বাজেটের গতিপথের কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কিন্তু পরের বছরে এসে সেই শিরোনাম আবার পাল্টে যায়। যেমন ২০১৬-১৭ সালে ছিল 'প্রবৃদ্ধি, উন্নয়ন ও সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রযাত্রা'। আর এবারে আছে 'উন্নয়নের মহাসড়কে বাংলাদেশ: সময় এখন আমাদের'। আমি এ সমস্ত শিরোনাম দেখে আমাদের অগ্রগতির বা আমাদের লক্ষ্যের কোনো ধারাবাহিকতা উপলব্ধি করতে পারি না। তিনি বলেছেন, রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ অনুসরণ করতে যা এবারের বাজেটের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি নির্ধারণ যাতে বর্ধিত গণমানুষের নিরঙ্কুশ অধিকার প্রতিষ্ঠা, বৈষম্যহীন এবং সমতাভিত্তিক রাষ্ট্র পরিচালনা সুনিশ্চিত হয়। যেটি আমাদের সংবিধানে আছে, সেটিই তিনি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু শিরোনাম রেখেছেন অন্য ধরনের। ফলে আমার পক্ষে তাঁকে উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে একটু অসুবিধে হচ্ছে। তবুও আমি বলতে চাই যে, এ সরকার আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ও যোগ্যতায় অনেক ক্ষেত্রেই সাফল্য লাভ করেছে। আমরা প্রকৃত পক্ষে এগিয়ে যাচ্ছি সেটি অনেকের বক্তব্যে আপনারা শুনেছেন।

মাননীয় স্পিকার, কৃষি, বিদ্যুৎ, রেল ও সড়ক যোগাযোগ, জ্বালানি, পদ্মা সেতু, তথ্য প্রযুক্তি, নারীর উন্নয়ন, প্রতিবন্ধীদের সেবা, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী ইত্যাদিতে দেশের মানুষের উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে দিয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখনই

বলেছেন যে, ২০২১ সালের মধ্যে আমরা মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবো, তখনই তিনি বলেছেন এটা জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র হবে। জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের কথা তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলেন যা আমাদের সংবিধানে রয়েছে এবং বঙ্গবন্ধু যেটি বার বার উল্লেখ করেছেন। আমরা মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যে স্বপ্ন দেখেছি সেই জায়গা থেকে কোথায় এসে এখন দাঁড়িয়েছি। আমি সকলের সাথে একমত বিশ্ববাসী আজকে আমাদেরকে দেখছে, বাংলাদেশ সর্বক্ষেত্রে এগুচ্ছে। কিন্তু আজকে যে বাজেট উপস্থাপন করা হয়েছে, সেই বাজেটের কিছু বিষয় সম্পর্কে আমি সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলতে চাই।

প্রথমত, ভ্যাটের প্রশ্ন। বলা হয়েছে যে, ১৫% ভ্যাট দেওয়ার কথা এবং এটা নিত্যপ্রয়োজনীয় অনেক পণ্যের ওপর থেকে প্রত্যাহার করা হবে। সেই নিশ্চয়তাও আবার দেওয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ গ্যাস এবং অন্যান্য জিনিসের ওপর ভ্যাট আরোপ করা হবে। আমি একটি কথা বলতে চাই। আমি যে শহর থেকে নির্বাচিত, আমার শহরের একটা পানের দোকানদার, সেও একজন অর্থনীতিবিদ। সে ম্যাক্রো ইকনোমি বুঝে না, কিনতু মাইক্রো ইকনোমি বুঝে। যেমন তার দোকান কিভাবে চালাতে হবে, কিভাবে লাভ হবে, তার পারিবারিক জীবন, সংসার কিভাবে সামাল দিতে হবে, সেই ক্ষুদ্র অর্থনীতি সে বুঝে। অতএব, আমাদের সেই পানের দোকানদারও বুঝে যে, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ওপর থেকে ভ্যাট প্রত্যাহার করে জ্বালানি ও বিদ্যুতের ওপর ভ্যাট রেখে দিলে দ্রব্যমূল্যের পরিস্থিতি কী দাঁড়াবে। শিল্পজাত দ্রব্যের যে মূল্যবৃদ্ধি হবে, সেটা তারা বুঝে। সেটা যে আবার সাধারণ মানুষের ঘাড়ে উঠে এসে পড়বে, বাস্তব পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন হবে না, সেটা আমাদের বুঝা দরকার। মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে বলবো, তিনি অর্থনীতিবিদ হতে পারেন, কিন্তু বাংলাদেশের সব মানুষই নিজের জায়গা থেকে এক-একজন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্থনীতিবিদ এবং সবাই তার বাস্তব অবস্থা বুঝে। অতএব, ভ্যাট এক জায়গায় কমাবেন আর এক জায়গায় রেখে দেবেন, তাতে মানুষের বাস্তব অবস্থার পরিবর্তন হবে না।

মাননীয় স্পিকার, আজকে বাজার-ঘাটে একটি বিষয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয়। সেটা হলো, আজকে ১ লক্ষ টাকা অনেক টাকায় পরিণত হয়েছে। আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী অনেক সময় অনেক কথা বলেন। এক সময় সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা তাঁর কাছে কোনো টাকাই ছিল না। এখন ১ লাখ টাকা বিরাট টাকায় পরিণত হয়েছে। যে আবগারি ট্যাক্সের কথা বলা হয়, আমি জানি না, পৃথিবীর কোথাও ব্যাংক একাউন্টের উপর আবগারি ট্যাক্স আছে কিনা। ব্রিটিশরা এদেশে আবগারি ট্যাক্স এনেছিল যে, অন্যায় কাজ করলে কিছু কর দিতে হয়। অন্যায় করলে যে কর দিতে হয়, তাকে বলা হয় আবগারি ট্যাক্স। যেমন– মদের ওপর আবগারি কর আছে। সেজন্য আমার মনে হয়, একজন গরিব মানুষ যদি ১ লক্ষ টাকা সঞ্চয় করে, সেটা কি অপরাধ হয় যে তার উপর আবগারি ট্যাক্স দিতে হবে? আজকে তিনি দেখিয়েছেন যে, সাড়ে ৫% মুদ্রাস্ফীতি থাকবে। তাহলে ১ লক্ষ টাকা যে ব্যাংকে রাখবে, সে ১ লক্ষ টাকা ব্যাংকে রেখে সারা বছর পর ১ লক্ষ ৫ হাজার টাকা পাবে। আর সাড়ে ৫% যদি মুদ্রাস্ফীতি হয়, তাহলে

মূল টাকা আসলে এসে দাঁড়ায়, ৯৯ হাজার ৫শ টাকা। আর ব্যাংকের লোকেরা যে সার্ভিস চার্জ কাটে, তাতে যদি ৫শ টাকা চলে যায়, তাহলে হয় ৯৯ হাজার টাকা। তার উপর যদি আমাদের অর্থমন্ত্রী বসান ৮শ টাকা, তাহলে তা ৯৭ হাজার ২শ টাকায় এসে দাঁড়ায়। তাহলে একটি লোক কেন ব্যাংকে টাকা রাখতে যাবে? আর এটা নিয়ে যখন কথা হয়, তখন তিনি বলেন যে, এটার ব্যবস্থা হবে। একটা কথা মনে রাখা দরকার, যখন এই বাজেট কেবিনেটে পাস হয়ে যায়, তখন এই বাজেটে কোনটা ছাড় দেওয়া হবে, কোনটা ছাড় দেওয়া হবে না, তার কর্তৃত্ব কিন্তু অর্থমন্ত্রীর হাতে থাকে না।

তখন হাউসের হাতে থাকে। অতএব, এখানে যখন আমরা দাবি করব যে, এটা প্রত্যাহার করতে হবে। তখন যদি সকলের মতামত হয়, তাহলে সেটা হবে।

মাননীয় স্পিকার, আমাদের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী সঞ্চয়পত্র সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন। আমি তাঁর সাথে শতভাগ একমত পোষণ করি যে, এটা এখনই প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হোক। এ ব্যাপারে কোনো কথা চলতে পারে না। আমি আর একটি কথা বলতে চাই, আমরা উন্নয়নের মহাসড়কে উঠেছি, খুব ভালো কথা। আমরা উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হতে চাই। কিন্তু গত দশ বছরে কত টাকা পাচার হয়ে বিদেশে চলে গেছে, আমরা যা হিসাব পাচ্ছি তা হচ্ছে ৭ হাজার ৫৮৫ কোটি ডলার পাচার হয়ে বিদেশে চলে গেছে। আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী ওখানে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন যে, প্রতিবছর যে অর্থ পাচার হচ্ছে সেটা এক বছরের বাজেটের সমান। তাহলে এক বছরের বাজেট পাচার হয়ে যাবে আর এক বছরের বাজেট দিয়ে আমরা উন্নয়ন করব, এই যে আমাদের বাজেট প্রণয়নের পদ্ধতি চলছে, এ দিয়ে উন্নয়নের মহাসড়কে ওঠা যাবে? সেই সড়ক অনেক প্রতিকূলতার মুখোমুখি হবে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী যখন স্বীকার করেন যে, হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার হয়ে চলে যাচ্ছে, যারা পাচার করছে তাদের পরিচয় কী? তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিচয় কী সেটা আমাদের কাছে পরিষ্কার হতে হবে। সেটা যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা পরিষ্কার করতে পারবো এবং আমাদের দেশ থেকে অর্থ পাচার বন্ধ করতে না পারবো ততদিন আমাদের উন্নয়নের মহাসড়কে উঠেও কোনো লাভ হবে না। পৃথিবীতে এমন উদাহরণ আছে, মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার পরও নিচের দিকে নেমে গেছে। আমাদের যারা অর্থ পাচার করছে, তা রোধ করতে হবে। আমরা দেখেছি যে, পশ্চিমা দুনিয়ার যে সকল দেশে উদার পুঁজিবাদের একেবারে চারণক্ষেত্র সেখানে কিন্তু অবাধে অর্থ পাচার চালছে। তারই পরিণতি হিসেবে এখন পশ্চিমা দুনিয়াতে এ নিয়ে বির্তক সৃষ্টি হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই অর্থ পাচার দিয়ে আজকে দেখা যাচ্ছে বিশ্বের ৯৯ ভাগ সম্পদের মালিক একভাগ মানুষে পরিণত হয়েছে। এই যে পুঁজিবাদী বিশ্বে বিশাল বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে, সেই পুঁজিবাদি পথ ধরে আমরা উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গি মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে গ্রহণ করিনি। অতএব, আজকে যদি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে চাই, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে, দেশকে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে পরিণত করে তুলবেন। আমাদের সংবিধান বলছে, আমাদের দেশ কোন পথে এগুবে। সেটা যদি বুঝতে হয় তাহলে এদেশ থেকে অর্থপাচার, দুর্নীতি বন্ধ

করতে হবে। আমাদের দেশের কালো টাকাও কিন্তু কম নয়। সেটা যদি টাকার অংকে বলা যায়, তা হলো বিপুল অংকের টাকা, আমাদের দেশের জিডিপির ৪৬ থেকে ৮১ শতাংশ। আমি যদি মাঝামাঝি ধরি, ৬০ শতাংশ টাকা কালো টাকায় পরিণত হয়েছে। সেই টাকার কিন্তু ট্যাক্স দিতে হয় না। সেই টাকা তারা আজ লুকিয়ে রেখেছে। তারা সেই টাকা বিভিন্ন জায়গায় ঢুকিয়ে রেখেছে। সেই টাকাও কিন্তু আজকে খুঁজে বের করা দরকার। অর্থনীতিতে যদি আমরা শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে না পারি তাহলে আমাদের স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যেতে পারে। অতএব, সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি বলে আমি মনে করি। আর একটি কথা আমি বলতে চাই, আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে, বিভিন্ন স্থায়ী কমিটির সাথে আলোচনা করে এই বাজেট উপস্থাপন করা হয়েছে। আমি মনে করি, এ কথা সত্য নয়। এটা নিয়ে স্থায়ী কমিটির সভাপতিদের সাথে হয়তো আলোচনা হয়েছে কিন্তু সকলের সঙ্গে আলোচনা হয়নি।

মাননীয় স্পিকার, আমি আপনার কাছে কিছু সময় চাইছি। আমার আর দুটি পয়েন্ট রয়েছে।

মাননীয় স্পিকার, আমাদের সমাজে যে বৈষম্যের প্রবণতা রয়েছে তা যাতে কমে আসে, সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আমাদের সংবিধান অনুসারে মানুষে মানুষে বৈষম্য রোধ করে একটি জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্র গড়ে তোলার প্রচেষ্টা আমাদের গ্রহণ করতে হবে।

ডেপুটি স্পিকার : মাননীয় সদস্য, আপনি আর তিন মিনিটে বক্তব্য শেষ করুন।

জনাব ফজলে হোসেন বাদশা : মাননীয় স্পিকার, আপনাকে ধন্যবাদ।

মাননীয় স্পিকার, আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে, বাজেটে শিক্ষার প্রতি বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আমি বাজেট খুলে দেখলাম শিক্ষা, প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানকে এক সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা খাতে এবারেও বাজেটে বরাদ্দ অনেক কম দেওয়া হয়েছে। আমাদের স্বাস্থ্য খাতের বরাদ্দ আরও অনেক বাড়ানো দরকার। কারণ আমাদের একটি জেলা শহরে যে সাধারণ হাসপাতাল রয়েছে, সেখানে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত সাধারণ মানুষের চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা নেই। এমনকি শিশুদের বেশ কিছু সাধারণ রোগ হয়েছে,যার চিকিৎসা জেলা হাসপাতাগুলোতে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আমাদের প্রতিবন্ধী শিশুদের সঠিক ব্যবস্থাপনার কোনো উদ্যোগ নেই। আমাদের এই স্বাস্থ্য খাতকে যদি আমরা সঠিকভাবে গড়ে তুলতে না চাই, তাহলে দেশের মানুষের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না। আমরা অনেকে ব্যাংকক, সিঙ্গাপুর, আমেরিকা গিয়ে চিকিৎসা সেবা নিয়ে থাকি। কিন্তু দেশের সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থাকে সঠিকভাবে গড়ে তোলার জন্য বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে এবং এই উদ্যোগ গ্রহণ করা খুবই দরকার।

আমি এই বাজেটে এটি দেখে অবাক হয়েছি যে, প্রায় ১ কোটি মানুষ চরাঞ্চলে বাস করে। প্রতি বছরই পাহাড়ে বসবাসকারী আদিবাসীরা পাহাড় ধসে মৃত্যুবরণ করছে।

সমতলের আদিবাসীরা সরকারের সহযোগিতা পাচ্ছে না। আমাদের অর্থমন্ত্রী এই চরাঞ্চলের ১ কোটি লোক এবং সমতলের আদিবাসীদের কোনো দিন বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করেননি। এদের জন্য ১ শত কোটি টাকা বরাদ্দ দিলে এমন কী হয়? এই চরগুলোকে যদি দুগ্ধচাষের উপযোগী করা যায়, তাহলে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে। কেউ আর পাউডার দুধ খেতে যাবে না। আমাদের এই চরগুলো উন্নয়নের মাধ্যমে দেশে দুধের চাহিদা মিটানোর একটা ব্যবস্থা করা যেতো। সেক্ষেত্রে আমি বলতে চাই যে, চর উন্নয়নের জন্য একটি কর্তৃপক্ষ গড়ে তোলার দরকার। আমি আর একটি কথা বলতে চাই যে, বিড়ি এমন একটি জিনিস যেটি মানুষকে ধ্বংস করে। এটি একটি শ্রমঘন শিল্প। আমি এই বিড়ি তুলে দেওয়ার পক্ষে, আমি তামাকের বিরুদ্ধে। কিন্তু বিকল্প কর্মসংস্থান না করে বিড়িশিল্প তুলে দেওয়া যাবে না।। আমাদের দেশে ব্রিটিশ-আমেরিকান টোবাকো কোম্পানি এসে আমাদের উর্বর জমিতে লগ্নি দিয়ে তামাক চাষ করাচ্ছে।

ডেপুটি স্পিকার : মাননীয় সদস্য, আপনি আর দুই মিনিটে বক্তব্য শেষ করুন।

এই ব্রিটিশ টোবাকো কোম্পানিকে কিছু বলা হয় না। তাদের ক্ষেত্রে মাত্র ৩% ট্যাক্স ধার্য করা হয়েছে। আজকে স্কুলের মধ্যে সিগারেট বিক্রি হচ্ছে, কলেজের মধ্যে সিগারেট বিক্রি হচ্ছে, ইউনিভার্সিটির মধ্যে সিগারেট বিক্রি হচ্ছে, হাসপাতালে সিগারেট বিক্রি হচ্ছে। এগুলোর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না। বাংলাদেশে ঔষধের দোকান যেখানে সেখানে পাবেন না, কিন্তু যেখানে সেখানে বিড়ি সিগারেটের দোকান পাওয়া যাচ্ছে।। মাননীয় অর্থমন্ত্রী তামাকের বিরুদ্ধে নয়, তিনি এখন বিড়ি শ্রমিকদের পিছনে লেগেছেন। অর্থাৎ তিনি সিগারেটের পক্ষে এবং ব্রিটিশ-আমেরিকান টোবাকো কোম্পানির পক্ষে সাপোর্ট দিতে চাচ্ছেন। আমরা এটা মানবো না, আমরা এটা মানতে পারি না। আমরা মনে করি, বিড়ি শ্রমিকদের বিকল্প কর্মসংস্থান দরকার। এর মাধ্যমে এই বিষয়টি সমাধান করা দরকার বলে আমি মনে করি।

এবারের বাজেটকে অনেকে বলেছেন, এটা নির্বাচনী বাজেট। কিন্তু এই বাজেটে যে দুটি ইস্যু বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে, সেটা দূর করতে হবে।। সঞ্চয়পত্র এবং একাউন্টের ওপর আবগারি শুল্ক এই দুটো বিভ্রান্তি অবশ্যই দূর করতে হবে। আমি মনে করি নির্বাচনের আগে বাজেট যদি মানুষের কাছে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে তাহলে আজকে আমরা যারা সরকারে আছি, তাহলে আমাদের সম্পর্কেও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে। আশা করি এটার অবসান হবে।

তারিখ : ২৩-১১-২০১৭

দৃষ্টি আকর্ষণ

৪৬টি জাতীয়করণকৃত কলেজের জাতীয়করণের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হওয়া প্রসঙ্গে

জনাব ফজলে হোসেন বাদশা (রাজশাহী-২) : মাননীয় স্পিকারের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন কলেজের নাম, মান, যোগ্যতা ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে তা জাতীয়করণ করার নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। এই পর্যন্ত ৪৬টি কলেজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজে নির্দেশ দিয়ে জাতীয়করণ করার ব্যবস্থা করেছেন। জাতির পিতা এবং জাতীয় চার নেতাদের নামে যে কলেজগুলো রয়েছে, সেগুলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত চার বছর পূর্বে জাতীয়করণ করার নির্দেশ দিলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং তার অধীনস্থ কিছু কিছু দপ্তর অযথা বেআইনীভাবে ঐ সমস্ত কলেজের জাতীয়করণের প্রক্রিয়াকে বিঘ্নিত করে রেখেছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কিছু কিছু দপ্তরে এই যে অব্যবস্থা চলছে, এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তিনি মাননীয় স্পিকারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ জানান।

তারিখ : ২৪-০১-২০১৮

ডাক বিভাগকে সক্রিয় করা, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বাংলাদেশের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা, ব্যাংকিং ও অর্থনৈতিক খাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা, উত্তরাঞ্চলের শিল্পে ১০ শতাংশ প্রণোদনা প্রদান, কৃষি বীজ এবং রোহিঙ্গা সমস্যা প্রসঙ্গে

জনাব ফজলে হোসেন বাদশা (রাজশাহী-২) : মাননীয় স্পিকার, আপনাকে ধন্যবাদ।

আমাদের ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী জনাব মোস্তফা জব্বার, প্রযুক্তি ক্ষেত্রে তিনি এইদেশে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

মাননীয় স্পিকার, এখনও আমরা ইউরোপে গেলে বা আমেরিকাতেও দেখবেন পোষ্ট অফিসগুলো সব আধুনিক সেবার দ্বারা ইকুইপ্ট এবং জনগণ পোষ্ট অফিসগুলোর ওপর নির্ভরশীল বেশি। পৃথিবীতে এখনও পোষ্ট অফিসের যে গুরুত্ব রয়েছে জনজীবনের সঙ্গে, সেভাবে আমাদের দেশের পোষ্ট অফিসগুলোকে নতুনভাবে গুরুত্বপূর্ণ করে গড়ে তোলার ইচ্ছা আপনার আছে কিনা?

ধন্যবাদ, মাননীয় স্পিকার।

জনাব ফজলে হোসেন বাদশা (রাজশাহী-২) : মাননীয় স্পিকার, আপনাকে ধন্যবাদ।

মাননীয় স্পিকার গত ৭ জানুয়ারি মহামান্য রাষ্ট্রপতি এই মহান জাতীয় সংসদে বক্তব্য রেখেছেন। বর্তমান মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সরকারের যে অগ্রগতি, যে সাফল্য তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। দীর্ঘ সময় ধরে তিনি ধৈর্যধারণ করে সমস্ত বিষয় সম্পর্কে বলেছেন। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি যদি ঐক্যবদ্ধ থাকে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যদি আমাদের হৃদয়ে থাকে, আমরা যদি একটি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই, আমরা যদি মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ বাস্তবায়ন করতে চাই, তাহলে আমাদের প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা কোনো শক্তির নেই। জামায়াত-বিএনপি তো দূরের কথা, কোনো আল-বদর, রাজাকারও এই শক্তির যোগান দিতে পারবে না। অতএব, আমি মনে করি যে, এই অগ্রগতি একটি চেতনার অগ্রগতি। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই অগ্রগতিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁর যোগ্যতা ও সাফল্য নিয়ে কোনো বির্তক আসে না।

মাননীয় স্পিকার, আজকে বেগম খালেদা জিয়া বিরোধীদল বলে দাবি করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি জঙ্গিবাদ এবং স্বাধীনতা বিরোধীদের সাথে যুক্ত। স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি বাংলাদেশে বিরোধীদল হতে পারে না। যারা সংবিধান বিশ্বাস করে না, খালেদা জিয়া বলেছিলেন, এই সংবিধানকে তিনি ডাস্টবিনে ফেলে দিবেন। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে যে সংবিধান অর্জন করেছে, সেটা যখন তিনি ডাস্টবিনে ফেলে দিতে চান, বেগম খালেদাা জিয়া কোথায় পতিত হবেন, সেটা নিশ্চয় আমরা সবাই অনুধাবন করতে পারি। বেগম খালেদা জিয়ার আর রাজনীতি করার

কিছুই নেই। রাজনীতি তাঁর কোন তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে, অষ্টম শ্রেণী পাস নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলছেন যে, পদ্মা সেতু জোড়া লাগিয়ে করা হচ্ছে। তিনি সেই টেকনোলজি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

তিনি ইঞ্জিনিয়ার হয়ে গেছেন। এখন সে জায়গায় গিয়ে তিনি সমালোচনা করছেন।

মাননীয় স্পিকার, আজকে মহামান্য রাষ্ট্রপতি যে প্রশ্নগুলো তুলেছেন, আমি বেগম খালেদা জিয়াকে উপদেশ দিব, বাংলাদেশের অগ্রগতি যদি বুঝতে হয় তাহলে মহামান্য রাষ্ট্রপতির এই বক্তৃতাটা দয়া করে পড়ে দেখবেন। আপনি অনুধাবন করবেন এবং আপনি বাস্তবকে উপলব্ধি করলে আপনার রাজনীতি করার আর প্রয়োজনীয়তা বাংলাদেশে আছে কিনা, সেটা আপনি বুঝতে পারবেন।

মাননীয় স্পিকার, আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ দিন ২৪ জানুয়ারি। ২৪ জানুয়ারি হচ্ছে গণঅভ্যুত্থান দিবস। ’৬৯ সালের গণআন্দোলনের সময় এই গণঅভ্যুত্থান দিবসেই আইয়ুব খানের পতন ঘটেছিল। এই গণঅভুত্থানের মাধ্যমেই যে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান হয়েছিল, এর মধ্য দিয়েই কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের পথ উন্মোচিত হয়েছিল। আজকের এই দিনটি অনেক দিক থেকে গুরচত্বপূর্ণ। গত ২০ তারিখে শহিদ আসাদ যিনি বুকের রক্ত দিয়ে এই গণঅভ্যুত্থানের জন্ম দিয়েছিলেন। সেই শহিদ আসাদুজ্জামানকে আমরা আজকে সংসদের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানাতে চাই।। শুধু রণাঙ্গনে না তার আগেই এ রকম অসংখ্য শহিদ বুকের রক্ত দিয়েছিলেন। ড. শামসুজ্জোহা থেকে শুরু করে আরও শিক্ষক, ছাত্র, নর নারী, অনেকেই জীবন দিয়েছিলেন। তাঁদের অসংখ্য নাম রয়েছে। আজকে এই সময়ে আমরা তাদের কথা স্মরণ করতে পারি।

মাননীয় স্পিকার, মহামান্য রাষ্ট্রপতি বলেছেন যে, আমাদের দেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে।

একথা ঠিক এবং বিভিন্ন সূচকও বলে যে আমাদের দেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। এ ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্বের কোনো অবকাশ নেই। বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্র, সমস্ত নেতা বাংলাদেশের দিকে তাকিয়ে বলে যে, বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমি আজকে আবার পুরানো প্রশ্নগুলো এখানে তুলতে চাই। মাত্র কয়েকদিন আগে আমি খবরের পাতায় দেখলাম যে, বাংলাদেশে আজকে যে পরিমাণ বৈদেশিক অর্থ বিনিয়োগ হচ্ছে, সেই পরিমাণ টাকা আবার বিদেশে পাচার হয়ে যায়। আজকে মাননীয় অর্থমন্ত্রী এখানে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, ‘আমরা যে পরিমাণ টাকার বাজেট করি, সেই পরিমাণ টাকা দেশের বাইরে চলে যায়।’ সেখানে আজকে অর্থ খাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে আমাদের প্রশ্ন ছিল। কিন্তু নতুন যে ব্যাংক আইন করা হল, সেখানে ব্যাংকগুলোকে পারিবারিকীকরণ করা হয়েছে। যেখানে ব্যাংকিং সেক্টরে শৃঙ্খলা আনার দাবি উঠেছে, সেখানে শৃঙ্খলা আনার পরিবর্তে আরও একটি ঝুঁকি আমরা কাঁধে নিয়েছি। আমার মনে হয়, এ বিষয়টি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বিবেচনা করা উচিত। যেখানে আমরা আজ মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হয়েছি, সেখানে এমন কোনো ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না– যার

কারণে আমরা পিছিয়ে যেতে পারি। পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাবো বহু দেশ মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার পরেও নিজের দেশের অর্থনৈতিক সেক্টরে শৃঙ্খলা রক্ষা করতে ব্যর্থ হওয়ায় তারা পিছিয়ে পড়েছিল। কিন্তু আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে, তিনি এই দেশকে ২০৪০ সালের আগেই একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করবেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন যদি বাস্তবায়ন করতে হয়, তাহলে আমাদের ত্রুটিবিচ্যুতিগুলো ঠিক করে এগুতে হবে। আজকে গণঅভ্যুত্থান দিবস। আজকে আমি বলতে চাই, আমাদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যদি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা না হয়, তাহলে দেশের এক শ্রেণির মানুষ বহু টাকার মালিক হবেন এবং দেশে অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি হবে। তার ফলে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির ওপরে আস্থা কমে যেতে পারে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মধ্যে, সংবিধানের মধ্যে বৈষম্যহীন সমাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে আমরা এমন কোনো ফাঁক রাখতে পারি না, যে ফাঁকের মধ্য দিয়ে আমাদের দেশে একটা বৈষম্য সৃষ্টির সম্ভাবনা গড়ে উঠে। এটা আমাদের খেয়াল রাখা দরকার বলে আমি মনে করি।

মাননীয় স্পিকার, আমি এখন আমার এলাকার কিছু কথা বলতে চাই। আমাদের গার্মেন্টস শিল্প ৫% প্রণোদনা লাভ করে। রপ্তানিমুখী গার্মেন্টস শিল্পগুলো যদি ঢাকায় ৫% প্রণোদনা লাভ করে, সেখানে দেশের উত্তরাঞ্চলে যে শিল্পগুলো গড়ে উঠবে সেগুলোকে ১০% প্রণোদনা দিলে ঢাকা কেন্দ্রিক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে সারা দেশভিত্তিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারে। সারা দেশে শিল্পায়ন ছাড়া কর্মসংস্থানের যে প্রশ্ন রয়েছে সেটা কখনোই সমাধান হবে না। আমাদের রাজশাহী শহরে রেশম শিল্প রয়েছে। রেশম বোর্ড সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, এই রেশম শিল্প চালু করতে হবে। বিএনপি সরকার বিশ্বব্যাংকের নির্দেশে এই রেশম শিল্প বন্ধ করে দিয়েছিল। আমি নিজে সেই কারখানার ভিতরে গিয়ে দেখেছি যে, প্রতিটি যন্ত্রপাতি এখনো সচল রয়েছে। এক একটি চালু শিল্প বন্ধ করে দিয়ে সেই শিল্পের হাজার হাজার একর সম্পত্তি বিএনপি নেতারা লুটপাট করে আত্মসাৎ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল।

আজকে আমি বলতে চাই, তাই বন্ধ শিল্পগুলো খুলে দিলেই বিএনপির দুর্নীতির পাহাড় বেরিয়ে আসবে। তারেক জিয়া, খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে যে দুর্নীতির অভিযোগ আসছে, শুধু বন্ধ কারখানাগুলো খোলার মধ্য দিয়ে তাদের দুর্নীতির তথ্য সংগ্রহ করা যায়, তাদের বিরুদ্ধে আরও দুর্নীতির মামলা আনা যেতে পারে। অতএব, সমস্ত বন্ধ কারখানাগুলো খুলে দেওয়া হোক। দেশের উত্তর অঞ্চলে রপ্তানিমুখি যে নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হবে সেগুলোতে ১০ শতাংশ প্রণোদনা দিয়ে উত্তর অঞ্চলের শিল্পের প্রশ্নটিকে বড় করে দেখা হোক। বিভিন্ন এলাকায় বিশ কোটি টাকা করে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল। আমাদের মেজর রফিক সাহেব বলেছেন, যার ৩টি উপজেলা, তাকে বিশ কোটি টাকা, যার ১টি উপজেলা, তাকেও বিশ কোটি টাকা । আর যার মহানগর তারও বিশ কোটি টাকা। আমি একটা সিটির প্রতিনিধি। আমি মাননীয় স্পিকারকে বলেছিলাম, আসুন রাজশাহী শহরটি ঘুরে দেখুন। এয়ারপোর্ট দেখা হয়েছিল, যে এয়ারপোর্ট আপনি দাঁড়িয়েছিলেন, সেই

এয়ারপোর্টে গরু চরতো। এই সরকার আসার পর আমাদের জননেতা রাশেদ খান মেনন মন্ত্রী হওয়ার পর আমরা এটাকে সচল করেছিলাম। সচল করার পর আপনি দেখেছেন, একটি রেলস্টেশনে যত ভিড় হয়, আজকে বিমান বন্দরে তত ভিড় হচ্ছে। এটা একদিকে অর্থনৈতিক উন্নতির সূচক অন্যদিকে বিএনপির এই সমস্ত তাদের নিজেদের বাস পরিবহণ ব্যবসাগুলোকে সচল রাখার জন্য বিমান পর্যন্ত বন্ধ করে দিতে দ্বিধাবোধ করেনি। আর একটি কথা উঠেছে, বিধবা ভাতা নিয়ে। আমি অবাক হয়ে যাই, গ্রামে বিধবা ভাতা দেওয়া হয়। কিন্তু শহরে কোনো বিধবা ভাতা দেওয়া হয় না। আমার সিটি কর্পোরেশনে কোনো বিধবা ভাতা নেই। আমার শহরে যে বিধবা ভাতা নাই, তাহলে শহরে কি কোনো বিধবা নাই? তাহলে এই ধরনের বৈষম্য থাকার কি কারণ রয়েছে? এখানে নতুন মন্ত্রী দায়িত্ব পেয়েছেন, জনাব রাশেদ খান মেনন, তাঁকে বলব যে, আমার সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বিধবা ভাতা চালু করার অনতিবিলম্বে ব্যবস্থা করবেন।

মাননীয় স্পিকার, কৃষি ক্ষেত্রে আমাদের যথেষ্ট অগ্রগতি, সাফল্য হয়েছে। কিন্তু গত বন্যা এবং বর্ষায় আমরা একটা ধাক্কা খেয়েছি। এই ধাক্কা থেকে আমাদের কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে। সেটা হলো- তখন দেখেছি, পরবর্তীতে যখন আমাদের কৃষকরা ফসল লাগাতে গেল, আমরা দেখলাম বীজের অভাব। আমাদের কৃষকরা বীজ পায় নাই। গ্রামে আগে আমাদের কৃষকরা হাঁড়ির মধ্যে বীজ রাখতো। এ ব্যাপারে কৃষককে উৎসাহিত করা দরকার। গ্রামের কৃষকদেরকে বীজ সংরক্ষণের জন্য বলা হোক। এই সীড ট্রিটমেন্ট করলে আমাদের বীজ সংরক্ষণ এবং ফসল অনেকাংশে বাড়বে। কৃষক যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তার জন্য আমাদের একটি খাদ্য শস্য ক্রয় নীতি করা উচিত। সেই ক্রয় নীতি না থাকলে কৃষকগণ বুঝতে পারে না তারা ভবিষ্যতে কোথায় কতটুকু ফসল সরকারের গোডাউনে দিতে পারবে।

তারা ভবিষ্যতে কোথায় কতটুকু ফসল সরকারের গোডাউনে দিতে পারবে এবং কতটুকু ফসল তারা বাজারে বিক্রি করবে, সেটা আমার মনে হয়, খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি রোহিঙ্গা ইস্যু সম্পর্কে একটু কথা বলতে চাই। রোহিঙ্গা ইস্যুতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে রক্ষা করেছেন। তিনি একটি কথা বলেছেন যে, ‘অর্ধেকটা খাব, আর অর্ধেকটা দিয়ে দিবো’। এখানে মানবিকতার পরিচয় দিয়ে এবং রোহিঙ্গাকে কেন্দ্র করে এই বাংলাদেশে রাজনীতি করার সমস্ত সুযোগ তিনি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তাঁর ভূমিকার কারণে আন্তর্জাতিকভাবে আমরা সমর্থন পেয়েছি। কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো, ৩০ বছর ধরে মায়ানমারের সাথে আমাদের একটা বৈরি সম্পর্ক চলছে। মায়ানমার কখনই আমাদের কথা শোনে না। আমাদের বৈদেশিক মন্ত্রণালয় কী করে? তারা এই দেশ সর্ম্পকে তথ্য আমাদের সরকারকে, আমাদের দেশকে এবং আমাদের জানাতে পারে না। এত বড় বিপদ আমাদের ঘাড়ে এসে পড়লো আর আমরা তথ্যহীনভাবে সেই বিপদে মুখোমুখি হলাম। তাই আমি বলতে চাই, এই বিষয়ে আমাদের সজাগ হওয়া দরকার এবং আমরা যাতে বন্ধুহীন হয়ে না পড়ি। আমি শেষ কথা বলতে চাই, আমাকে আরও ২ মিনিট সময় দিবেন।

ডেপুটি স্পিকার : ১ মিনিটে বলুন।

আমি আর একটি কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বিভিন্ন দেশের মানুষ সম্পর্কে কটু মন্তব্য করেন। তিনি আফ্রিকা দেশ সম্পর্কে কটু মন্তব্য করেন, বিভিন্ন দেশ কুৎসিত এইসব বলেন। আমি যদি আমেরিকা সর্ম্পকে কটু মন্তব্য করি, সেটাও কুৎসিত হবে। আজকে তাদের দেশ একটি বর্ণবাদী দেশে পরিণত হয়েছে এবং জেরুজালেমকে আজকে ইসরাইলের রাজধানী করা হয়েছে। এই ইসরাইলের রাজধানী করাটা এটা হচ্ছে বর্ণবাদের অংশ।

মাননীয় স্পিকার , আমি আপনার মাধ্যম বলতে চাই, আমাদের এই সংসদ থেকে একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত যে, আমরা প্যালেস্টাইনের রাজধানী জেরুজালেমকে দেখতে চাই, এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রস্তাব রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

যমুনা নদীতে দ্বিতীয় বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণ
উত্তরবঙ্গের মানুষের প্রাণের দাবি

জনাব ফজলে হোসেন বাদশা (রাজশাহী-২) : মাননীয় স্পিকার, আপনাকে ধন্যবাদ।

আজকে আমরা ২০১৮-১৯ সালে বাজেট নিয়ে আলোচনার জন্য এই সংসদে একত্রিত হয়েছি। এবারের বাজেট ৪ লক্ষ ৬৪ হাজার কোটি টাকা। মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ, এই বাজেটের জন্য বারবার আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়েছেন। কিন্তু এই বিশাল বাজেটের জন্য অর্থমন্ত্রীকে আমি প্রথমেই ধন্যবাদ দিতে চাই না। কিন্তু এই বিশাল বাজেট কিভাবে দেশের জনগণের স্বার্থের কাজে লাগানো হচ্ছে সেটাই মূল প্রশ্ন। আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি জাতি পিতার নেতৃত্বে এবং জাতির পিতা বাংলাদেশের মানুষের উন্নয়ন দর্শন নির্ধারণ করে দিয়ে গেছেন। আমরা যদি আমাদের সংবিধান খুলে দেখি, এই সংবিধানের মধ্যেই আমাদের উন্নয়ন-দর্শন রয়েছে। বাংলাদেশ কোন পথে এগুবে, বাংলাদেশের জনগণকে কিভাবে সুখি, সমৃদ্ধ এবং জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে পরিণত করা যাবে তার দিক্-নির্দেশনা আমাদের সংবিধানের মধ্যে আছে।

আমি দেখেছি, এর আগের বাজেটও বড় ছিল। আমাদের এই সরকার আসার পর আস্তে আস্তে বাজেটের আকার অনেক বড় হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে– প্রত্যেকবার বাজেট প্রদানের সময় আমরা প্রশ্ন তুলেছি। আসলে বাজেটের সাথে অনেক কিছু জড়িত থাকে। সেই হচ্ছে, বাজেটের মধ্যে একটা দেশের জনশক্তির কত অংশ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। বলা হচ্ছে যে, আমাদের অর্থনীতি মজবুত। সেটা নির্ভর করছে আমাদের জনসংখ্যার কত জনকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারছি। আমাদের বাজেটের দর্শনে বলা হয়েছে যে, এই বাজেট সকল মানুষের স্বার্থ রক্ষা করবে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে– এই বাজেট সকল মানুষের স্বার্থ রক্ষা করছে কিনা। এক্ষেত্রে এই বিষয়টিকে আমাদের বিবেচনা করে দেখতে হবে। আমরা আগেও দেখেছি যে, প্রতি বছর প্রায় ২২ লক্ষ মানুষ শ্রমশক্তির বাজারে আসে। এ বছর বাজেটে বলা হলো, ২০ লক্ষ মানুষ শ্রমশক্তির বাজারে আসবে। তাহলে দেখা গেলো, এবারের বাজেটে এই ২০ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয়তা আমাদের দেশের বড় প্রশ্ন হয়ে রয়েছে। তাদের ক্ষেত্রে কোন লক্ষ্যমাত্রা আমাদের এই বাজেটে পাইনি। আমি নিঃসন্দেহে স্বীকার করবো, জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই দেশ অগ্রগতি লাভ করেছে। আমাদের জননেত্রী শেখ হাসিনা শুধুমাত্র দেশকে নেতৃত্ব দেননি, পৃথিবীর সামনে একটি উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন।

কিন্তু আমাদের অর্থনীতির মধ্যে যে, ফাঁক থেকে গেছে, সেই ফাঁকগুলো যদি আমরা পূরণ করতে না পারি, তাহলে আমাদের এই সফল অর্থনীতি এবং সফলতা এক সময় ভেঙে পড়তে পারে। সেক্ষেত্রে কর্মসংস্থান হচ্ছে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হলে অবশ্যই আমাদেরকে এটা স্পষ্টভাবে বলতে হবে। আমরা সব সময় বলি

যে, বিদেশে কর্মসংস্থান হচ্ছে। কিন্তু দেশে কত কর্মসংস্থান হচ্ছে সেটা আমরা উল্লেখ করি না বাজেটে। আমি আশা করবো, এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচনা করবেন। প্রতি বছর ২০ লক্ষ লোক কর্মবাজারে অনুপ্রবেশ করছে। এর বাইরে রয়েছে বিশাল ইনফরমাল সেক্টর। যেখানে অদক্ষ শ্রমিকরা রয়েছে এবং কাজ করছে। তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। অতএব, অদক্ষ শ্রমিককে দক্ষ শ্রমিকে পরিণত করা এবং দক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা, এটা করা না গেলে উন্নয়নশীল দেশ হতে আমরা যে উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছি, সেই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে না। আমি মনে করি, উন্নত দেশে উত্তরণে আমাদের যে বাধাগুলো রয়েছে, তার একটি হচ্ছে কর্মসংস্থান। কাজেই আমাদের এই কর্মসংস্থানের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে আমাদের একটি বড় চ্যালেঞ্জ, দক্ষ শ্রমশক্তি গড়ে তোলা। দক্ষ শ্রমশক্তি যদি গড়ে তুলতে হয়, তাহলে শিক্ষা ব্যবস্থায় বাজেট আরও বাড়াতে হবে। গত কয়েক বছরে শিক্ষা ব্যবস্থায় বিনিয়োগ প্রবণতা নিম্নমুখি। শিক্ষিত দক্ষ কর্মশক্তি এবং গবেষক গড়ে তুলতে হলে ব্যাপকভাবে উচ্চশিক্ষিত মানুষ তৈরি করতে হবে। এ বছর শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে জিডিপি ২.৭ শতাংশ রাখা হয়েছে। আমার মতে শিক্ষা ব্যবস্থায় জিডিপি ৪ শতাংশ বরাদ্দ রাখা হলে শ্রমশক্তির দক্ষতার্জনের ক্ষেত্রে আমাদের লাভ হবে।

মাননীয় স্পিকার, আমি আর একটি কথা বলতে চাই। এটা গতবছরও আমরা আলোচনা করেছি। এমনকি তার আগের বছর মাননীয় অর্থমন্ত্রী নিজেই আলোচনা করেছেন। তিনি নিজেই বলেছেন, আমরা যে বাজেট প্রণয়ন করি, সেই বাজেটের সমপরিমাণ অর্থ দেশ থেকে পাচার হয়ে যায়। এটা আমার কথা নয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রীর কথা। তিনি এ কথা যদি বলেন, তাহলে কারা এই পাচারকারী, কিভাবে অর্থ পাচার হয়? সেটা আমাদের সুনির্দিষ্ট করা উচিত। এ অর্থ পাচার বন্ধ করতে না পারলে আমাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং ব্যাংকিং সেক্টরে শৃঙ্খলা ফিরে আসবে না। ফলে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন, বাংলাদেশকে একটি "উন্নত রাষ্ট্রে" উন্নীত করা, সেক্ষেত্রে অনেকাংশে সফল হওয়া গেছে, যেমন পাকিস্তান এখন বাংলাদেশের ধারের কাছে নেই, অনেক পিছনে পড়ে গেছে। এখন বাংলাদেশের আরও এগিয়ে যাওয়ার সময় এসেছে।

মাননীয় স্পিকার, আমাদের আরও এগিয়ে যেতে হবে। কিন্তু আমাদের অর্থনীতির মধ্যে কয়েকটি সংকট রয়েছে। সেই সংকটগুলো সমাধান করার ক্ষেত্রে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে বলবো, আপনি যদি বাংলাদেশকে জনকল্যাণমুখি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করতে চান, তাহলে তিনটি বিষয়ের সমাধান করতে হবে। সেগুলো হলো– শিক্ষা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ও বরাদ্দ আরও বাড়াতে হবে, তরুণদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এগুলো করা হলে এদেশ থেকে বিএনপি-জামায়তের জঙ্গিবাদী রাজনীতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তারা এসব কর্মহীন যুবাদের উপর নির্ভর করেই দেশে জঙ্গিবাদী রাজনীতি গড়ে তোলার অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

মাননীয় স্পিকার, আমি আর একটি কথা বলতে চাই। আজকে আমাদের পদ্মা সেতু দৃশ্যমান হয়েছে। এটা নির্মাণ করা আমাদের জন্য বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ ছিলো। আমরা

দেখেছিলাম, বিশ্বব্যাংক আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আমরা যাতে পদ্মা সেতু তৈরি করতে না পারি, সেজন্য পদ্মা সেতু নির্মাণের চুক্তি থেকে তারা সরে দাঁড়িয়েছিলো। কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন যে, বিশ্বব্যাংক যদি টাকা নাও দেয় আমরা নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু তৈরি করব। আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানাতে হয় যে, বাংলাদেশ এই সাহস দেখিয়েছিল বলে একদিকে শুধু পদ্মা সেতুই আমরা নির্মাণ করিনি বাংলাদেশ পৃথিবীর বুকে উন্নয়নের একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে, একটি রাষ্ট্র হিসেবে আজকে মর্যাদা লাভ করেছে। আমরা বলতে চাই যে, এই সেতু নিশ্চয় দক্ষিণ বাংলার মানুষের উন্নয়নের একটি বিরাট অর্জন হিসেবে কাজ করবে। সেই সেতুর মাধ্যমে দক্ষিণ বাংলার মানুষ রাজধানীর সঙ্গে যুক্ত হবে।

মাননীয় স্পিকার, আমি একটি কথা অবশ্যই আজকে উপস্থাপন করতে চাই। কিছুক্ষণ আগে একজন মাননীয় সংসদ সদস্য বলেছেন যে, আমরা ঢাকা নগরীকে কী বানাতে চাই? ঢাকা নগরী কি রাজধানী থাকবে, না শিল্পনগরীতে পরিণত হবে, না যানজটের নগরীতে পরিণত হবে। সেক্ষেত্রে আমি বলতে চাই যে, ঢাকার চারপাশে যে শিল্পায়ন ঘটছে সেই শিল্পায়নকে অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। সেক্ষেত্রে আমার কয়েকটি প্রস্তাব রয়েছে। প্রথমত মনে করি যে, সস্তা শ্রমিক শক্তি আসে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল থেকে। আগে ঢাকার সঙ্গে উত্তরাঞ্চলের মানুষের যোগাযোগ ছিল দুটো দিক থেকে একটি সিরাজগঞ্জ-জগন্নাথগঞ্জ এবং আর একটি ছিল বাহাদুরাবাদ-ফুলছড়ি ঘাট। আজকে সিরাজগঞ্জে একটি বঙ্গবন্ধু সেতু তৈরি হয়েছে। আমি আজকে পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে উত্তরবঙ্গে যোগাযোগের নিমিত্তে যমুনা নদীর উপরে আর একটি সেতু নির্মাণের জন্য দাবি জানাচ্ছি। এই সেতু যদি নির্মাণ করা হয় তাহলে একটি বিশাল পরিবর্তন ঘটবে। আজকে মনে রাখা দরকার যে, দেশের উত্তরাঞ্চল হচ্ছে বাংলাদেশের খাদ্য সরবরাহের একটি এলাকা। আজকে একটি মাত্র সেতু যদি কোনো কারণে কয়েক ঘন্টার জন্য বন্ধ হয়ে যায় তাহলে ঢাকা শহরে যে সংকট সৃষ্টি হবে সেই সংকট থেকে বাংলাদেশ রক্ষা পাবে না। অতএব, আপনাকে উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে আর একটি সেতু নির্মাণ করে ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সচল করতে হবে। অন্যদিকে ঢাকা শহরকেও একটি স্বাভাবিক জায়গা হিসেবে পরিণত করার জন্য একটি প্রস্তাব আমি উত্থাপন করতে চাই। ঢাকা সিটির বাইরে যে সমস্ত এলাকা রয়েছে, যমুনা সেতুর ওই পাড়ের এলাকাগুলোতে শিল্পায়নের জন্য আমি একটি প্রস্তাব করতে চাই। সেটা হচ্ছে যে, ঢাকার বাইরে যারা শিল্প প্রতিষ্ঠান করবেন এবং যমুনা নদীর ওই পারে যারা শিল্প প্রতিষ্ঠান করবেন তাদের যদি ট্যাক্স হলিডে দেওয়া হয় এবং প্রণোদনা দেওয়া হয় তাহলে ঢাকার উপরে যে চাপ তা থেকে ঢাকা শহর রক্ষা পাবে। একই সাথে আমরা দেখব যে, ঢাকার বাইরে যে সমস্ত শিল্পের সম্ভাবনা সেই সম্ভাবনাগুলোকে আমরা বিকশিত করতে পারবো।

মাননীয় স্পিকার, আজকে আমাদের মনে রাখা দরকার যে, আমরা প্রতিবছর পার্লামেন্টে নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীর কথা, আদিবাসীদের কথা উত্থাপন করি। আমরা বলি যে, সমতলের আদিবাসীরা বঞ্চিত হয়। তাদের জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা

দরকার। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক যে মন্ত্রণালয় আছে তার সঙ্গে যদি একটি বিভাগ স্থাপন করা হয় তাহলে সমতলের আদিবাসীরা যে বিপন্ন জীবন যাপন করছে তা থেকে তারা উদ্ধার পেতে পারে। যে কারণে আপনার মাধ্যমে আমি বলতে চাই যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে সমতলের আদিবাসীদের জন্য একটি ডিভিশন করে পৃথক একটি বাজেট প্রণয়ন করা দরকার। আর এবছরের জন্য তাদেরকে ১০০ কোটি টাকা থোক বরাদ্দ দিয়ে তাদের জীবন জীবিকার ব্যাপারে সহায়তা করার প্রয়োজন রয়েছে বলে আমি মনে করি।

পরিশেষে আমি বলতে চাই যে, আজকে বাংলাদেশের যে অগ্রগতি, বাংলাদেশের যে সাফল্য– আমরা মুক্তিযুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছিলাম বলেই এই সাফল্য অর্জন করতে আমরা সক্ষম হয়েছি। কিন্তু এই সাফল্যকে যদি ধরে রাখতে চাই, তাহলে বঙ্গবন্ধু আমাদের সামনে যে উন্নয়নের দর্শন রেখে গেছেন, সেই দর্শনকে অনুসরণ করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। এটাই আমাদের সংবিধানে রয়েছে। সংবিধানের ভিতরে আজকে উন্নয়নের দর্শন বলতে বৈষম্যহীন বাংলাদেশের কথা বলা হয়েছে, যে বাংলাদেশে সকল মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। এমন বাংলাদেশ আমরা দেখতে চাই। আমরা পশ্চিমা দুনিয়াকে অনুসরণ করবো না। মুক্তিযুদ্ধের সময় যে আদর্শ বঙ্গবন্ধু আমাদের সামনে রেখে গেছেন, যে আদর্শ ৭ মার্চের ভাষণেও তিনি উল্লেখ করেছিলেন এবং পরবর্তীতে '৭২-এর সংবিধানে তা বিস্তারিতভাবে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। আমি মনে করি, আমাদের বাজেট সেই দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে পুনর্গঠন করা না হলে দেশে লুটপাট এবং ব্যাংক ব্যবস্থায় চলমান অব্যবস্থাপনা চলতে থাকবে। এটা করতে না পারলে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশকে যেভাবে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখছেন, অর্থাৎ বাংলাদেশ পৃথিবীর মানচিত্রে উন্নত একটি রাষ্ট্র হিসেবে দাঁড়াবে– সেই স্বপ্ন সফল হবে না।

মাননীয় স্পিকার, বঙ্গবন্ধুর দর্শনকে অনুসরণ করলেই আমাদের দেশকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারবো বলে আমি বিশ্বাস করি। সেক্ষেত্রে আমাদের সংবিধানে যে দিক-নির্দেশনা রয়েছে, সেটাই অনুসরণ করা সমীচীন হবে। আমি আর কথা বাড়াতে চাই না।

মাননীয় স্পিকার, আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। একই সাথে বর্তমান সরকারকে যারা সমর্থন জানাচ্ছেন তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কারণ এই সরকার যদি ক্ষমতায় না আসে তাহলে বিএনপি-জামাত জোট আবার ক্ষমতায় আসবে। তাদের দর্শন মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে নয়, তাদের দর্শন তালেবানি ও পাকিস্তানি দর্শনের মধ্যে নিহিত রয়েছে। তাদেরকে অনুসরণ করে বাংলাদেশে কোনোদিন অগ্রগতি লাভ করবে না। এটা নিশ্চয়ই সকলে উপলব্ধি করবে। এই আহ্বান জানিয়ে এবং সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। বাংলদেশ দীর্ঘজীবী হোক। সকলকে ধন্যবাদ।

ফজলে হোসেন বাদশার সংবাদ সম্মেলন
রাজশাহী অঞ্চলের দাবি উপস্থাপন প্রসঙ্গে

সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা, মাহে রমজানের শুভেচ্ছা ও অগ্রিম ঈদের শুভেচ্ছা। এবং আমি রাজশাহীতে একটি প্রেস কন্‌ফারেন্সের আয়োজন করেছি, এতে আপনারা উপস্থিত হয়েছেন আমি আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। কারণ পার্লামেন্টে আমি বাজেটের ওপরে যে বক্তব্য রেখেছি সেটা আপনাদের অনেকের হাতে দিয়েছি।

বাজেট সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গি আমি পার্লামেন্টে উপস্থাপন করেছি। এবং আরও অনেক কথা বলেছি বাজেট সম্পর্কে, আমি এটা বলতে চাই নি, আমি বলতে চেয়েছি যে বাজেট যাতে গণমুখি হয়, এবং বাজেট যেন আমাদের সংবিধানে যা আছে, বঙ্গবন্ধু যা বলেছেন সেটা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ভিত্তিতে বাজেট যেন হয়, সেই প্রত্যয় থেকে আমি আমার বক্তব্য রেখেছি। সেই বক্তব্যে যুক্তি, তর্ক সবকিছুই আছে। আমি যতদিন রাজনীতি করবো ততদিন আমরা ৩০ লক্ষ মানুষ যেই বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছে সেই বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা, অর্থনীতি, সামাজিক রাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে তোলার সংগ্রাম আমরা চালিয়ে যাবো। সেটাই আমাদের কথা । আমি পার্লামেন্টে সেই কথাগুলো বলেছি, এবং আমাদের মাননীয় স্পিকারের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ তিনি আমাকে বক্তব্যের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ সময় দিয়েছেন। আমি দেশের অনেক বিষয় নিয়ে কথা বলি।

বাজেটে আমার বক্তব্যের পর আমি দেখতে পেয়েছি যে সংসদে আলোচনার মূল পরিবর্তন ঘটাতে আমি সমর্থ হয়েছি। এরপর থেকে সবাই আমার সুরেই কথা বলেছে কয়েক ব্যক্তি ছাড়া। কিন্তু আমার বক্তব্যের শেষে পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে বলেছিলাম যে আমি আমার এলাকার কথা বলতে পারলাম না। তা আমি মনে করি দেশের কথা বললে এলাকার কথা বলা হয়। কারণ এলাকা দেশ থেকে বাইরে নয়, এলাকা দেশের মধ্যেই পরে। তবুও এলাকার মানুষ এলাকার সুনির্দিষ্ট উন্নয়নে আমরা কী করছি সেটা সম্পর্কে জানতে আগ্রহ প্রকাশ করে। আমি সেই প্রসঙ্গে কিছু কথা এখন বলতে চাই।

আমি গত ৮টি বাজেটের সময় রাজশাহীর সিল্ক নিয়ে অসংখ্য কথা বলেছি। সরকার আমাকে সিল্ক বোর্ডের জ্যেষ্ঠ ভাইস-চেয়ারম্যান বানিয়েছেন। কিন্তু সিল্ক হচ্ছে, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীনে। বস্ত্র, পাট মন্ত্রণালয়ের যে স্থায়ী কমিটি তাতে কিন্তু আমি নেই। সিদ্ধান্ত নেয় স্থায়ী কমিটি, আর বোর্ড সেটা পালন করতে বাধ্য হয়। এই অবস্থার কারণে আমরা রাজশাহীর রেশম কারখানা নিয়ে অনেক সিদ্ধান্ত এখনো আমরা কার্যকর করতে পারিনি। আমি যখন রেশম বোর্ডে ছিলাম না তখন রাজশাহী রেশম বোর্ডকে রাষ্ট্রিয় মালিকানা থেকে ব্যক্তি মালিকানায় নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা একটা প্রক্রিয়া করেছিল এবং বোর্ডে এটা পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। আমি বোর্ডের সদস্য হওয়ায় প্রথম বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছিল সিল্ক হবে রাষ্ট্রিয় মালিকানাধীন কারখানা। এটা এবং সিল্ক রেশম বোর্ড চালাবে, এবং রেশম বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বঙ্গবন্ধু, তাই তার দৃষ্টিভঙ্গি

মেনেই এটা পরিচালনা করা উচিত বলে আমি করি। আমরা দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম করছি এখন পর্যন্ত কোনো কার্যকর ফলাফল করা যায়নি। আমাকে পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটি বলেছে যে তারা ঈদের পর রাজশাহীতে স্থায়ী কমিটির মিটিং করবে এবং মিটিংয়ে আমাকে অতিথি হিসেবে ডাকবেন। আমি অতিথি পাখিদের যা অবস্থা হয় ওই ভাবে মিটিংয়ে থাকবো। এবং মিটিং ভেঙে গেলে আমি আবার উড়ে যেতে বাধ্য হবো। তার মধ্যেও আমি চেষ্টা চালাবো যে রেশম কারখানা চালু হোক এবং রাজশাহীর যে সিল্ক সিটি, এবং ইন্টারন্যাশনাল যে সিটিগুলোর পরিচয় রয়েছে তাতে দেখা যায় ইন্টারন্যাশনালই আমাদের সিল্কসিটি হিসেবে চিহ্নিত করে। অথচ আমাদেরই সিল্ক ইন্ডাস্ট্রি এখনো চালু হয়নি।

আমি পার্লামেন্টে আবার একটা দাবি করেছিলাম, আমি আপনাদের মাধ্যমে বলতে চাই যে বাজেট এখনো চূড়ান্ত হয়নি, ২৮ তারিখে চূড়ান্ত হবে। আমি সরকারের আবেদন জানাই, রাজশাহীর রেশম কারখানা চালু করার ব্যাপারে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হোক। রাজশাহীতে একটা স্পেশাল ইকোনমিক জোন প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। রাজশাহীতে যদি স্পেশাল ইকোনমিক জোন প্রতিষ্ঠা হয়, রাজশাহীতে উৎপাদিত যে পণ্য ভারত, নেপাল, ভুটান এবং ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে এটা বাজারজাত করা সহজ হবে। কারণ এটা যোগাযোগ ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই রয়েছে। সেজন্য আমরা মনে করি যে, আমাদের রাজশাহীবাসীর জন্য শুধু না, বাংলাদেশের জন্য যদি স্পেশালি ইকেনোমিক জোন করতে হয়। তবে ইকনোমিক এক্টিভিটিজের জন্য রাজশাহীতে একটি ইকোনোমিক জোন প্রতিষ্ঠা করা দরকার।

আমি রাজশাহী বিমান বন্দরকে সচল করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। রাজশাহী বিমান বন্দর বিগত সরকারের আমলে একটি গরুচারণ ক্ষেত্র ছিল। বিমান চলাচল হতো না। আমি আসার পর, এখন ঈদের সময় তিনটা করে ফ্লাইট এখন আসছে। এখন হাজার হাজার মানুষ যাতায়াত করতে পারছে। এই বিমান বন্দরকে একটা আন্তর্জাতিক মানের বিমান বন্দর করার জন্যও আমি চেষ্টা করছি। বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে বিমানের কোনো উন্নয়ন কাজ করা যায় না। স্বয়ং বিমানমন্ত্রী এবার বাজেট বক্তৃতায় তার অসহায়ত্ব প্রকাশ করেছেন যে বিমানে কোনো শৃঙ্খলা নাই। অতএব আমি বিমান মন্ত্রণালয়ে না, রাজশাহীর বিমান বন্দরকে আন্তর্জাতিক মানের যদি করতে পারি তাহলে রাজশাহী থেকে আম, লিচু, পানসহ সমস্ত কিছু পণ্য পৃথিবীর যেকোনো স্থানে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। রাজশাহী থেকে সরাসরি হজ ফ্লাইট যেতে পারে, রাজশাহী থেকে কলকাতা আমরা একটা ফ্লাইট আমরা নিতে পারবো। সেই বিষয়ে আমরা মন্ত্রণালয়ে চাপ সৃষ্টি করছি। এবং এই প্রচেষ্টা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। আপনারা দেখবেন যে আগামী মাস থেকে বিমান বন্দরে কিছু উন্নয়ন কাজ শুরু হবে। এবং এই বাজেটের পর যে টাকা আছে তা দিয়ে আমি বিমান বন্দরে রানওয়ের সম্প্রসারণের বিষয়ে উদ্যোগ নিবো।

আমাদের আগে ঢাকা-রাজশাহী ট্রেন ছিল খুবই দুর্বল, আপনারা দেখেছেন যে আমরা ট্রেনে যেতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি বাসের চাইতে, তবে বাস আমাদের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ

হয়ে গেছে। তিনটা ট্রেন চলে ঢাকা-রাজশাহী তারপরেও কিন্তু টিকিট পাওয়া যায় না। আমরা আজকে আবার দাবি করতে চাই যে, একটা ট্রেন দেওয়া হোক ননস্টপ, সকালে যাবে রাতে চলে আসবে। যাতে করে এই ট্রেনে সকালে গিয়ে রাতে কাজ করে যে কোন ব্যক্তি আবার নিজের ঘরে এসে ঘুমাতে পারে। এই দাবিটা আমার পার্লামেন্টে তোলার কথা ছিল, আমি আজকে রাজশাহীতে বসে এই দাবিটা পার্লামেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

পদ্মা নদী, পদ্মা নদী নিয়ে আমাদের খুব উৎকণ্ঠা আছে। কিন্তু পদ্মা নদী যে আমাদের আশার আলো হতে পারে সেটা নিয়ে আমরা কখনো ভাবি না। আমাদের শহররক্ষা বাঁধের কাজ আগামী বছর শেষ হয়ে যাবে। শহররক্ষা বাঁধ করার ক্ষেত্রে ২৬৮ কোটি টাকা আমরা নিয়ে এসেছি এবং সেই টাকা দিয়ে কাজ শুরু হয়েছে, টেন্ডার হয়েছে এবং শুষ্ক মৌসুমে শহররক্ষা বাঁধের কাজ শেষ হয়ে যাবে। এবং ড্রেজিং করে আমরা যদি পদ্মা নদীকে নৌ চলাচলের উপযোগী রাখতে পারি তাহলে ভারতের সাথে বাণিজ্য আরও সাশ্রয়ই হবে। এবং রাস্তার ওপরে চাপ কম পড়বে। আমরা পদ্মা নদীকে যদি ড্রেজিং করে পাটুরিয়া পর্যন্ত নৌ যান নিয়ে যেতে পারি তাহলে পটুরিয়া থেকে ঢাকার বাজারের জন্য ভারত থেকে আমদানিকৃত সামগ্রী আমার পৌঁছে দিতে পারবো।

আজকে রাজশাহীকে একটি ভিন্ন ধরনের শহরে পরিণত করেত হলে আমাদের কতোগুলো দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়ন করতে হবে। তাহলে আমি রাজশাহী ডেভেলপমেন্ট অথ রিটিকে বলবো, আপনারা আবাসন প্রকল্প করেছেন কিন্তু সেই আবাসন প্রকল্প উচ্চবিত্ত মানুষের জন্য, মধ্যবিত্ত মানুষের জন্য খুবই কম, আর বস্তিবাসীর জন্য তো নাই। আমার দাবি, রাজশাহীতে বস্তি খুব অল্প আছে, একেবারে বস্তিবাসীর জন্য, একেবারে গরিব মানুষের জন্য আবাসন প্রকল্প করেতে হবে। এবং সেই আবাসন প্রকল্পে গরিব মানুষের যা আয় তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থের মিনিময়ে যাতে পেতে পারে, এবং যেন তা পরিশোধ করতে পারে, ও তার মূল্যও যাতে সে পরিমাণ হয় তারজন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত বলে আমি মনে করি। রাজশাহী যাতে শুধু ধনিক শ্রেণীর নগরীতে পরিণত না হয়, সকল শ্রেণীর মানুষের নগরীতে লাভ করে। সবাই যদি এই সময়ে একটা করে গাছ লাগাই তবে রাজশাহী একটা সবুজ নগরী হতে পারে। আমরা যদি আম গাছ লাগাই তাহলে আমের ফলন এখানে ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাবে। এবং আমরা রাজশাহীকে নিয়ে গর্ব করি, রাজশাহী একটি চমৎকার শহর, রাজশাহী একটি ব্যতিক্রম শহর এটা বাস্তবায়ন করতে হলে আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। আমি এর জন্য মনে করি কোনো ব্যক্তির কৃতিত্বের কোনো অবকাশ নেই। কোনো ব্যক্তি এটাকে আলাউদ্দিনের চেরাগের মতো একা করতে পারবে না। আমি সম্মিলিত প্রচেষ্টার পক্ষে।

এবং যা উন্নয়ন হয়েছে তা সরকার এবং রাজশাহীবাসীর আকাঙ্ক্ষার ফসল। এখানে আমি রাজশাহীর সাংসদ হিসেবে আমার দায়িত্ব আমি পালন করেছি। জনগণ আমাকে ভোট দিয়েছে এইকাজ গুলো করার জন্য। তার জন্য আমি কোনো কৃতিত্ব দাবি করতে পারি না। আমি কর্তব্য পালন করার চেষ্টা করতে পারি। আমি কর্তব্য পালন করেছি

এইটুকুই দাবি করতে পারি। আজকে আরডিএ মার্কেট অত্যান্ত ঝুঁকিপূর্ণ মার্কেট, এই মার্কেটটাকে ব্যবহারে অযোগ্য হিসেবে ইঞ্জিনিয়াররা এটাকে আখ্যায়িত করেছেন। একবার আমরা খালি করতে গেছিলাম। আরডিএ মার্কেট নিয়ে যদি রাজনীতি হয় তাহলে রাজশাহীর মানুষের জীবন নিয়ে, অর্থনীতি নিয়ে রাজনীতি করা হচ্ছে। আমি যতটুকু জানি, আমাকে গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন, কত হাজার কোটি টাকা লাগবে, আমি রাজশাহীতে একটি অত্যাধুনিক বসুন্ধরার চেয়ে বড় মার্কেট করে দিতে রাজি আছি।

আরডিএ-তে তা প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। কিন্তু আরডিএ একটি দুষ্ট চক্রের বাধায় এই অত্যাধুনিক মার্কেটটি করতে পারছে না। আমি আমার ভয়ের কথা বলি, যদি কোনোদিন ঈদের সময় বাজার করতে গিয়ে শট সার্কিটে আরডিএ-তে দুর্ভাগ্যবসত আগুন লেগে যায় তাহলে হয়তো আমাদের নারীরা, আমাদেরই মা-বোন ওখানে মার্কেটের জন্য যায়, তাহলে যদি আগুন লাগে তাহলে মা-বোনরা কী সংকটের মধ্যে পড়বে আমি জানি না। যদি তার একটি অংশ ভেঙে পরে, একটি ছয়তলা ফাউন্ডেশন হলে কী পরিমাণ ঝুঁকি থাকতে পারে আমরা তা জানি। কিন্তু এটার পরিবর্তন হচ্ছে না, অথচ সরকার বসে আছে টাকা দেওয়ার জন্য। বারবার আমাকে গণপূর্তমন্ত্রী বলেছেন, কত টাকা লাগবে? টাকা আমার, আপনারা কাগজ তৈরি করেন। কিন্তু রাজশাহী যদি দুষ্ট চক্রের হাতে বন্দি হয়ে যায় তাহলে রাজশাহীর উন্নয়ন ব্যাহত হবে। আমি বলতে চাই, রাজশাহীর উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করার জন্য এক ধরনের দুষ্ট চক্র কাজ করছে।

আমাদের ভয়ের কিছু নেই, আমাদের জয় করার মতো সাহস আছে। আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি। রাজশাহীতে যে সকল প্রকল্প আছে সে প্রকল্পের কাজ শেষ করার পর আমি রাজশাহীর উন্নত মার্কেট পরবর্তী বাজেট করার জন্য আরডিএ-কে চাপ সৃষ্টি করবো। সরকার আমাদের টাকা দিতে চাচ্ছে কিন্তু আমরা টাকা নিতে পারছি না। তাহলে উন্নয়নের সুযোগ আমরা হারাচ্ছি। রাজশাহীকে আমরা শিক্ষানগরী বলি, এটা আমাদের গর্ব। রাজশাহীর শিক্ষানগরীর ক্ষমতা আরও বাড়াতে হবে। সাংস্কৃতিক চর্চার ক্ষেত্রে আমাদের রাজশাহী আরও বিকশিত করতে হবে, যেখানে আমরা পিছিয়ে পড়েছি। রাজশাহীতে ঋত্বিক ঘটকের জন্ম, রজনিকান্তের জন্ম, রাজশাহীতে হাসান আজিজুল হকের মতো কথাসাহিত্যিক বসবাস করেন, আর রাজশাহী সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পরবে। রাজশাহী থেকে কতো নাম করা শিল্পী চিত্রজগতে গেছেন। রাজশাহী থেকে কত নাম করা শিল্পী এখনো জাতীয় অঙ্গনে সংগীত পরিবেশন করছে। আর সেই রাজশাহী এখন সাংস্কৃতিক দিকে পিছিয়ে পড়েছে। এটার পরিবর্তন করতে হবে।

বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর হচ্ছে চট্টগ্রাম, আর বাংলাদেশের প্রধান পর্যটন কেন্দ্র হচ্ছে কক্সবাজার। প্রধান দুটি কেন্দ্রের সাথে রাজশাহী বিচ্ছিন্ন। দেশের মধ্যে দেশ এটা আমরা মেনে নিতে পারি না। রাজশাহী থেকে আমরা সরাসরি চট্টগ্রামও যেতে পারি না, কক্সবাজারও যেতে পারি না।

আমি পার্লামেন্টের আটটি বাজেট বক্তব্যে বলেছি, রাজশাহী থেকে সরাসরি চট্টগ্রাম

পর্যন্ত জরুরিভিত্তিতে স্থাপন করা হোক। এটা উত্তরবঙ্গের প্রতিটা মানুষের দাবি। আমাদের উত্তরবঙ্গের শিশু-কিশোররা তারা কোনোদিন সমুদ্র দেখেনি, আর বাংলাদেশের সমুদ্রসৈকত নাকি বিশ্ববিখ্যাত, আমরা মুক্তিযুদ্ধ করছি কি আমাদের শিশু-কিশোরদের বঞ্চিত করার জন্য, এটা আমরা কী করে মেনে নিবো, এটা করা উচিত হবে না।

আমরা এখন সিল্ক নিয়ে দাবি জানিয়েছি তো সরকার এখন নরম হয়েছে, একসময় বলেছিলাম যে আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার তোলা বন্ধ করেন, সারফেস ওয়াটার দিয়ে কাজ করেন। এখন সারফেস ওয়াটার ছাড়া, আমরা আগে পার্লামেন্টে একাই বলতাম আর আমাদের ওপরে সবাই রাগান্বিত হতেন যে আমরা ভূগর্ভস্থ পানি তুলতে বাধা দিচ্ছি। কিন্তু এখন আমাদের কথা শুনেন না, দেশের কথা শুনেন না, আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থার কথা শুনেন। আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা যখন বলছে যে ভূগর্ভস্থ পানি তোলা উচিত হবে না, প্রাকৃতিক বিপর্যয় হবে এখন ওনারা আমাদের কথা শুনছেন।

এখন আপনারা শুনলে অবাক হবেন যে রাজশাহীর সমস্ত ওয়াসা সমস্ত পানি সরবরাহ করে তারা ভূগর্ভস্থ পানি দিয়ে, তাতে আয়রণ আছে, আরও রাসায়নিক পদার্থ আছে। আমাদের এই শিশুরা, আমাদের বাড়ির মা-বোনরা এই পানি খেতে পারে না। আমি আপনাদের বলতে চাই, এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। আমি সাড়ে তিনবছর স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটিতে ফাইট করেছি রাজশাহীর পানি ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তনের জন্য। এবং প্রধানমন্ত্রী গত সপ্তাহে এটা স্বাক্ষর করে অনুমোদন করেছেন। এবং আমি আশা করি আগামী বছর হয়তো আমাদের জন্য একটা সুসংবাদ আসবে। দুষ্ট চক্র যদি উন্নয়নে বাধা না হয় তাহলে পদ্মা নদী থেকে পানি নিয়ে বিশাল এক উন্নয়ন যজ্ঞ শুরু হবে। তাতে যে পানি সরবরাহ করা হবে তাতে মিনারেল ওয়াটার কিনে খেতে হবে না, ট্যাপের পানি খেলেই হবে। ইউরোপীয়ও মানের পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু হবে।

টেক্সটাইল মিলটা পড়ে আছে। মনে হচ্ছে যেন একটি ভাগাড়, অথচ এই টেক্সটাইল মিল স্বাধীনতার পর প্রথম শিল্প। আমি টেক্সটাইল মিল চালু করার পক্ষে। এবং একটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে উন্নয়নের জন্য যদি কর্মসংস্থান না হয় তাহলে সেই উন্নয়নের কোনো অর্থ দাঁড়ায় না। যেমন আমাদের অর্থমন্ত্রী অনেক কথা বলেছেন বাজেটে। কিন্তু এই বাজেট বাস্তবায়ন হলে দেশে কতো পরিমাণ কর্মসংস্থান বাড়বে তার ব্যাপারে কোনো সুনির্দিষ্টভাবে বলেননি। কিন্তু আবার সৈয়দ আশরাফ বলেছেন, দেশে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ কর্মসংস্থান পড়ে আছে সরকারি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে। আমি বলছি এটা পাঁচ লক্ষেরও বেশি খালি পড়ে আছে কিন্তু সেখানে নেয়া হচ্ছে না। তাহলে রাজশাহীতে ২০-২৫ হাজার কর্মসংস্থান খালি পড়ে আছে। সরকারি অনুমোদনের আলোকে তাদের অনুমোদন দেয়া যাচ্ছে না। অতএব কর্মসংস্থানের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে।

আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন, উন্নয়নের মহাসড়কে উঠতে চাই সময় এখন আমাদের, আমি বলতে চাই , উন্নয়নের মহাসড়কে রাজশাহীকেও রাখেন, রাজশাহীও উঠতে চায়। রাজশাহীকেও তুলতে হবে। সেজন্য আমি রাজশাহীর সংসদ সদস্য হিসেবে আমি কাজ করছি, অত্যন্ত মনোযোগের সাথে আমি কাজ করছি। আমাদের কাছে সমস্ত

বিষয়ে ধারণা রয়েছে, আর আপনারা সহায়তা করবেন। আমার যদি কোনো ভুলভ্রান্তি হয় তবে আপনারা দেখিয়ে দিবেন। আমরা ইতোমধ্যে যে কাজগুলো করতে পেরেছি, আমরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিল পাশ করেছি, রাজশাহীতে এবার চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয় হবে আমরা তার স্থান নির্ধারণ করে রেখেছি।

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে আমরা বিশাল অগ্রগতিতে এগিয়ে যাচ্ছি। শহিদ কামারুজ্জামানের নামে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। আমরা শহিদ কামারুজ্জামানের নামে একটি কলেজ করেছি। এবং সেই কলেজ থেকে সরকারিকরণও করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, আমরা আর একটি কলেজকে সরকারিকরণ করেছি, সেটার নামকরণ এখনো চূড়ান্ত হয় নাই, যদিও ওটার নাম বরেন্দ্র রয়েছে। আমরা ১০ বছরের মধ্যে দুটো সরকারি কলেজ ও একটি বিশ্ববিদ্যালয় আনতে পেরেছি। এবং তার জন্যই শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতি আরও সচ্চল হয়েছে।

আপনারা জেনে খুশি হবেন যে, আমাদের এখানে আইটি ভিলেজের কাজ শুরু হয়ে গেছে। এবং ২০১৯ সালের মধ্যে এটা সম্পূর্ণভাবে সমাপ্তির কাছাকাছি নিয়ে যাবো। এটা হলে এখানে বিশাল কর্মসংস্থান হবে। এবং এই আইটি ভিলেজের মাধ্যমে ১০ হাজার শিক্ষিত তরুণ কর্মসংস্থান পাবে। বিশাল ব্যবসা এবং বাণিজ্যিক এর আইটি কেন্দ্র হবে এটি।

রাজশাহীর যত স্কুল ও কলেজের অবকাঠামোর উন্নয়ন হচ্ছে আমি আশা করি আগামী বছরের মধ্যে সকল স্কুল ও কলেজের অবকাঠামোর যত দুর্বলতা তা থাকবে না। সরকারি স্কুল কলেজগুলো আমার দায়িত্বে না। তাও আমি সরকারি প্রতিষ্ঠাগুলোর অবকাঠামোর উন্নয়ন যাতে হয় তাতে আমি ভূমিকা রেখেছি। যেমন নিউ ডিগ্রি কলেজের উন্নয়ন হয়েছে, মহিলা কলেজ বহু পুরনো কলেজ ষাটের দশকের কলেজ, মেয়েদের কলেজ বলে সেখানে কমার্স ডিপার্টমেন্ট ছিল না। আমি সেখানে কমার্স করেছি সেখানে ২৫০ মেয়েদের একটি হোস্টেল হচ্ছে, এবং ৮ তলার একটি একাডেমিক ভবন হচ্ছে। এটা চূড়ান্ত হয়েছে অল্প দিনের মধ্যে এটা দৃশ্যমান হবে। এবং এক বছরের মধ্যে রাজশাহীর সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোর উন্নয়ন যে সংকট তা সম্পূর্ণভাবে দূর করার জন্য আমরা চেষ্টা করবো। এবং কোনো স্কুল কলেজের যেন কোনো অভিযোগ না থাকে। আমি একটা কথা বলে রাখি সেই স্কুল কলেজ এমপিওভুক্ত তারা এই সুযোগ পাবে, যারা এমপিওভুক্ত না তারা এই সুযোগ পাবে না। আমি সরাকরকে অনুরোধ করেত চাই, যাতে সব স্কুল কলেজ এমপিওভুক্ত করা হয়। কারণ সরকার যদি এটা করে তবে উন্নয়ন করা সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি।

আমাদের রেলগেইট থেকে বিমান বন্দর পর্যন্ত ফোর লেন রাস্তার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এটা আমরা মন্ত্রণালয়ের সাথে কথা বলেছি, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব ওবায়দুল কাদেরের সাথে কথা বলেছি, অল্প দিনের মধ্যে এই কাজ শুরু করা হবে। এবং তালাইমারী থেকে কাটাখালী পর্যন্ত ফোর লেন রাস্তা হবে, যদিও আমাদের দাবি আছে বঙ্গবন্ধু সেতু পর্যন্ত এইটা করা হোক। এবং রাজশাহীতে আরও দুটো সড়কের

কাজ শুরু হয়েছে, একটা কোর্ট স্টেশন থেকে বাইপাস মূল সড়কের সাথে যোগাযোগের জন্য ও আরেকটা হলো রুয়েটের পাশ দিয়ে বাইপাশের সাথে যোগাযোগের জন্য রাস্তা করা হবে।

আমি আরেকটি কথা বলতে চাই, শহররক্ষা বাঁধের কথা বলেছি, আমি কতোগুলো কাজ করেছি সে কাজগুলো হয়তো দৃশ্যমান হয়নি। রাজশাহী শহরে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানিত করার জন্য প্রতিজন মুক্তিযোদ্ধার বাড়িতে সোলার প্যানেল আছে, বাংলাদেশে এটা কোথাও নেই। কোনো মুক্তিযোদ্ধা যদি বলেন যে তার বাড়িতে সোলার প্যানেল লাগানো হয়নি তাহরে এখনি সেটা লাগিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা হবে। এটা দৃষ্টিভঙ্গি মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান করা। এবং ঈদের পর প্রত্যেকটি গোরস্থানে রাতে সোলার প্যানেল দিয়ে সার্চ লাইট থাকবে। রাতে গোরস্থানে গেলে আলোর অভাব আপনারা পাবেন না। শ্মশানেও তাই হবে। কয়েক মাসের মধ্যে জিরো পয়েন্টে, এখানে তো লোড-সেডিং হচ্ছে কিন্তু জিরো পয়েন্টে দেখবেন যে আলো জ্বলছে সোলার প্যানেলের লাইটে। এবং ইমপর্টেন্ট পয়েন্ট অফ দা সিটিতে সোলার প্যানেল লাগিয়ে দেয়া হবে।

সিটি কর্পোরেশন নিয়ে আমার কোনো দায়িত্ব নাই, মেয়র এর দায়িত্ব পালন করে। তবুও সিটি কর্পোরেশন এখন বিভিন্নভাবে অপব্যাবসার স্বীকার, তারপরও প্রত্যেক সংসদ সদস্য ২০ কোটি টাকা করে পেয়েছিলেন, কিন্তু আমাকে প্ল্যানিং মিনিস্ট্রি বলেছে এই টাকা আপনাকে সিটি কর্পোরেশনকে দিয়ে দিতে হবে। আমি এই ২০ কোটি টাকা সিটি কর্পোরেশনকে দিয়ে দিয়েছে। এবং তারা যে উন্নয়ন করেছেন তা আমি ঈদের পর দেখবো তারা কী উন্নয়ন করেছে, সেই উন্নয়নটা বাস্তবায়ন হয়েছে কিনা। এবং সেইগুলো আমি নিজে উদ্বোধন করবো।

আমি আর একটা কথা বলেছিলাম যে দৃষ্টি প্রতিবন্ধি যাতে ফুটপাত দিয়ে চলতে পারে এইরকম ফুটপাত তৈরি করবেন। সেইগুলো করেছি কিনা আমি দেখবো দেখার পর আপনারা হয়তো আপনারা সংবাদ দিতে পারবেন। আমি নারীদের কর্মক্ষেত্রের জন্য কিছু কাজ করেছি, তাদের সমিতিগুলোকে আর্থিক সাহায্য করেছি। শুধু তাই নয়, আমাদের একজন মেয়ে শ্রেষ্ঠ জয়িতার তালিকায় পরেছে সেটা হলো ১৭নং ওয়ার্ডে, তার প্রতিষ্ঠানকে কম্পিউটার এবং সেলাই মেশিন দিয়ে অসংখ্য নারীর কর্মসংস্থান আমরা করে দিয়েছি। এইরকমভাবে আমরা রাজশাহীতে নারীদের কর্মসংস্থান করে দিচ্ছি। যাতে করে তারা নিজের শক্তিতে চলতে পারে।

আজকে পরিশেষে বলতে চাই, আমরা সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে, স্থানীয় ১৪ দলসহ আমরা সবরকম উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। এবং আমাদের প্রত্যেকটি স্কুলে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ইতিহাসের বই দিয়েছি। ৫০ হাজার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিতরণ করা হয়েছে। এবং ছাত্রছাত্রীদের সচেতন করার জন্য আমি আরেকটি খোঁজ খবর দিতে চাই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের নামে যে কলেজ রয়েছে। আমি যখন এই কলেজটির দায়িত্ব নিই তার দুরবস্থা দেখে আমার খুব খারাপ লাগে, যেই ব্যক্তির নামে এই কলেজ সেই ব্যক্তিটি বাংলাদেশের স্থপতি, আর তার এই অবস্থা।

আশা করি আপনারা যাবেন এবং কলেজটি দেখবেন এবং আগামী বছরের মধ্যে এই কলেজটির আরও ব্যাপক উন্নয়ন হবে। আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলেছি, তার কাছে বিশেষ সহযোগিতা আমি চাইবো খুব অল্প দিনের মধ্যে। এবং রাজশাহীতে বঙ্গবন্ধুর নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় হবে, এই কলেজটিকে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা রূপান্তিত করবো। এবং যে ছাত্রছাত্রীরা পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি না হতে পেরে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে, এই বাণিজ্যিক শিক্ষার স্বীকার হতে না চান বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো করে তাদেরকে উচ্চ শিক্ষা প্রদান করবো। এবং বঙ্গবন্ধু দৃষ্টিভঙ্গি সেখানে প্রতিফলিত হবে। এই এটা করছি যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধরে রাখতে চাই। বাংলাদেশকে ধরে রাখতে হলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধরে রাখতে হবে। আমি কখনোই দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিই নি। আমাদের রাজশাহীতে মেলার নামে জুয়া, মাদকদ্রব্যের অবাধ বাণিজ্য এইগুলোর বিরোধিতা করেছি। পার্লামেন্টে আমার বক্তৃতার ওপরে দেখবেন আমি জাতীয়ভাবে করেছি, আমি অর্থমন্ত্রীর কাছে জানতে চেয়েছি কারা কালো টাকার মালিক, কারা কালো টাকা উপার্জন করে লক্ষ লক্ষ টাকা বিদেশে পাচার করছে, তারা প্রকাশ করে না, এটা আমি বলেছি, কেউ বলেছে কিনা তা আমার জানা নাই।

অতএব বাংলাদেশকে যদি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করতে হয়, বাংলাদেশের টাকা দিয়ে কানাডাতে, আমেরিকাতে বাড়ি কিনবে কিছু বড়লোক আর বাংলাদেশ উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হবে এই স্বপ্ন সফল হবে না। আপদি একদিকে বেলুন ফুলাতে থাকেন আর অন্নদিকে আলপিন দিয়ে ফুটো করে তাহলে কি সেই বেলুন ফোলানো সম্ভব হবে। তাই আমরা চাই দুর্নীতি রোধ করা, লুটাপাট রোধ করা ও বাংলাদেশ থেকে টাকা পাচার রোধ করার জন্য। এখন নতুন নতুন সড়ক হচ্ছে, আমার কোন দায়িত্ব নেই, তারপরও আমি সংসদ সদস্য হিসেবে ওয়াসা, সিটি কর্পোরেশন, আরডিএসহ সকল উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান যেগুলো রাজশাহীতে রয়েছে তাদের আমি সহায়তা করে থাকি। এবং আমি মনে করি যে আপনারা আমাকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছেন, আপনাদের সংসদ সদস্য হিসেবে আমাকে পাঠিয়েছেন। আমি আপনাদের সামনে বলতে চাই, আমি নির্ভীকভাবে, পরিষ্কারভাবে জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা রক্ষার জন্য পার্লামেন্টে যা বলা উচিত তাই আমি বলে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছি। আমি মনে করি এটা আপনাদের সাহসে আমি করতে পেরেছি। এটা আপনাদের গৌরব, আমার গৌরব না। সবাই জানে যে রাজশাহী থেকে নির্বাচিত আমি, অতএব আমার রাজশাহীর মানুষের হৃদয়ের কথা, রাজশাহীর মানুষের দাবির কথা, রাজশাহীর মানুষের গৌরবের কথা এবং রাজশাহীর মানুষের মুখ উজ্জ্বল করার দায়িত্ব আমার। আমি সেটা করার চেষ্টা করেছি। আমি আশা করি আপনারা সেটা দেখেছেন, আমার তারপরও ভুলভ্রান্তি থাকতে পারে। আমি সবসময় মানুষের কাছে শিখি, আমি একটা রিকস্যাওয়ালার কাছেও শিখি।

ঢাকার এক রিকসাওয়ালা আমাকে বলছে যে স্যার আমরা তো ব্যাংকে টাকা রাখছি না আপনারা রাখেন, আমাদের কোনো অসুবিধা নাই। আপনাদের টাকা যাবে কোথাই?

কোথাই যাবে এখন হিসাবে করেন। বাজেটে যে আবগারি ট্যাক্স দেয়া হয়েছে। আমি বললাম যে না রে ভাই তোমার মতো আমারো কোনো টাকা নাই, তবে টাকা যাতে না যায় সেই ব্যবস্থা আমরা করছি। আমার মনে হয় প্রধানমন্ত্রী একটা ভালো মানুষ, তিনি আমাদের কথাটা শুনবেন।

আর রাজশাহীতে যে সাংস্কৃতিক যে দুর্বলতার কথা বলেছিলাম, আপনাদের জন্য সুখবর পরে আমি ঢাকার ভারতীয় হাইকমিশনারের সাথে কথা বলেছিলাম, এবং তিনি রাজশাহীতে একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য টাকা দিয়েছেন। এবং আপনারা জানেন যে আমরা এমইউ সাইন করেছি সিটি কর্পোরেশনে, এবং খুব অল্প দিনের মধ্যেই রাজশাহীর ঐতিহ্যবাহী আমাদের পাবলিক লাইব্রেরি এটাও ডেভেলপ করা হবে, তার ঐতিহ্যও রক্ষা করা হবে। সেখানে উন্মুক্ত মঞ্চ এবং মিলনায়তন করে রাজশাহী শহরে কেন্দ্রীয় স্তরে একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্রভূমি গড়ে তোলা হবে। আমরা যদি রাজশাহীকে সাংস্কৃতিকভাবে উজ্জ্বল করতে না পারি তো নিশ্চয় রাজশাহীর ওপরে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদের কালো ছায়া পড়বে। অবএব সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড দিয়েই এই অন্ধকার থেকে রাজশাহীর মানুষকে মুক্ত করতে হবে। এর জন্য আমি ভারতীয় হাইকমিশনারকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিলাম অনুদানের জন্য, তারা আমার কথা রেখেছেন ও আরও অনুদান দিতে তারা রাজি আছেন।

আমি আর কথা বাড়াতে চাই না, সবাইকে ধন্যবাদ ও সবাইকে কৃতজ্ঞতা। আবারো আমার পক্ষ থেকে অগ্রিম ঈদের শুভেচ্ছা।

রাজশাহী মহানগরে ২০০৯-২০১৮ সালের উন্নয়ন তালিকা

ক্রমিক	উন্নয়নের বিবরণ	সংখ্যা
১	বঙ্গবন্ধু হাইটেক পার্ক আইটি ভিলেজ স্থাপন	
২	৪ হাজার ৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে সুপেয়, বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা	
৩	সরকারি ব্যবস্থাপনায় রাজশাহী রেশম কারখানা চালু	
৪	রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন	
৫	রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যন্ত্রপাতি ক্রয় ও উন্নয়ন	
৬	রাজশাহী বিমানবন্দর চালু	
৭	রাজশাহীতে হার্ট ফাউন্ডেশন ভবন নির্মাণ	
৮	স্কুল কলেজ সরকারিকরণ	৪টি
৯	রাজশাহীতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তিকরণ	৪টি
১০	২৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে রাজশাহী শহররক্ষা বাঁধ নির্মাণ	
১১	হযরত শাহ মখদুম রুপোস (রা.)-এর মাজারের গেট নির্মাণ	
১২	রাজশাহীতে স্থাপিত বাংলাদেশের প্রথম শহিদ মিনার পুনঃনির্মাণ	
১৩	গণকবর স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ (প্রক্রিয়াধীন)	
১৪	ভেরিপাড়া মোড় থেকে কোর্ট পর্যন্ত রাস্তা প্রশস্তকরণ	
১৫	কোর্ট থেকে বাইপাস পর্যন্ত ৪ লেনবিশিষ্ট রাস্তা	
১৬	রুয়েট থেকে খড়পড়ি বাইপাস পর্যন্ত ৪ লেনবিশিষ্ট রাস্তা	
১৭	কামারুজ্জামান চত্বর থেকে নওহাটা পর্যন্ত ৪ লেনবিশিষ্ট রাস্তা (প্রক্রিয়াধীন)	
১৮	বন্ধগেট থেকে লক্ষ্মীপুর মোড় পর্যন্ত ফুটপাত নির্মাণ	
১৯	রাজশাহী বাসটার্মিনাল থেকে কল্পনা হল পর্যন্ত ফুটপাত নির্মাণ	
২০	শাহ মখদুম কলেজ থেকে তালাইমারি মোড় পর্যন্ত বাঁধের শোভাবর্ধন ও ফুটপাত নির্মাণ	
২১	হরিজনদের জীবনমান উন্নয়নে হরিজন পল্লীউন্নয়ন প্রকল্প (চলমান)	
২২	বুলনপুর থেকে তালাইমারি শহিদ মিনার পর্যন্ত বস্তিউন্নয়ন প্রকল্প (চলমান)	
২৩	শহীদ কামারুজ্জামান চিড়িয়াখানার অভ্যন্তরে লাইটিং	

ক্রমিক	উন্নয়নের বিবরণ	সংখ্যা
২৪	নওদাপাড়া গাংপাড়া ড্রেন ও ব্রিজ নির্মাণ	
২৫	জেলা পরিষদ মিলনায়তন কাজ সমাপ্তকরণ	
২৬	রাজশাহী সাধারণ গ্রন্থাগারসহ আরও ৩টি গ্রন্থাগার পুনঃনির্মাণ	
২৭	স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা, একাডেমি নির্মাণ কাজ সমাপ্ত	৩১টি
২৮	স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা, একাডেমি নির্মাণ কাজ চলমান	৪২টি
২৯	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নয়ন সহায়তা প্রদান	৫৮টি
৩০	কলেজে উন্নয়নে সহায়তা প্রদান	২২টি
৩১	মসজিদ উন্নয়নে সহায়তা প্রদান	৩৬৪টি
৩২	মাদ্রাসা উন্নয়নে সহায়তা প্রদান	১৬১টি
৩৩	গোরস্থান উন্নয়নে সহায়তা প্রদান	১৪টি
৩৪	ঈদগাহ মাঠ উন্নয়নে সহায়তা প্রদান	২৬টি
৩৫	মন্দির উন্নয়নে সহায়তা প্রদান	৪৮টি
৩৬	পূজামণ্ডপ উন্নয়নে সহায়তা প্রদান	৮০টি
৩৭	ক্রীড়া ক্লাব, মুক্তিযোদ্ধা সংগঠন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহে উন্নয়নে সহায়তা প্রদান	২৩৫টি
৩৮	গীর্জা উন্নয়নে সহায়তা প্রদান	০৪টি
৩৯	খ্রিস্টীয় কবরস্থান উন্নয়নে সহায়তা প্রদান	০২টি
৪০	শ্মশান উন্নয়নে সহায়তা প্রদান	০২টি
৪১	বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে সোলার প্যানেল স্থাপন	১৮৬টি
৪২	মুক্তিযোদ্ধাদের বাসভবনে সোলার প্যানেল স্থাপন	৫২৭টি
৪৩	শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও গোরস্থানসমূহে সোলার লাইট স্থাপন	৭০টি
৪৪	২০১৩ থেকে ২০১৮ সালে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনকে ব্যাপক উন্নয়ন সহায়তা প্রদান	
৪৫	ভারত এবং চীনকে রাজশাহী মহানগরের উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে সংযুক্ত করার সাফল্য।	

রাজশাহী দারুস সালাম কামিল মাদ্‌রাসার নতুন ভবন নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর উন্মোচন করেন ফজলে হোসেন বাদশা এমপি

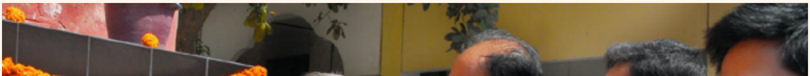

রাজশাহী ভোলানাথ বিশ্বেশ্বর হিন্দু একাডেমীর নতুন ভবন নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর উন্মোচন করেন ফজলে হোসেন বাদশা এমপি

তানোরের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

ভাষা আন্দোলনের প্রথম শহিদ মিনার

আদিবাসী পরিষদের ৪র্থ জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

বাংলাদেশের প্রথম শহিদ মিনার রাজশাহী কলেজ প্রাঙ্গণে তৎকালীন ভাষাসৈনিকবৃন্দ নির্মাণ করেছিলেন, বর্তমানে তা পুনঃনির্মাণ করে ইতিহাসকে ধরে রাখার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। শহিদ মিনারের নকশা রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

বিভিন্ন বিদ্যালয়ের উন্নয়ন তদারকি

আদিবাসীদের শোভাযাত্রা উদ্বোধন

নতুন নতুন বিমান চলাচল শুরুর মাধ্যমে আজ রাজশাহী বিমানবন্দর
ব্যস্ততম বিমানবন্দরে পরিণত হয়েছে

রাজশাহী গ্যাস সংযোজন উদ্বোধন

শহিদ এ এইচ এম কামারুজ্জামান এর সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন

নাট্যকর্মীদের ওপর হামলার প্রতিবাদ

হরিজন সম্প্রদায়ের মঙ্গল শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন ফজলে হোসেন বাদশা

ছাত্র কল্যাণ পরিষদের অভিষেক অনুষ্ঠানে
প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন ফজলে হোসন বাদশা

জনগণের সাথে যোগাযোগ

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলা পরিদর্শন করেন ফজলে হোসেন বাদশা

গণমাধ্যমের কর্মীর ওপর সন্ত্রাসী হামলায় সহমর্মিতা

মেট্রোপলিটন কলেজের নতুন ভবন নির্মাণ শুরু

রাজশাহী শহর রক্ষা বাঁধ নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন

রাজশাহী বক্ষব্যাধি হাসপাতালে সৌরবিদ্যুৎ উদ্বোধন করেন ফজলে হোসেন বাদশা এমপি

ক্যান্সার, লিভার সিরোসিস, প্যারালাইজড রোগীদের আর্থিক সহযোগিতার চেক প্রদান

রাজশাহী রেশম কারখানার ৫টি পাওয়ার লুমের পরীক্ষামূলক কার্যক্রম পরিদর্শন করেন
রাজশাহী সদর আসনের সাংসদ ফজলে হোসেন বাদশা এমপি

রাজশাহী রেশম কারখানার ৫টি পাওয়ার লুমের পরীক্ষামূলক কার্যক্রম ফিতা কেটে উদ্বোধন করেন রাজশাহী সদর আসনের সাংসদ ফজলে হোসেন বাদশা এমপি

রাজশাহী বহুমুখী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের *এ্যাডভোকেট খন্দকার আশরাফ হোসেন* ভবনের উদ্বোধন করেন ফজলে হোসেন বাদশা এমপি

নগরীর শ্রীরামপুর এলাকায় বিশুদ্ধ খাবার পানির জন্য ৫টি টিউবওয়েল স্থাপন করেন সদর আসনের সাংসদ ফজলে হোসেন বাদশা

রাজশাহী শেখ মুজিব হাই-টেক পার্কের বাউন্ডারী ওয়াল ও সেট নির্মাণের উদ্বোধনকালে উপস্থিত ফজলে হোসেন বাদশা

রাজশাহী চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনের উদ্বোধন

মুক্তিযুদ্ধ চেতনা পরিষদের উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে দুঃস্থ মানুষের হাতে কম্বল তুলে দেন রাজশাহী সদর আসনের সংসদ সদস্য জনাব ফজলে হোসেন বাদশা

স্বাধীনতা উৎসবে ঘুড়ি উড়িয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন

রাজশাহী নগরীর উন্নয়ন সহযোগী চায়নার সাথে চুক্তি বিষয়ক সভা

রাজশাহী নগর উন্নয়ন সহযোগিতায় উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শনে ভারতীয় হাইকমিশনার হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা ও ফজলে হোসেন বাদশা

নগর উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন ভারতীয় হাইকমিশনার হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা ও সাংসদ ফজলে হোসেন বাদশা